গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশঃ একটি সমীক্ষা

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য পরিচালিত গবেষণার

সারসংক্ষেপ

উপস্থাপনায়

তানভীনা সুলতানা

রেজিঃ ৪৯৭

এম.ফিল (২০০৮-২০০৯)

সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণার সারসংক্ষেপ এমন বিষয় যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি স্বল্প সময়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক জানতে পারেন। একটি গবেষণার সকল দিক পড়ে জানা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই স্বল্প সময়ে গবেষণার বিভিন্ন দিক জানার জন্য সারসংক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **"গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ ঃ একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক গবেষণাটিতে ঢাকা শহরের গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপর চালানো হয়েছে। ঢাকা শহরের উত্তরা থানার নিকটবর্তী দক্ষিণখান এলাকা থেকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দুটি গার্মেন্টস শিল্প Colur Bow (প্রিন্টিং এবং Flaxen Gress Limited (সেলাই পোষাক) কে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রতিটি গার্মেন্টস শিল্প থেকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ৫২জন করে মোট ১০৪জন, (১৫-৪৯) বছর বয়সী নারী শ্রমিককে বিশ্লেষণের একক ধরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণার একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো ঃ

বয়স সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৮.৮৫% শ্রমিকের বয়স ১৫-১৯ বছরের মধ্যে। গবেষণা এলাকার অনেক শ্রমিককে তাদের বর্ণিত বয়সের চেয়ে অনেক ছোট বলে মনে হয়েছে কারন বিশ্লেষণে জানা গেছে যে অনেক শ্রমিক জীবনের তাগিদে তাদের প্রকৃত বয়স লুকিয়ে কাজে যোগদান করেছে কেননা ১০-১৪ বছর বয়সকে শিশু হিসাবে গন্য করা হয় এবং শিশুশ্রম একটি দন্ডনীয় অপরাধ। উত্তরদাতা শ্রমিকদের সম্মিলিত গড় বয়স ২৬.৭১ বছর।

শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৫০.০০% শ্রমিক স্বাক্ষর করতে পারে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে নিরক্ষরতার হার ১.৯২% । প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা ৪২.৩৫%। মাধ্যমিক পাসের ক্ষেত্রে দুটি কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ৪.৮২%। উচ্চ মাধ্যমিক পাস শ্রমিকের সংখ্যা ১.৯২%। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য হতে লক্ষ্যনীয় যে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার বেশি না হলেও নিরক্ষর শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। স্বাক্ষর করতে পারা ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি তাই বলা যায় গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা কোন মুখ্য বিষয় নয়।

মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের লোকজনই বেশি। সেই হিসাবে ১০৪ জনের মধ্যে ১০০ জনেরই ধর্ম ইসলাম যার হার ৯৬.১৫%। হিন্দু ধর্মাবলম্বী (২.৮৮%) এবং ১জন

উপজাতি মহিলা পাওয়া গিয়াছে। বিশ্লেষণের শেষে বলা যাচ্ছে যে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে গার্মেন্টস মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের শ্রমিকদের আধিক্যই বেশি।

উত্তরদাতা শ্রমিকের বৈবাহিক তথ্য সম্পর্কিত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৪৪.২৩% শ্রমিক অবিবাহিত। এবং বিবাহিত শ্রমিক ৩৫.৫৮%। তালাক প্রাপ্তা ১১.৫৪% ও স্বামী পরিত্যাক্তা ৮.৬৫%। গবেষণায় বলা যায়, বাংলাদেশে বিয়ের পর বাচ্চা লালন-পালনে সমস্যা ও কম বয়সী শ্রমিকদের স্বল্প বেতনে নিয়োগ দেয়া (মালিক পক্ষের) সহজ বলে গার্মেন্টস শিল্পে অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি।

গবেষনায় দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫০.০০% শ্রমিকের মাসিক মজুরী সর্বনিম্ন ২৫০০-৩০০০ টাকার মধ্যে। অন্যদিকে উচ্চ মজুরীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৪৫০১-৫০০০ টাকার মধ্যে মজুরী পায় মাত্র ২জন নারী শ্রমিক। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, স্বল্প মজুরীর কাজে নারী শ্রমিকরা অধিকমাত্রায় নিয়োজিত।

পরিবারের ধরন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষেণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৫.৭৭% শ্রমিক যৌথ পরিবারে থাকে। সর্বনিম্ন অনাথ ১.৯২% এবং পেয়িংগেষ্ট ৯.৬২%। গবেষনায় বলা যায় বাংলাদেশে নারী শ্রমিকরা অল্প বয়সে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয় বলে অবিবাহিত শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। তাই গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকদের পরিবারের ধরনটাও হয় যৌথ পরিবার কেন্দ্রীক।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের অভিভাবক/ স্বামী পেশা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বাধিক ২৯.৮১% রয়েছে দিন মজুর তালিকায় এর কারণ হল ঢাকা শহর কেন্দ্রিক গার্মেন্টস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে দিন মজুরের পরেই রিকশা চালক রয়েছে ২৫.৯৬% ও ব্যবসা ১৪.৪২%। অন্যদিকে দেখা গেছে তাদের অভিভাবকদের অধিকাংশরই বসবাস গ্রামে যার দরুন গ্রামে তাদের পেশা কৃষি কাজ, বৃদ্ধ, কোন কাজ করতে পারেনা, অবসরপ্রাপ্ত ইত্যাদি, এর হার ১৮.২৭%। চাকুরী সবথেকে কম যার হার ১১.৫৪%। আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে বেশীর ভাগ শ্রমিকদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই ঢাকা শহরে অস্থায়ী পেশার সাথে জড়িত ।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬১.৫৪% শ্রমিকই টিনের ঘরে বসবাস করে। পাকা ঘরে বসবাস করে ৫.৭৭%। আবার টিনসেডের বাড়িতে বসবাসের হারও একেবারেই কম নয় (১৫.৩৮%) । তবে এখানে লক্ষণীয় যে কাঁচা বা আধা পাকা ঘরে বসবাসকারী কোন উত্তর দাতা পাওয়া যায়নি। তার কারণ উত্তরদাতারা যেহেতু সবাই ঢাকা শহরে বসবাস করেন এবং গার্মেন্টস এলাকার কাছাকাছি থাকেন যাতে সময়মত গার্মেন্টসে পৌঁছাতে পারেন যার জন্য এধরনের বাসগৃহে বসবাসকারী শ্রমিক পাওযা যায়নি। তবে সারণীটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, স্বল্প মজুরি ও দুর্বল আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে টিনের ঘরে বসবাসকারী উত্তরদাতা বেশী পাওয়া গিয়াছে।

উত্তরদাতা মহিলা শ্রমিকদের বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মতামত বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে ১০০% বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করতে পারছেন। গ্যাসের ক্ষেত্রে ৩৬.৫৪ ও পানির ক্ষেত্রে পারছেন ৭৯.৮১%। অন্য দিকে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা সুবিধা ভোগ করছেন ৯৫.১৯%। যেহেতু গবেষণাটি ঢাকা শহর কেন্দ্রিক করা হয়েছে তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সিটি কর্পোরেশনের সুবিধা থাকার কারণে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা গ্রামের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই অনেক ভালো। তবে অধিকাংশ শ্রমিকই টিনসেড, টিনের ঘর এ জাতীয় বাসায় বসবাস করলেও আলোচিত সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য খুব কম একথা বলা যায়না।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উভয় গার্মেন্টস শিল্পের ৬৭.৩১ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পেয়েছে। উভয় গার্মেন্টসে শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৩২.৬৯ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পায় নি। নিয়োগপত্র পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ায় বল যায় যে দু'টি শিল্পেই নারী শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশ (নিয়োগপত্র প্রাপ্তিতে) ভালো।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, উভয় কারখানায় মোট ৩৭.৫% শ্রমিক দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজ করে। ৪৫.১৯% শ্রমিক দৈনিক ১৪ ঘন্টা কাজ করে। আর ১৭.৩১% শ্রমিক দৈনিক ১৬ ঘন্টা কাজ করে। শ্রম আইনে যে কোন শ্রমিকের জন্য শ্রম ৮ ঘন্টা নির্ধারিত করা হলেও আমাদের দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে তা মানা হচ্ছে না। আমাদের দেশের নারী শ্রমিকরা

২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা কাজ করে কাটিয়ে দেয়। যা নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকর। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় আমাদের গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রতিনিয়তই দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের স্বার্থের পাশাপাশি শ্রমিকদের তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করে থাকে।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে গবেষণা এলাকার ফ্যাক্টরিতে কর্মসময়ে বিরতির ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকের মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১ ঘন্টা করে কর্মবিরতি আছে এবং এই বিরতির সময়ে অথিকাংশ শ্রমিক তাদের বাসায় চলে যায়। যাদের সন্তান আছে তাদের জন্য বিরতির সময়ে বাসায় গিয়ে সন্তানের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহনের সুযোগ একটি বিশেষ প্রাপ্তি বলে মা শ্রমিকরা মনে করেন। এবং প্রতিটি শ্রমিক ১ ঘন্টা করে কর্ম বিরতিকে যথেষ্ট বলেই মনে করেন।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায় দুটি কারখানাতেই অতিরিক্ত কাজের সুবিধা আছে এবং মোট ৮৪.৬২% শ্রমিক নিয়মিতই অতিরিক্ত কাজ করেন যার মধ্যে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত কাজ করার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৫.৩৮ শতাংশ যা নিতান্তই কম। তাই বলা যায়। শ্রমিকদের কাজের জন্য শ্রম আইনে শ্রম ঘন্টা নির্দিষ্ট থাকলেও আমাদের দেশের কারখানাগুলোর তা মেনে চলে না যা শ্রমিকের সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের পরিপন্থি। অতিরিক্ত কাজের মজুরী বিশ্লেষনে দেখা যায়, ১০০% শ্রমিক অতিরিক্ত কজের মজুরী নির্ধারিত সময়ে পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বেতন প্রতি মাসের ৫-১১ তারিখের মধ্যে এবং অতিরিক্ত কাজের মজুরী ২০-২৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করা হয়।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের ছুটি সংক্রান্ত গবেষনায় দেখা যায় মোট ৩৪.৬২ শতাংশ শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব ছুটি, সরকারী ছুটি পায় না। তবে এধরনের ছুটি না পাওয়ার জন্য কারন হিসাবে ওভারটাইম ও নির্ধার্রিত সময়ে শিপমেন্টের কাজ শেষ করতে না পারাকে দায়ী করেছে। অনেক নারী শ্রমিক ওভার টাইম ও ওভারটাইমের অতিরিক্ত কাজ করেও তার টার্গেট পূরন করতে পারে না শারীরিক অসুস্থ্যতা বা পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার কারনে। আর এই টার্গেট পূরন করতে না পারার কারনে

শিপমেন্ট পিছিয়ে পরে ফলে তাদের সাপ্তাহিক ও উৎসব ছুটি গুলো ফ্যাক্টরী থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

উৎসব ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ শ্রমিক উৎসব ভাতা আছে বলেছে। উৎসব ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম নেই বলেই শ্রমিকদের মত। দুটি ঈদের প্রতিটিতেই তারা ঈদবোনাস পেয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হিসাবে বলা যায় যে বেতন ঈদের আগে না পেলেও ঈদ বোনাস তার ঈদের আগেই পেয়ে থাকে।

বাৎসরিক কোন ভোজের/উৎসব আয়োজন সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায়, মোট ৮৬.৫৪% শ্রমিকের বাৎসরিক পিকনিকের ব্যবস্থা আছে বলেছে এবং ১৩.৪৬% শ্রমিক ভিন্নমত পোষন করেছেন। ভিন্নমত পোষন করা শ্রমিকের ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সময় স্বল্প মেয়াদকেই মনে করা যায়।

কর্মপরিবেশর পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত গবেষনায় দেখা যায় সর্বমোট শতকরা ৫৯.৬২% নারী শ্রমিকের মতে তাদের কর্মপরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছিন্ন। এবং ৪০.৩৮% নারী শ্রমিক মনে করেন তাদের কর্মপরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নাই। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকার জন্য শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব এবং মালিক পক্ষের স্বতঃস্ফুর্ততার অভাবই দায়ী।

গবেষণা এলাকার ৭১.২ শতাংশ নারী শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা আছে। অন্যদিকে ২৮.৮ শতাংশ শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা নেই। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষন দাতার কাজটি ফ্যাক্টরীর সুপার ভাইজারই অধিকাংশ কারখানায় করে থাকে। সার্বিক ভাবে তাই ভাবে তাই বলা যায় যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার হলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় প্রশিক্ষনের ব্যপারটি গুরুত্বেও সাথে বিবেচিত হয় না। যার কারনে অনেক অনাকাংখিত দূর্ঘটনার শিকার হতে হয় গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদেরকে।

গবেষণা এলাকায় অগ্নির্নিবাপক যন্ত্র আছে। সতর্ক ঘন্টা বাজার ব্যবস্থা আছে, সকল শ্রমিককেই অগ্নিনির্বাপন কৌশল শিখানো হয়ে থাকে তবে এই সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছরই বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জরুরী বর্হিগমন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায়, জরুরী বর্হিগমনের ব্যবস্থা থাকলেও তা সব সময় খোলা থাকে না। বিপদ জনক পরিস্থিতিতে বর্হিগমন ব্যবস্থার মান নিরাপদ নয় বলে মনে করে প্রায় ১৭.৩১% শ্রমিক। এর কারন হিসাবে বলা যায় দক্ষ প্রশিক্ষন দাতার অভাব বা প্রতিটি কারখানায় নিজস্ব অগ্নির্নিবাপক দল থাকার অভাব। তাই বলা যায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক কারখানা গুলোতে জরুরী বহির্গর্মনের ব্যবস্থা রয়েছ তা অনিরাপদ ও অকার্যকর।

মতামত বিশ্লেষনের ব্যাখ্যানুযায়ী বলা যায় আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের প্রায় প্রতিটি কারখানার লোডশেডিং রয়েছে এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেটরের ব্যবস্থাও রয়েছে। যা কখনো কখনো দূর্ঘটনার কারন হতে পারে। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া কোন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানই চালানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রায় সিংহভাগই উপার্যিত হয়। তাছাড়া আমাদের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অবকাঠামোগত দিক দিয়ে বাসাবাড়ি উপযোগি বাড়িতে গড়ে উঠে বলে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য বৈদ্যুতিক আলোর উপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হয় ফলে লোডশেডিং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেটর প্রায় প্রতিটি শিল্প কারখানাতেই রয়েছে। অধিক হারে জেনারেটরের উপর নির্ভরতার জন্য অনেক সময় উঁচু ভবন ধ্বসেরও ঘটনা ঘটে যা কখনোই কাম্য নয়।

শ্রমিকদের শাস্তি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে সার্বিক ভাবে বলা যায় সকল গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এবং ২৪.০৪% শ্রমিক শাস্তি পেয়েছেন বা জরিমানা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে জরিমানা বা শাস্তি হিসাবে বেতন কেটে রাখা ও ওভারটাইম না দেয়া ইত্যাদি করে।

১০০% নারী শ্রমিকের মতে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটি আছে। তাই বলা যায় যে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটির মাধ্যমে উভয় ফ্যাক্টরিতেই নারী শ্রমিকরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যায় দেখা যায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহনে তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। সমস্যা জানানোর পর তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শ্রমিকরা অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না বলে সাচ্ছ্যন্দে কাজ করতে পারে। তাই বলা যায় কর্ম পরিবেশে শ্রমিক অধিকারকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

শ্রম আইন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সর্বমোট ৮৬.৫৪% নারী শ্রমিকই শ্রম আইন সম্পর্কে জানেনা। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য মাত্র ৩.৮৫% শ্রম আইন সম্পর্কে নিজ থেকে জানে এবং ৯.৬২% শ্রমিকের মতে কোম্পানী থেকে শ্রম আইন সম্পর্কে জানানো হয়। তাই বলা যায় অশিক্ষা বা অজ্ঞানতার কারনে শ্রম আইন সর্ম্পকে শ্রমিক জানে না বা যতুটক জানে তা সঠিক ভাবে জানে না বলে নারী শ্রমিকরা কর্ম পরিবেশে নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গবেষনায় দেখা যায়, সর্বমোট ৮০.৭৭% নারী শ্রমিক শারীরিক ভাবে সুস্থ্য নাই। শ্রমিকদের মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে র্দীঘ শ্রম ঘন্টা, সল্প পরিসরে অধিক সংখ্যাক শ্রমিকের এক সাথে কাজ করা এবং অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে কাজ করে বলে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা শারীরিক ভাবে সুস্থ্য থাকে না।

প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যায় দেখা যায় ৭৫.৯৬% শ্রমিকের মতে প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা আছে। তবে ২৪.০৪% শ্রমিক ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই বলে মত দিয়েছে এ ক্ষেত্রে তাদের মতানুযায়ী মাঝে মাঝে একজন ডাক্তার আসে ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে যায় তবে সব সময়ের জন্য তারা ডাক্তারকে পান না। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় চিকিৎসা সুবিধা মানুষের মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্যের জন্য বা সুচিকিৎসার জন্য সার্বক্ষনিক একজন ডাক্তারের সেবা পাবার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে যা শ্রম অধিকার পরিপন্থি।

জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার জন্য এম্বুলেন্স বা বিকল্প ব্যবস্থা আছে প্রায় ৬৯.২৩% শ্রমিকের মতে । বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে ৩০.৭৭% শ্রমিক জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা আছে কি নেই, তারা তা জানে না। তবে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার জন্য সার্বক্ষনিক এ্যম্বুলেন্সের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও প্রয়োজনে মালিকের নিজস্ব গাড়ি বা কারখানার কাজে ব্যবহৃত গাড়ি আহতকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহনযোগ্য। তাই বলা যায় চিকিৎসা সুবিধা যে কোন মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও, রোগীকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থাটি তার প্রথম ধাপ যা আমাদের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে যথাযথ ভাবে দেখা যায় না বা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রমিকদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুটি কারখানায় মোট ১৯.২৩% শ্রমিক বসে কাজ করে, ৭২.১২% শ্রমিক দাঁড়িয়ে কাজ করে এবং ৮.৬৫% শ্রমিক বসে ও দাঁড়িয়ে কাজ করে। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। সারাক্ষন দাঁড়িয়ে কাজ করার ফলে আমাদের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থ্যতায় ভোগে। তাই বলা যায় দাড়িয়ে কাজ করা কখনোই সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশের লক্ষণ হতে পরে না যা আমাদের প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে।

অতিরিক্ত কাজে সম্মতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায় গবেষণা এলাকার মোট ৭৫.০০% শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি ছিল। কারন হিসাবে তারা জীবনের প্রয়োজনে শারীরিক সুস্থতার চেয়ে অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে গুরত্ব দিয়ে অতিরিক্ত কাজের পূর্ণ সম্মতি ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অন্য দিকে মোট ২৫.০০% শ্রমিকের পূর্ণ সম্মতি ছিল না। পারিবারিক বিভিন্ন প্রয়োজন বা শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থ্যতার জন্য পূর্ণ সম্মতি না থাকলেও তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় যা শ্রম আইনের পরিপন্থি। পরিশেষে বলা যায়, শ্রমিকদের জন্য আইন আছে কিন্তু কারনে অকারনে সেই আইন প্রতিনিয়তই ভঙ্গ করে চলেছে আমেদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ঠরা যা মোটেই কাম্য নয়।

দূষণ সম্পর্কিত গবেষণায় বলা যায়, গবেষণা এলাকার মোট ৯৬.১৬% শ্রমিক শব্দ দূষণ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। স্বল্প পরিসরে এক সাথে অনেক শ্রমিক মেশিনের সাহায্য কাজ করে বলে গার্মেন্টস সেক্টরে শব্দ দূষণের পরিমান বেশি ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে মাত্র ৩.৮৫% শ্রমিক শব্দ দূষণ নাই বলে মনে করেন। অন্যদিকে দেখা যায় দুটি কারখানায় মোট ৮৮.৪৫% শ্রমিকের বায়ু দূষণ আছে বলে মনে করেন কারন হিসাবে তৈরী পোশাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলিকণা এবং রং এর উৎকট গন্ধকে মনে করেন। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে প্রায় ১১.৫৪% শ্রমিক বায়ু দূষণ নাই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন যা সংখ্যাগরিষ্ট মতামতের চেয়ে ভিন্ন রকম। তাই বলা যায় দূষণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশে সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ বিরাজ করছে না।

মাতৃত্ব কালীন সুবিধা সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ মোট ৮৫.৫৮% নারী শ্রমিক কর্মস্থলে গভার্বস্থায় বিশ্রামের সুবিধা নাই বলেছেন। মাতৃত্ব কালীন ছুটির সুবিধা আছে মোট ৩৮.৪৬% শ্রমিকের মতে। এবং মোট ৬১.৫৪% শ্রমিক জানে না মাতৃত্ব কালীন ছুটির সুবিধা আছে কি নাই । মাতৃত্ব কালীন ছুটিতে বেতন প্রাপ্তির সুবিধা সর্ম্পকে জানে না মোট প্রায় ৭৮.৮৫% শ্রমিক। সুতরাং সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেশির ভাগ শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে মাতৃত্ব কালীন সুবিধাগুলো জানে না, কারন দুটি কারখানাতেই অবিবাহিত নারী শ্রমিককের সংখ্যা বেশি।

শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা যায়, গবেষণা এলাকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা নেই। কারন কারখানাগুলোতে অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া কাজে যোগদানের আগে অধিকাংশ নারী শ্রমিক তাদের বিয়ের কথা লুকিয়ে কাজে যোগ দেয় ফলে স্বল্প সংখ্যক নারী শ্রমিকের জন্য শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের প্রয়োজন পরে না।

ঝুঁকি অনুসারে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা উত্তরদাতার নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় গবেষণা এলাকার মোট ৫৪.৮% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রিক প্রাপ্তির সুবিধা পেয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হিসাবে ৪৫.২% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির সুবিধা পায়না বলে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে ৪৫.২% নারী শ্রমিক খুব কম নয়। নিরাপত্তা সামগ্রী

প্রাপ্তি সুবিধা সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও ৫৪.৮% নারী যেহেতু এই সুবিধা পাচ্ছেন তাই সার্বিক ভাবে বলা যায় বেশির ভাগ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের কে নিরাপত্তা সামগ্রী সরবারাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে শ্রমিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনের ভুলে এবং অবহেলায় নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করে না।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ১১.৫৪ শতাংশ শ্রমিক ৪৯-৬০ মাস যাবৎ কাজ করছে এবং প্রায় ২৬.৯২ শতাংশ নারী শ্রমিক ১-১২ মাস যাবৎ কাজ করছে। ফ্যাক্টরির নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অতিবাহিত সময়ের গড় ২৫.১৯ মাস। বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, গবেষনা এলাকার অধিকাংশ নারী শ্রমিক ২ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছে। সার্বিক ভাবে তাই বলা যায়, মালিক পক্ষের ব্যবহার, বেতন প্রাপ্তি ও বঞ্চিত না হওয়া পরিমান যে সকল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে তুলনামুলক কম সেখানে নারী শ্রমিকরা অনেক বছর ধরে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে থাকে।

সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ সম্পকির্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখো যায় প্রায় ৯৩.২৭% শ্রমিক সহকর্মীর মাধ্যমে কোন বিপদে পড়ে নাই। মোট ৬.৭৩% শ্রমিক বিপদে পরেছে নারী সহমকর্মীর মাধ্যমে। অন্য নারী শ্রমিকের মধ্যে টাকা চুরির অপবাদের জন্য বা যে সকল নারী শ্রমিক নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরাতন শ্রমিকগণ কাজে ভুল করার ফলে প্রডাকশনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা পুরাতন শ্রমিকগণ আগত শ্রমিকদের নাম দিয়ে দেয় যারা মূলত হেল্পার শ্রেণীর নারী শ্রমিক। যদিও পুরুষ সহকর্মী দ্বারা শারীরিক নির্যাতন মূলক কোন সমস্যা গবেষণা এলাকার নারী শ্রমিকদের হয়নি, তবে উল্লেখিত এ ধরনের অনেক মিথ্যা অপবাদ জনিত বিপদের মুখে পরতে হয়েছে অনেক নারী শ্রমিককে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান সময়ে গার্মেন্টস শিল্পে পুরুষ সহকর্মী দ্বারা নারী শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতি দিন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু গার্মেন্টস শিল্প যে তা থেকে ব্যতিক্রম তা গবেষনা এলাকার গবেষণায় স্পষ্টতই প্রতিয়মান। তাই বলা যায় এখনো অনেক গার্মেন্টস শিল্পের কর্ম পরিবেশ নারী শ্রমিকদের জন্য কর্ম উপযোগী ও নিরাপদ।

গামের্ন্টস শিল্পে নিয়োজিত হবার কারন সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বোচ্চ প্রায় ৩৫.৫৮% শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কাজে নিয়োজিত হয়েছে। শিক্ষার অভাব ও

অন্য চাকুরী না পাওয়ার জন্য প্রায় ১৯.২৩% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়েছে। পরিবারের উপার্যনক্ষম ব্যক্তির অভাবের কারনে প্রায় ১৩.৪৬% শ্রমিক এবং অতিমাত্রায় অসুস্থ্যতার জন্য প্রায় ১২.৫০% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষর উপর গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে এ শিল্পে শিক্ষার অভাবে অন্য চাকুরী না পাওয়ার কারনে পিতা-মাতার অসুস্থতায় পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অধিক হারে নারী শ্রমিকরা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয়ে থাকে।

গবেষণায় দেখে বলা যায় প্রায় ৪২.৩১% নারী শ্রমিক অপারেটরের কাজে নিয়োজিত এবং মোট ৫৭.৬৯% নারী শ্রমিক হেল্পারের কাজ করে। গবেষণা এলাকার অধিকাংশ শ্রমিক হেল্পার হিসাবে কাজ করলেও এদের প্রত্যেকের কাজের ধরণের আলাদা আলাদা নাম আছে। অর্থাৎ (হ্যান্ডিকম্যান পলিম্যান, ফিনিশিং ম্যান, ফোল্ডিংম্যান, স্পট ম্যান, ট্রায়াল ম্যান, মালবিছানো, মাল শুকানো, হ্যাংম্যান, ক্লিন ম্যান, ইত্যাদি)। গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকরা হেল্পার হিসাবেই বেশি নিয়োজিত হলেও ব্যতিক্রম হিসাবে গবেষণা এলাকায় ১জন নারী শ্রমিক সুপারভাইজার পদে নিয়োজিত আছেন। পরিশেষে বলা যায় গার্মেন্টস শিল্পে অপারেটর ও হেল্পারের সংখ্যা পর্যায় ক্রমিক ভাবে বেশি হলেও সুপারভাইজার ও ফ্লোর ম্যানেজার পদে নারী শ্রমিক একজনও নেই তা বলা যাবে না। সততা, একনিষ্টতা, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রে অধিক সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নারী শ্রমিকই পারে উচ্চ পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে গবেষণা এলাকার নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ তুলনা মূলক ভাবে ভালো অবস্থানে আছে। কারন গবেষণা এলাকার অধিকাংশ নারী শ্রমিক চাকুরীর নিয়োগ পত্র পেয়েছে। এখানকার অধিকাংশ নারী শ্রমিকের কর্ম ক্ষেত্রে অতিবাহিত সময় কাল ২-৩ বছরের মধ্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর যাবৎ অনেক শ্রমিক কাজ করছে। তাছাড়া কর্ম ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানিক, মানবীয় ও শারীরিক সকল ধরনের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে প্রাপ্তির পরিমান বেশি। গবেষকের গবেষণা এলাকায় শ্রমিকদের কখনো পুরুষ সহকর্মী দ্বারা নির্যাতিত হতে হয়নি এবং আকস্মিক অগ্নি দূর্ঘটনার শিকার হতে হয়নি। গবেষনা এলাকায় অপ্রাপ্তির চেয়ে প্রাপ্তির পরিমান বেশি, যেকোন আকস্মিক দূর্ঘটনা / অগ্নিদূর্ঘটনার পরিমান একেবারেই নেই। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন গবেষনা এলাকায় শ্রমিকদের খাবার গ্রহনের আলাদা ব্যবস্থা নেই,

পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা নেই। বসে কাজ করার ব্যবস্থা কম, ঝুঁকি অনুসারে নিরাপত্তা সামগ্রির সরবরাহ কম এবং যে পরিমান আছে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নাই যার কারনে নারী শ্রমিকরা অনেক সময় ছোট-খাট দূর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। সার্বিক আলোচনার প্রক্ষিতে বলা যায় গাবেষনা এলাকার নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলক সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ বিরাজ করছে। যদিও একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না যে ঢাকা শহরের শত শত গার্মেন্টস শিল্পের মধ্যে মাত্র দুটি কারখানার মাত্র ১০৪জন শ্রমিক থেকে প্রাপ্ত তথ্য সার্বজনীন ও প্রতিনিধীত্বশীল হয়েছে যদিও দুটি কারখানাই (প্রিন্টিং ও সেলাই পোষাক) বিভিন্ন রকম তৈরী পোষাক শিল্পকে প্রতিনিয়ত প্রতিনিধিত্ব করছে।

নবীন গবেষক হিসাবে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণে গবেষককে অনেক সমস্যায় পরতে হয়েছিল যা তত্ত্বাবধায়কের সু-চিন্তিত মতামতের মাধ্যমে সমাধানে চেষ্টা করেছি। আলোচিত গবেষণাটি যদি ভবিষ্যতে গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে এবং যথাযথ শ্রম অধিকার আদায়ে অবদান রাখাতে পারে, তাহলে গবেষনাটি পরিচালনার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করবো।

গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশঃ একটি সমীক্ষা

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
তানভীনা সুলতানা
রেজিঃ ৪৯৭
এম.ফিল (২০০৮-২০০৯)

সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশঃ একটি সমীক্ষা

তত্ত্বাবধায়ক
তানিয়া রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
তানভীনা সুলতানা
রেজিঃ ৪৯৭
এম.ফিল (২০০৮-২০০৯)

প্রকাশ কাল ঃ ২০১৪

সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘোষনা পত্রঃ

আমি এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, "গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশঃ একটি সমীক্ষা।" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষনা কর্ম। আমি এ গবেষনার বিষয় বস্তুর পূর্ন বা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে কোথাও এম.ফিল অথবা অন্য কোন ডিগ্রীর জন্য গবেষনা করা হয় নি।

নাম	ঃ	তানভীনা সুলতানা
		এম.ফিল গবেষক
রেজিষ্ট্রেশন নং	ঃ	৪৯৭
শিক্ষাবর্ষ	ঃ	২০০৮-২০০৯

সমাজকল্যান ও গবেষনা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

প্রত্যায়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, তানভীনা সুলতানা কতৃক এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি "গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশঃ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যান ও গবেষনা ইনস্টিটিউটের একটি মৌলিক ও নতুন আংগিকে সম্পাদনকৃত গবেষনা।

গবেষনাটিতে গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের চিত্র সঠিকভাবে বিশ্লেষন করা হয়েছে। গবেষক তানভীনা সুলতানার তত্ত্বধায়ক হিসাবে তার অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল প্রাপ্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেশ করার জন্য অনুমতি দেয়া যাচ্ছে।

ড: তানিয়া রহমান

অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক

সমাজকল্যান ও গবেষনা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এম.ফিল ডিগ্রীর এই গবেষনা সম্পাদনের জন্য সবার প্রথমে মহান আল্লাহতায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার তত্ত্বাবধায়ক ড: তানিয়া রহমান ম্যাডামের অসাধারন প্রতিভা ও জ্ঞানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরন করতে চাই। তিনি আমাকে এই গবেষনাটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে নানাবিধ উপদেশ,পরার্মশ প্রদান করেছেন। তার সুক্ষ্ণ বিচক্ষনতার জন্য আমি ম্যাডামের কাছে চির ঋনী হয়ে থাকবো।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্ববধায়ক ও সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মিসেস তানিয়া রহমানকে। যিনি অকৃত্তিম স্নেহ-ভালবাসা, সুচিন্তিত মতামত, সুদক্ষ দিক নির্দেশনা, দায়িত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধান, ঐকান্তিক সহযোগিতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমার গবেষণা কর্মধারাকে সুশৃংখল, ধারাবাহিক, সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ন এবং নিজের সামর্থ্যের সর্বশেষ বিন্দুতে পোঁছানোর জন্য এই রিসার্চ অভিসন্দর্ভটি করার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের, সহযোগিতা, গঠমূলক পরামর্শ, সুচিন্তিত মতামত, অকৃপন অনুপ্রেরণা, আন্তরিক উৎসাহ পেয়েছি তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরী, রেফারেন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, উইমেন ফর উইমেনস লাইব্রেরীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন আমাকে প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল, সাময়িকী ও এতদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়ের তথ্য সরবরাহ ও তথ্য প্রদান করে সহায়তা করেছেন, আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার সময় যে সমস্ত লেখক ও গবেশকের বই, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন ও জার্নালের সাহায্য নিতে হয়েছে, সময়ের স্বল্পতা ও নানা রকম সীমাবদ্ধতার কারণে আমি তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারিনি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি ও তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার পরিবারের সকল সদস্যকে । যারা আমাকে এই গবেষণাটি পরিচালনা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরন করতে চাই মোখলেস সাহেব, পিয়াল সাহেব, ইব্রাহিম সাহেব, ফরহাদ সাহেব কে যারা আমাকে গবেষনাটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে পথ দেখিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আব্দুল হাকিম সরকার স্যার, ডঃ

নূরুল ইসলম স্যার, ডঃ মোঃ মাহবুব স্যার কে যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ পরার্মশ দিয়ে গবেষনাটি সম্পন্ন করতে আমাকে সহায়তা করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তাদেরকে যারা আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

সর্বশেষে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার সহপাঠীদের, ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সব গার্মেন্টস এর মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের যারা তাদের শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং কাজ ফেলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা

গবেষনার সারসংক্ষেপ ১১

জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যের সারণী তালিকা ২৩

প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণী তালিকা ২৩

শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণী তালিকা ২৪

মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণী তালিকা ২৪

জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা ২৪

প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা ২৫

শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা ২৫

মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা ২৭

গবেষনা সমস্যার বিবরণ ৩৯

গবেষনার যৌক্তিকতা ৪০

গবেষনার উদ্দেশ্য ৪২

গবেষনায় ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের সংগায়ন ৪২

গবেষনায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ৪৩

গবেষনার সীমাদ্ধতা ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য সমীক্ষা ৪৮

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ইতিহাস ও সংখ্যা ৫৯

গার্মেন্টস শিল্পের রপ্তানী চিত্র ৬৩

গার্মেন্টস শিল্পের বর্তমান সমস্যা ৬৬

গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকের বর্তমান সমস্যা ৭২

পঞ্চম অধ্যায় পৃষ্ঠা

উত্তরদাতার তথ্য বিশ্লেষন

জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্য বিশ্লেষন ১৯০-১০৩

প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন ১০৭-১৩০

শারীরিক কর্ম পরিবেশের সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষন ১৩৩-১৪৩

মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন ১৪৬-১৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা ১৫৯

সপ্তম অধ্যায়

গার্মেন্টস শিল্পের সীমাবদ্ধতা ১৬৭

সুপারিশমালা ১৬৯

উপসংহার ১৭২

পরিশিস্ট

শব্দ সংক্ষেপ ১৭৫

সাক্ষাৎকার অনুসূচী ১৭৬

সাহায়ক গ্রন্থাবলী ১৭৯

প্রথম অধ্যায়

গবেষনার সারসংক্ষেপ

গবেষনার সারসংক্ষেপ এমন বিষয় যার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি সল্প সময়ে গবেষনার বিভিন্ন দিক জানতে পারেন। একটি গবেষনার সকল দিক পড়ে জানা সময় অনেক সাপেক্ষ ব্যপার। তাই স্বল্প সময়ে গবেষনার বিভিন্ন দিক জানার জন্য সারসংক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশঃ একটি সমীক্ষা"। শীর্ষক গাবেষনাটিতে ঢাকা শহরের গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপর চালানো হয়েছে। ঢাকা শহরের উত্তরা থানার নিকটবর্তী দক্ষিনখান এলাকা থেকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দুটি গার্মেন্টস শিল্প Colur Bow (প্রীন্টিং এবং Flaxen Gress limited (সেলাই পোষাক) কে বেছে নেয়া হয়েছে। প্রতিটি গার্মেন্টস শিল্প থেকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ৫২জন করে মোট ১০৪জন, (১৫-৪৯) বছর বয়সি নারী শ্রমিককে বিশ্লেষনের একক ধরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষানর একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো ঃ

বয়স সংক্রান্ত গবেষনায় দেখা যায়, সার্বোচ্চ ২৮.৮৫% শ্রমিকের বয়স ১৫-১৯ বছরের মধ্যে। গবেষনা এলাকার অনেক শ্রমিককে তাদের বর্নিত বয়সের চেয়ে অনেক ছোট বলে মনে হয়েছে কারন বিশ্লেষনে জানা গেছে যে অনেক শ্রমিক জীবনের তাগিদে তাদের প্রকৃত বয়স লুকিয়ে কাজে যোগদান করেছে কেননা ১০-১৪ বছর বয়সকে শিশু হিসাবে গন্য করা হয় এবং শিশুশ্রম একটি দন্ডনীয় অপরাধ্।উত্তরদাতা শ্রমিকদের সম্মিলিত গড় বয়স ২৬.৭১ বছর।

শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষেনে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যাক অর্থাৎ ৫০.০০% শ্রমিক স্বাক্ষর করতে পারে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে নিরক্ষরতার হার ১.৯২% । প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা ৪২.৩৫%। মাধ্যমিক পাসের ক্ষেত্রে দুটি কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ৪.৮২%। উচ্চ মাধ্যমিক পাস শ্রমিকের সংখ্যা ১.৯২%। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য হতে লক্ষ্যনীয় যে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার বেশি না হলেও নিরক্ষর শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। স্বাক্ষর করতে পারা ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি তাই বলা যায় গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা কোন মুখ্য বিষয় নয়।

মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের লোকজনই বেশি। সেই হিসাবে ১০৪ জনের মধ্যে ১০০ জনেরই ধর্ম ইসরাম যার হার ৯৬.১৫%। হিন্দু ধর্মাবলম্বী (২.৮৮%) এবং ১জন উপজাতি মহিলা পাওয়া গিয়াছে। বিশ্লেষণের শেষে বলা যাচ্ছে যে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে গার্মেন্টস মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের শ্রমিকদের আধিক্যই বেশি।

উত্তরদাতা শ্রমিকের বৈবাহিক তথ্য সম্পর্কিত বিশ্লেষেনে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৪৪.২৩% শ্রমিক অবিবাহিত। এবং বিবাহিত শ্রমিক ৩৫.৫৮%। তালাক প্রাপ্তা ১১.৫৪% ও স্বামী পরিত্যাক্তা ৮.৬৫%। গবেষনায় বলা যায়, বাংলাদেশে বিয়ের পর বাচ্চা লালন-পালনে সমস্যা ও কম বয়সি শ্রমিকদের স্বল্প বেতনে নিয়োগ দেয়া (মালিক পক্ষের) সহজ বলে গার্মেন্টস শিল্পে অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি।

গবেষনায় দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫০.০০% শ্রমিকের মাসিক মজুরী সর্বনিম্ন ২৫০০-৩০০০ টাকার মধ্যে। অন্যদিকে উচ্চ মজুরীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৪৫০১-৫০০০ টাকার মধ্যে মজুরী পায় মাত্র ২জন নারী শ্রমিক। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, স্বল্প মজুরীর কাজে নারী শ্রমিকরা অধিকমাত্রায় নিয়োজিত।

পরিবারের ধরন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষেনে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৫.৭৭% শ্রমিক যৌথ পরিবারে থাকে। সর্বনিম্ন অনাথ ১.৯২% এবং পেয়িংগেষ্ট ৯.৬২%। গবেষনায় বলা যায় বাংলাদেশে নারী শ্রমিকরা অল্প বয়সে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয় বলে অবিবাহিত শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। তাই গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকদের পরিবারের ধরনটাও হয় যৌথ পরিবার কেন্দ্রিক।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের অভিভাবক/ স্বামী পেশা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বাধিক ২৯.৮১% রয়েছে দিন মজুর তালিকায় এর কারণ হল ঢাকা শহর কেন্দ্রিক গার্মেন্টস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে দিন মজুরের পরেই রিকশা চালক রয়েছে ২৫.৯৬% ও ব্যবসা ১৪.৪২%। অন্যদিকে দেখা গেছে তাদের অভিভাবকদের অধিকাংশরই বসবাস গ্রামে যার দরুন গ্রামে তাদের পেশা কৃষি কাজ, বৃদ্ধ, কোন কাজ করতে পারেনা, অবসরপ্রাপ্ত ইত্যাদি, এর

হার ১৮.২৭%। চাকুরী সবথেকে কম যার হার ১১.৫৪%। আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে বেশীরভাগ শ্রমিকদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই ঢাকা শহরে অস্থায়ি পেশার সাথে জড়িত ।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬১.৫৪% শ্রমিকই টিনের ঘরে বসবাস করে। পাকা ঘরে বসবাস করে ৫.৭৭%। আবার টিনসেডের বাড়িতে বসবাসের হারও একেবারেই কম নয় (১৫.৩৮%) । তবে এখানে লক্ষণীয় যে কাঁচা বা আধাঁ পাকা ঘরে বসবাসকারী কোন উত্তর দাতা পাওয়া যায়নি। তার কারণ উত্তরদাতারা যেহেতু সবাই ঢাকা শহরে বসবাস করেন এবং গার্মেন্টস এলাকার কাছাকাছি থাকেন যাতে সময়মত গার্মেন্টসে পৌঁছাতে পারেন যার জন্য এধরনের বাসগৃহে বসবাসকারী শ্রমিক পাওযা যায়নি। তবে সারণীটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, স্বল্প মজুরি ও দুর্বল আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে টিনের ঘরে বসবাসকারী উত্তরদাতা বেশী পাওয়া গিয়াছে।

উত্তরদাতা মহিলা শ্রমিকদের বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মতামত বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে ১০০% বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগকরতে পারছেন। গ্যাসের ক্ষেত্রে ৩৬.৫৪ ও পানির ক্ষেত্রে পারছেন ৭৯.৮১%। অন্য দিকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধা ভোগ করছেন ৯৫.১৯%। যেহেতু গবেষণাটি ঢাকা শহর কেন্দ্রিক করা হয়েছে তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সিটি কর্পোরেশনের সুবিধা থাকার কারণে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা গ্রামের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই অনেক ভালো। তবে অধিকাংশ শ্রমিকই টিনসেড, টিনের ঘর এ জাতীর বাসায় বসবাস করলেও আলোচিত সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য খুব কম একথা বলা যায়না।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উভয় গার্মেন্টস শিল্পের ৬৭.৩১ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পেয়েছে। উভয় গার্মেন্টসে শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৩২.৬৯ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পায় নি। নিয়োগপত্র পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ায় বল যায় যে দু'টি শিল্পেই নারী শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশ (নিয়োগপত্র পাপ্তিতে) ভলো।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, উভয় কারখানায় মোট ৩৭.৫% শ্রমিক দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজ করে। ৪৫.১৯% শ্রমিক দৈনিক ১৪ ঘন্টা কাজ করে। আর ১৭.৩১% শ্রমিক দৈনিক ১৬ ঘন্টা কাজ করে। শ্রম আইনে যে কোন শ্রমিকের জন্য শ্রম ৮ ঘন্টা নির্ধারিত করা হলেও আমাদের দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে তা মানা হচ্ছে না। আমাদের দেশের নারী শ্রমিকরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা কাজ করে কাটিয়ে দেয়। যা নারী শ্রমিকদের সাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকর। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় আমাদের গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রতিনিয়তই দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের স্বাথের পাশাপাশি শ্রমিকদের তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করে থাকে।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে গবেষনা এলাকার ফ্যাক্টরিতে কর্মসময়ে বিরতির ব্যবস্থা আছে।শ্রমিকের মতা মতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১ ঘন্টা করে কর্মবিরতি আছে এবং এই বিরতির সময়ে অথিকাংশ শ্রমিক তাদের বাসায় চলে যায়। যাদের সন্তান আছে তাদের জন্য বিরতির সময়ে বাসায় গিয়ে সন্তানের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহনের সুযোগ একটি বিশেষ প্রাপ্তি বলে মা শ্রমিকরা মনে করেন। এবং প্রতিটি শ্রমিক ১ ঘন্টা করে কর্ম বিরতিকে যথেষ্ট বলেই মনে করেন।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায় দুটি কারখানাতেই অতিরিক্ত কাজের সুবিধা আছে এবং মোট ৮৪.৬২% শ্রমিক নিয়মিতই অতিরিক্ত কাজ করেন যার মধ্যে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত কাজ করার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৫.৩৮ শতাংশ যা নিতান্তই কম। তাই বলা যায়। শ্রমিকদের কাজের জন্য শ্রম আইনে শ্রম ঘন্টা নির্দিষ্ট থাকলেও আমাদের দেশের কারখানাগুলোর তা মেনে চলে না যা শ্রমিকের সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের পরিপন্থি। অতিরিক্ত কাজের মজুরী বিশ্লেষনে দেখা যায়, ১০০% শ্রমিক অতিরিক্ত কজের মজুরী নির্ধারিত সময়ে পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বেতন প্রতি মাসের ৫-১১ তারিখের মধ্যে এবং অতিরিক্ত কাজের মজুরী ২০-২৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করা হয়।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের ছুটি সংক্রান্ত গবেষনায় দেখা যায় মোট ৩৪.৬২ শতাংশ শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব ছুটি, সরকারী ছুটি পায় না। তবে এধরনের ছুটি না পাওয়ার জন্য কারন হিসাবে ওভারটাইম

ও নির্ধার্রিত সময়ে শিপমেন্টের কাজ শেষ করতে না পারা দায়ি কারেছে। অনেক নারী শ্রমিক ওভার টাইম ও ওভারটামের অতিরিক্ত কাজ করেও তার টার্গেট পূরন করতে পারেনা শারীরিক অসুস্থ্যতা বা পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার কারনে। আর এই টার্গেট পূরন করতে না পারার কারনে শিপমেন্ট পিছিয়ে পরে ফলে তাদের সাপ্তহিক ও উৎসব ছুটিগুলো ফ্যাক্টরী থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

উৎসব ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ শ্রমিক উৎসব ভাতা আছে বলেছে। উৎসব ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম নেই বলেই শ্রমিকদের মত। দুটি ঈদের প্রতিটিতেই তারা ঈদবোনাস পেয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হিসাবে বলা যায় যে বেতন ঈদের আগে না পেলেও ঈদ বোনাস তার ঈদের আগেই পেয়ে থাকে।

বাৎসরিক কোন ভোজের / উৎসব আয়োজন সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায়, মোট ৮৬.৫৪% শ্রমিকের বাৎসরিক পিকনিকের ব্যবস্থা আছে বলেছে এবং ১৩.৪৬% শ্রমিক ভিন্নমত পোষন করেছেন। ভিন্নমত পোষন করা শ্রমিকের ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সময় স্বল্প মেয়াদকেই মনে করা যায়।

কর্মপরিবেশর পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত গবেষনায় দেখা যায় সর্বমোট শতকরা ৫৯.৬২% নারী শ্রমিকের মতে তাদের কর্মপরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছিন্ন। এবং ৪০.৩৮% নারী শ্রমিক মনে করেন তাদের কর্মপরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নাই। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকার জন্য শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব এবং মালিক পক্ষের স্বতঃস্ফুর্ততার অভাবই দায়ী।

গবেষনা এলাকার ৭১.২ শতাংশ নারী শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা আছে। অন্যদিকে ২৮.৮ শতাংশ শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা নেই। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষন দাতার কাজটি ফ্যাক্টরীর সুপার ভাইজারই অধিকাংশ কারখানায় করে থাকে। সার্বিক ভাবে তাই ভাবে তাই বলা যায় যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষন একটি গুরুত্বপূন্য ব্যপার হলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় প্রশিক্ষনের ব্যপারটি গুরুত্বেও সাথে বিবেচিত হয় না। যার কারনে অনেক অনাকাংখিত দূর্ঘটনার শিকার হতে হয় গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদেরকে।

গবেষনা এলাকায় অগ্নির্নিবাপক যন্ত্র আছে। শতর্ক ঘন্টা বাজার ব্যবস্থা আছে, সকল শ্রমিককেই অগ্নিনির্বাপন কৌশল শিখানো হয়ে থাকে তবে এই সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছরই বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জরুরী বর্হিগমন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায়, জরুরী বর্হিগমনের ব্যবস্থা থাকলেও তা সব সময় খোলা থাকে না। বিপদ জনক পরিস্থিতিতে বর্হিগমন ব্যবস্থার মান নিরাপদ নয় বলে মনে করে প্রায় ১৭.৩১% শ্রমিক। এর কারন হিসাবে বলা যায় দক্ষ প্রশিক্ষন দাতার অভাব বা প্রতিটি কারখানায় নিজস্ব অগ্নির্নিবাপক দল থাকার অভাব। তাই বলা যায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক কারখানা গুলোতে জরুরী বহিগর্মনের ব্যবস্থা রয়েছ তা অনিরাপদ ও অকার্যকর।

মতামত বিশ্লেষনের ব্যাখ্যানুযায়ী বলা যায় আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের প্রায় প্রতিটি কারখানার লোডশেডিং রয়েছে এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেটরের ব্যবস্থাও রয়েছে। যা কখনো কখনো দূর্ঘটনার কারন হতে পারে। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া কোন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানই চালানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রায় সিংহভাগই উপার্যিত হয়। তাছাড়া আমাদের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অবকাঠামোগত দিক দিয়ে বাসাবাড়ি উপযোগি বাড়িতে গড়ে উঠে বলে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য বৈদ্যুতিক আলোর উপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হয় ফলে লোডশেডিং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেটর প্রায় প্রতিটি শিল্প কারখানাতেই রয়েছে। অধিক হারে জেনারেটরের উপর নির্ভরতার জন্য অনেক সময় উচ ভবন ধঁসেরও ঘটনা ঘটে যা কখনোই কাম্য নয়।

শ্রমিকদের শাস্তি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে সার্বিক ভাবে বলা যায় সকল গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এবং ২৪.০৪% শ্রমিক শাস্তি পেয়েছেন বা জরিমানা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে জরিমানা বা শাস্তি হিসাবে বেতন কেটে রাখা ও ওভারটাইম না দেয়া ইত্যাদি করে।

১০০% নারী শ্রমিকের মতে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটি আছে। তাই বলা যায় যে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটির মাধ্যমে উভয় ফ্যাক্টরিতেই নারী শ্রমিকরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যায় দেখা যায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহনে তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। সমস্যা জানানোর পর তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শ্রমিকরা অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না বলে সাচ্ছ্যন্দে কাজ করতে পারে। তাই বলা যায় কর্ম পরিবেশে শ্রমিক অধিকারকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

শ্রম আইন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সর্বমোট ৮৬.৫৪% নারী শ্রমিকই শ্রম আইন সম্পর্কে জানেনা। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য মাত্র ৩.৮৫% শ্রম আইন সম্পর্কে নিজ থেকে জানে এবং ৯.৬২% শ্রমিকের মতে কোম্পানি থেকে শ্রম আইন সম্পর্কে জানানো হয়। তাই বলা যায় অশিক্ষা বা অজ্ঞানতার কারনে শ্রম আইন সর্ম্পকে শ্রমিক জানে না বা যতুটক জানে তা সঠিক ভাবে জানে না বলে নারী শ্রমিকরা কর্ম পরিবেশে নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

গবেষনায় দেখা যায়, সর্বমোট ৮০.৭৭% নারী শ্রমিক শারীরিক ভাবে সুস্থ্য নাই । শ্রমিকদের মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে দীর্ঘ শ্রম ঘন্টা, সল্প পরিসরে অধিক সংখ্যাক শ্রমিকের এক সাথে কাজ করা এবং অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে কাজ করে বলে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা শারীরিক ভাবে সুস্থ্য থাকে না।

প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যায় দেখা যায় ৭৫.৯৬% শ্রমিকের মতে প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা আছে। তবে ২৪.০৪% শ্রমিক ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই বলে মত দিয়েছে এ ক্ষেত্রে তাদের মতানুযায়ী মাঝে মাঝে একজন ডাক্তার আসে ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে যায় তবে সব সময়ের জন্য তারা ডাক্তারকে পান না। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় চিকিৎসা সুবিধা মানুষের মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্যের জন্য বা সুচিকিৎসার জন্য সার্বক্ষনিক একজন ডাক্তারের সেবা পাবার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে যা শ্রম অধিকার পরিপন্থি।

জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার জন্য এম্বুলেন্স বা বিকল্প ব্যবস্থা আছে প্রায় ৬৯.২৩% শ্রমিকের মতে । বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে ৩০.৭৭% শ্রমিক জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা আছ কি নেই, তারা তা জানে না। তবে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার জন্য সর্বোক্ষনিক এ্যম্বুলেন্সের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও প্রয়োজনে মালিকের নিজস্ব গাড়ি বা কারখানার কাজে ব্যবহৃত গাড়ি আহতকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহনযোগ্য। তাই বলা যায় চিকিৎসা সুবিধা যে কোন মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও, রোগীকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থাটি তার প্রথম ধাপ যা আমাদের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে যথাযথ ভাবে দেখা যায় না বা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রমিকদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুটি কারখানায় মোট ১৯.২৩% শ্রমিক বসে কাজ করে, ৭২.১২% শ্রমিক দাড়িয়ে কাজ করে এবং ৮.৬৫% শ্রমিক বসে ও দাড়িয়ে কাজ করে। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, দাড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। সারাক্ষন দাড়িয়ে কাজ করার ফলে আমাদের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থ্যতায় ভোগে। তাই বলা যায় দাড়িয়ে কাজ করা কখনোই সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের লক্ষন হতে পরে না যা আমাদের প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে।

অতিরিক্ত কাজে সম্মতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায় গবেষনা ত্রলাকার মোট ৭৫.০০% শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি ছিল। কারন হিসাবে তারা জীবনের প্রয়োজনে শারীরিক সুস্থতার চেয়ে অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে গুরত্ব দিয়ে অতিরিক্ত কাজের পূর্ণ সম্মতি ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অন্য দিকে মোট ২৫.০০% শ্রমিকের পূর্ণ সম্মতি ছিল না। পারিবারিক বিভিন্ন প্রয়োজন বা শারীরিক বিভিন্ন সুস্থ্যতার জন্য পূর্ণ সম্মতি না থাকলেও তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় যা শ্রম আইনের পরিপন্থি। পরিশেষে বলা যায়, শ্রমিকদের জন্য আইন আছে কিন্তু কারনে অকারনে সেই আইন প্রতিনিয়তই ভঙ্গ করে চলেছে আমেদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ঠরা যা মোটেই কাম্য নয়।

দুষন সম্পর্কিত গবেষনায় বলা যায়, গবেষণা এলাকার মোট ৯৬.১৬% শ্রমিক শব্দ দূষণ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। স্বল্প পরিসরে এক সাথে অনেক শ্রমিক মেশিনের সাহায্য কাজ করে বলে গার্মেন্টস সেক্টরে শব্দ দূষণের পরিমান বেশি ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে মাত্র ৩.৮৫% শ্রমিক শব্দ দূষণ নাই বলে মনে করেন। অন্যদিকে দেখা যায় দুটি কারখানায় মোট ৮৮.৪৫% শ্রমিকের বায়ু দূষণ আছে বলে মনে করেন কারন হিসাবে তৈরী পোশাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলিকনা এবং রং এর উৎকট গন্ধকে মনে করেন। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে প্রায় ১১.৫৪% শ্রমিক বায়ু দূষণ নাই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন যা সংখ্যাগরিষ্ট মতামতের চেয়ে ভিন্ন রকম। তাই বলা যায় দূষণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশে সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশ বিরাজ করছে না।

মাতৃত্ব কালীন সুবিধা সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষনে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ মোট ৮৫.৫৮% নারী শ্রমিক কর্মস্থলে গভার্বস্থায় বিশ্রামের সুবিধা নাই বলেছেন। মাতৃত্ব কালীন ছুটির সুবিধা আছে মোট ৩৮.৪৬% শ্রমিকের মতে। এবং মোট ৬১.৫৪% শ্রমিক জানে না মাতৃত্ব কালীন ছুটির সুবিধা আছে কি নাই । মাতৃত্ব কালীন ছুটিতে বেতন প্রাপ্তির সুবিধা সর্ম্পকে জানে না মোট প্রায় ৭৮.৮৫% শ্রমিক। সুতরাং সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেশির ভাগ শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে মাতৃত্ব কালীন সুবিধাগুলো জানে না, কারন দুটি কারখানাতেই অবিবাহিত নারী শ্রমিককের সংখ্যা বেশি।

শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র সংক্রান্ত গবেষনায় দেখা যায়, গবেষণা এলাকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্বেও শিশুদিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা নেই। কারন কারাখানাগুলোতে অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তাছারা কাজে যোগদানের আগে অধিকাংশ নারী শ্রমিক তাদের বিয়ের কথা লুকিয়ে কাজে যোগদেয় ফলে স্বল্প সংখ্যাক নারী শ্রমিকের জন্য শিশুদিবা যত্ন কেন্দ্রের প্রয়োজন পরে না।

কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায়, গবেষনা এলাকার মোট ১৯.২৩% শ্রমিক বসে কাজ করে, ৭২.১২% শ্রমিক দাড়িয়ে কাজ করে এবং ৮.৬৫% শ্রমিক বসে ও দাড়িয়ে কাজ করে। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, দাড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। সারাক্ষন দাড়িয়ে কাজ করার ফলে আমাদের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের

শারীরিক অসুস্থ্যতায় ভোগে। তাই বলা যায় দাড়িয়ে কাজ করা কখনোই সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের লক্ষন হতে পরে না যা আমাদের প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে।

ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা উত্তরদাতার নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় গবেষণা এলাকার মোট ৫৪.৮% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রীক প্রাপ্তির সুবিধা পেয়ে থাকে। ব্যাক্রিম হিসাবে ৪৫.২% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির সুবিধা পায়না বালে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে ৪৫.২% নারী শ্রমিক খুব কম নয়। নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তি সুবিধা সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও ৫৪.৮% নারী যেহেতু এই সুবিধা পাচ্ছেন তাই সার্বিক ভাবে বলা যায় বেশির ভাগ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের কে নিরাপত্তা সামগ্রী সরবারাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে শ্রমিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনের ভুলে এবং অবহেলায় নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করে না।

উত্তরদাতা শ্রমিকদের মতামত বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ১১.৫৪ শতাংশ শ্রমিক ৪৯-৬০ মাস যাবৎ কাজ করছে এবং প্রায় ২৬.৯২ শতাংশ নারী শ্রমিক ১-১২ মাস যাবৎ কাজ করছে। ফ্যাক্টরির নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অতিবাহিত সময়ের গড় ২৫.১৯ মাস। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, গবেষনা এলাকার অধিকাংশ নারী শ্রমিক ২ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছে। সার্বিক ভাবে তাই বলা যায়, মালিক পক্ষের ব্যবহার, বেতন প্রাপ্তি ও বঞ্চিত না হওয়া পরিমান যে সকল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে তুলনামুলক কম সেখানে নারী শ্রমিকরা অনেক বছর ধরে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে থাকে।

সহকমীর মাধ্যমে বিপদ সম্পকির্ত মতামত বিশ্লেষনে দেখো যায় প্রায় ৯৩.২৭% শ্রমিক সহকর্মীর মাধ্যমে কোন বিপদে পরে নাই। মোট ৬.৭৩% শ্রমিক বিপদে পরেছে নারী সহমকর্মীর মাধ্যমে। অন্য নারী শ্রমিকের মধ্যে টাকা চুরির অপবাদের জন্য বা যে সকল নারী শ্রমিক নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরাতন শ্রমিকগন কাজে ভুল করার ফলে প্রডাকশনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা পূরাতন প্রশিক্ষকগন আগত শ্রমিকদের নাম দিয়ে দেয় যারা মূলত হেল্পার শ্রেরীর নারী শ্রমিক। যদিও পূরুষ সহকর্মী দ্বারা শারীরিক নির্যাতন মূলক কোন সমস্যা গবেষণা এলাকার নারী শ্রমিকদের হয়নি, তবে উল্লেখিত এ ধরনের অনেক মিথ্যা অপবাদ জনিত

বিপদের মুখে পরতে হয়েছে অনেক নারী শ্রমিককে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান সময়ে গার্মেন্টস শিল্পে পুরুষ সহকর্মী দ্বারা নারী শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতি দিন বিভিন্ন সংবাদ মাধমে প্রকাশিত হওয়া সত্বেও কিছু কিছু গার্মেন্টস শিল্প যে তা থেকে ব্যতিক্রম তা গবেষনা এলাকার গবেষনায় স্পষ্টতই প্রতিয়মান। তাই বলা যায় এখনো অনেক গার্মেন্টস শিল্পের কর্ম পরিবেশ নারী শ্রমিকদের জন্য কর্ম উপযোগী ও নিরাপদ।

গামের্ন্টস শিল্পে নিয়োজিত হবার কারন সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বোচ্চ প্রায় ৩৫.৫৮% শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কাজে নিয়োজিত হয়েছে। শিক্ষার অভাব ও অন্য চাকুরী না পাওয়ার জন্য প্রায় ১৯.২৩% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়েছে। পরিবারের উপার্যনক্ষম ব্যক্তির অভাবের কারনে প্রায় ১৩.৪৬% শ্রমিক এবং অতিমাত্রায় অসুস্থ্যতার জন্য প্রায় ১২.৫০% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষর উপর গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে এ শিল্পে শিক্ষার অভাবে অন্য চাকুরী না পাওয়ার কারনে পিতা-মাতার অসুস্থতায় পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অধিক হারে নারী শ্রমিকরা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয়ে থাকে।

গবেষনায় দেখে বলা যায় প্রায় ৪২.৩১% নারী শ্রমিক অপারেটরের কাজে নিয়োজিত এবং মোট ৫৭.৬৯% নারী শ্রমিক হেল্পারের কাজ করে। গবেষণা এলাকার অধিকাংশ শ্রমিক হেল্পার হিসাবে কাজ করলেও এদেও প্রত্যেকের কাজের ধরনের আলাদা আলাদা নাম আছে। অর্থাৎ (হ্যান্ডিকম্যান পলিম্যান, ফিনিশিং ম্যান, ফোল্ডিংম্যান, স্পট ম্যান, ট্রায়াল ম্যান, মালবিছানো, মাল শুকানো, হ্যাংম্যান, ক্লিন ম্যান, ইত্যাদি)। গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকরা হেল্পর হিসাবেই বেশি নিয়োজিত হলেও ব্যতিক্রম হিসাবে গবেষণা এলাকায় ১জন নারী শ্রমিক সুপারভাইজার পদে নিয়োজিত আছেন। পরিশেষে বলাযায় গার্মেন্টস শিল্পে অপারেটর ও হেল্পারের সংখ্যা পর্যায়ক্রমিক ভাবে বেশি হলেও সুপারভাইজার ও ফ্লোর ম্যানেজার পদে নারী শ্রমিক একজনও নেই তা বলা যাবে না। সততা, একনিষ্টতা, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রে অধিক সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নারী শ্রমিকই পারে উচ্চ পদে নিজেকে অধিষ্টিত করতে।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষন সংশ্লিষ্ট সার্বিক আলোচনার পেক্ষিতে বলা যায় যে গাবেষনা এলাকার নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ তুলনা মূলক ভাবে ভালো আবস্থানে আছে। কারন গবেষনা এলাকার আধিকাংশ নারী শ্রমিক চাকুরীর নিয়োগ পত্র পেয়েছে। এখানকার অধিকাংশ নারী শ্রমিকের কর্ম ক্ষেত্রে অতিবাহিত সময় কাল ২-৩ বছরের মধ্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছর যাবৎ অনেক শ্রমিক কাজ করছে। তাছাড়া কর্ম ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানিক, মানবীয় ও শারীরিক সকল ধরনের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে প্রাপ্তির পরিমান বেশি। গবেষকের গবেষনা এলাকায় শ্রমিকদের কখনো পূরুষ সহকর্মী দ্বারা নির্যাতিত হতে হয়নি এবং আকস্বিক অগ্নি দূর্ঘটনার শিকার হতে হয়নি। গবেষনা এলাকায় অপ্রাপ্তির চেয়ে প্রাপ্তির পরিমান বেশি, যেকোন আকস্বিক দূর্ঘটনা / অগ্নিদূর্ঘটনার পরিমান একেবারেই নেই। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন গবেষনা এলাকায় শ্রমিকদের খাবার গ্রহনের আলাদা ব্যবস্থা নেই, পর্যাপ্ত আলোবাতাসের ব্যবস্থা নেই। বসে কাজ করার ব্যবস্থা কম, ঝুঁকি অনুসারে নিরাপত্তা সামগ্রির সরবরাহ কম এবং যে পরিমান আছে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নাই যার কারনে নারী শ্রমিকরা অনেক সময় ছোট-খাট দূর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। সার্বিক আলোচনার প্রক্ষিতে বলা যায় গাবেষনা এলাকার নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলক সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশ বিরাজ করছে। যদিও একথা নিশ্চিৎ ভাবে বলা যায় না যে ঢাকা শহরের শত শত গার্মেন্টস শিল্পের মধ্য মাত্র দুটি কারখানার মাত্র ১০৪জন শ্রমিক থেকে প্রাপ্ত তথ্য সার্বজনীন ও প্রতিনীধিত্বশীল হয়েছে যদিও দুটি কারখানাই (প্রীন্টিং ও সেলাই পোষাক) বিভিন্ন রকম তৈরী পোষাক শিল্পকে প্রতিনিয়ত প্রতিনিধিত্ব করছে।

নবীন গবেষক হিসাবে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করন ও বিশ্লেষনে গবেষককে অনেক সমস্যায় পরতে হয়েছিল যা তত্ত্বধায়কের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে সমাধানে চেষ্টা করেছি। আলোচিত গবেষনাটি যদি ভবিষৎতে গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে এবং যথাযথ শ্রম অধিকার আদায়ে অবদান রাখাতে পাওে, তাহলে গবেষনাটি পরিচালনার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করবো।

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যর সারণী তালিকা	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
বয়স ভিত্তিক শ্রেনী ভাগ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১	৯০
শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২	৯২
ধর্মসংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৩	৯৪
বৈবাহিক অবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৪	৯৫
মাসিক আয় সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৫	৯৬
পরিবারের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৬	৯৭
স্বামী/ অভিভাককের পেশার ধরনের সংক্রান্ত তথ্য	৭	৯৮
বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৮	১০০
বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৯	১০২

উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণী তালিকা	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
নিয়োগ পত্র সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১০	১০৭
সময় সূচী সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১১	১০৯
কর্ম বিরতির সময় সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১২	১১০
অতিবিক্ত কাজ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৩	১১১
ছুটি সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৪	১১৩
উৎসব ভাতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৫	১১৫
বাৎসরিক পিকনিক সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৬	১১৬
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৭	১১৭
প্রশিক্ষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৮	১১৮
অগ্নী নির্বাপন ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৯	১২০
লোডশেডিং সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২০	১২২
শাস্তি/ জরিমানা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২১	১২৩
শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটি	২২	১২৫
শ্রমিকের অভিযোগ	২৩	১২৭
শ্রম আইন সর্ম্পকে সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৪	১২৯

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণীর তালিকা	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
শারীরিক সুস্থ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৫	১৩৩
প্রয়োজনিয় ঔষধের বাবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৬	১৩৪
জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৭	১৩৫
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৮	১৩৬
অতিরিক্ত কাজে সম্মতি	২৯	১৩৮
দূষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩০	১৪০
মাতৃত্বকালীন সুবিধা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩১	১৪২
শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩২	১৪৩

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণী তালিকা	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৩	১৪৬
ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তার সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা	৩৪	১৪৮
চাকরীর মেয়াদ কাল সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৫	১৫০
সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৬	১৫১
নিয়োজিত হবার কারন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৭	১৫৩
কাজের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৮	১৫৫

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যর লেখচিত্রের তালিকা	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
বয়স ভিত্তিক শ্রেনী ভাগ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১	৯১
শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২	৯৩
স্বামী/ অভিভাককের পেশার ধরনের সংক্রান্ত তথ্য	৩	৯৯
বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৪	১০১
বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৫	১০৩

উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
নিয়োগ পত্র সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৬	১০৮
অতিবিক্ত কাজ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৭	১১২
ছুটি সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৮	১১৪
প্রশিক্ষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৯	১১৯
অগ্নী নির্বাপন ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১০	১২১
শাস্তি/ জরিমানা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১১	১২৪
শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটি	১২	১২৬
শ্রমিকের অভিযোগ	১৩	১২৮
শ্রম আইন সর্ম্পকে সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৪	১৩০

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৫	১৩৭
অতিরিক্ত কাজে সম্মতি	১৬	১৩৯
দূষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৭	১৪১

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৮	১৪৭
ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তার সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা	১৯	১৪৯
সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২০	১৫২
নিয়োজিত হবার কারন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২১	১৫৪
কাজের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২২	১৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

উন্নত দেশগুলোর মত সল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো আজ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাবার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সল্পোন্নত দেশ হিসাবে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনার জন্য তৈরী পোষাক শিল্প বা গামেন্টস শিল্প হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান খাত যা উন্নয়নের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য গামেন্টস শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সময়ে তাই গামেন্টস খাতকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের কথা ভাবা যায় না। কারন গামেন্টস শিল্পের মাধ্যমেই দেশের জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ উপার্জিত হয় (৮ই মার্চ ২০১২ প্রথম আলো ও War on want)।

তৈরী পোষাক শিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপের শিল্প বিবর্তনের পূর্বে সেলাই এর কাজটি করতো দক্ষ পেশাজীবিরা। যাদেরকে টেইলার মাস্টার বলা হতো। তারা গ্রাহকের চাহিদামত কাপড় কেটে সেলাই করে পোষাক তৈরী করতো। ১৮৫০ সালে সেলাই মেশিন আবিস্কারের মাধ্যমে পোষাক তৈরীর যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয় যার মাধ্যমে পোষাক তৈরীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তৈরী পোষাকের বাজারের পথ সুগম হয়। এই বাজারের পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় যার কিছু কিছু অংশ স্বল্প মজুরির বিনিময়ে কম দক্ষতা সম্পন্ন নারী ও কিশোরী শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। সেই সাথে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়ন করে যা বিবাহিত নারীদের এই শিল্প থেকে দূরে রাখে। বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই অবিবাহিত নারী যারা গ্রাম থেকে আগত এবং যারা গৃহস্থালীর কাজ করত (ULAB-২০১১)

মুক্তিযুদ্ধের আগে ১৯৭০ সালে এ দেশে মাত্র ১টি গামেন্টস ফ্যাক্টরী ছিল, বর্তমানে ৫০০০ গামেন্টস ফ্যাক্টরী আছে (ULAB-২০১১)। ১৯৭৬-৭৭ সালে এক জার্মান রপ্তানীকারকের সহযোগে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্দ্যেগে মাত্র গুটি কয়েক কারখানা নিয়ে রপ্তানী ক্ষেত্রে এই শিল্পের গোড়া পত্তন হয় (মজুমদার, জহিরঃ ১৯৯৪ঃ পৃষ্ঠা-১) যদিও আশির দশকে (১৯৮৩-৮৪) বি.জি.এম.ই.এ (বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুতকারক ও রাপ্তানীকারক সমিতি) প্রতিষ্ঠার পর থেকে পোষাক শিল্পের আরো দ্রুত প্রসার ঘটেছে। ১৯৯৯ সালে গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যা ছিল ২৬০০ এবং শ্রমিকের সংখ্যা

ছিল ১৩ লক্ষ (সীমু:১৯৯৯), আর ২০০০-২০০১ সালে বি.জি.এম.ই.এ এর হিসাব অনুযায়ী তাদের তালিকাভুক্ত গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান ছিল ৩৪৮০টি (Export Promotion Bureau and BGMEA, 2002) এবং শ্রমিক সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ লক্ষ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে দেশের ১ কোটি ৬২ লক্ষ নারী কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন। জরিপে দেখানো হয়েছে, গার্মেন্টস শিল্পে সবচেয়ে বেশী নারী শ্রমিক সম্পৃক্ত রয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশ গ্রহন দিন দিন বাড়ছে, আর এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বে আছে তৈরী পোষাক খাত শিল্পখাতের মোট শ্রমশক্তির এক তৃতীয়াংশ নারী শ্রমিক গামেন্টস শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন। (৮ই মার্চ ২০১২ প্রথম আলো)।

২০০৮-২০১২ সাল পর্যন্ত গার্মেন্টস শিল্প কারখানা, শ্রমিক সংখ্যা এবং রপ্তানী খাতের চিত্র ঃ

অর্থবছর	গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা মিলিয়ন	রপ্তানী আয় (মিলিয়ন ডলার)
২০০৭-০৮	৪৭৪৩	৪৭৪৩	১০৬৯৯.৮০
২০০৮-০৯	৪৯২৫	৪৯২৫	১২৩৪৭.৭৭
২০০৯-১০	৫০৬৩	৫০৬৩	১২৪৯৬.৭২
২০১০-২০১১	৫১৫০	৫১৫০	১৭৯১৪.৪৬
২০১১-১২	৫৪০০	৫৪০০	১৯০৮৯.৬৯

তথ্য সূত্রঃ বিজিএমইএ

নিম্নে গত ১৫ বছরের গার্মেন্টস শিল্প কারখানা ও মোট শ্রমিক সংখ্যা এবং মোট রপ্তানী চিত্র দেয়া হলো ঃ

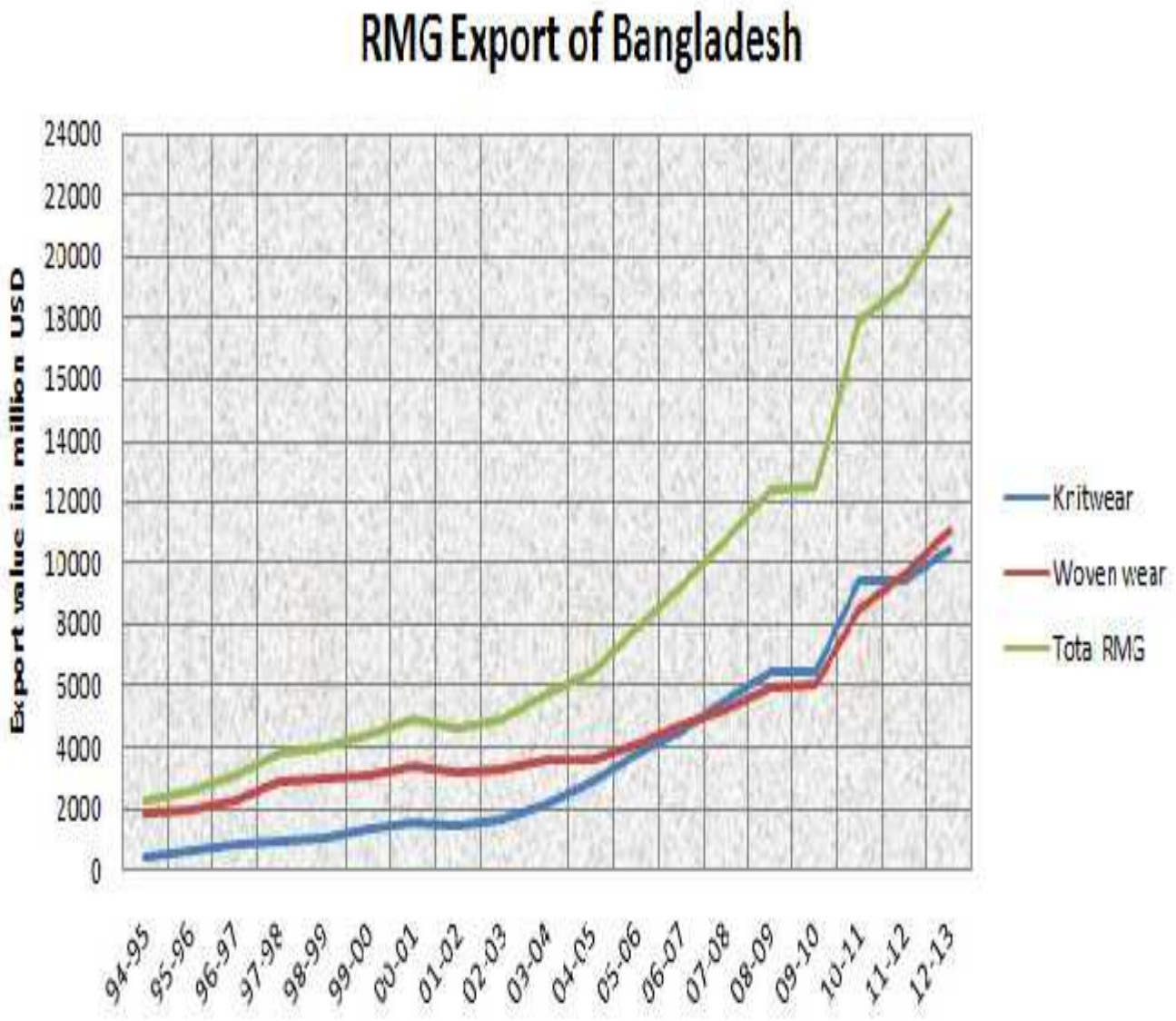

তথ্য সূত্রঃ বিজিএমইএ

১৯৯৪-২০১২ সাল পর্যন্ত পোষাক শিল্পের তুলনা মূলক রপ্তানী পরিসংখ্যান

পোষাক শিল্পের তুলনা মূলক রপ্তানী পরিসংখ্যান								
অর্থবছর	নীটওয়্যার			ওভেন গার্মন্টেস্			মোট রপ্তানী	
	মূল্য মিলিয়ন ডলারে	পরিমান মিলিয়ন ডজনে	% হিসেবে বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর অংশ	মূল্য মিলিয়ন ডলারে	পরিমান মিলিয়ন ডজনে	% হিসেবে বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর অংশ	মূল্য মিলিয়ন ডলারে	পরিমান মিলিয়ন ডজনে
৯৪-৯৫	৩৯৩.২৬	১৫.৩	১১.৩২	১৮৩৫.০৯	৪৭.২১	৫২.৮৫	২২২৮.৩৫	৬২.৫১
৯৫-৯৬	৫৯৮.৩২	২৩.১৮	১৫.৪১	১৯৪৮.৮১	৪৮.৮২	৫০.২	২৫৪৭.১৩	৭২
৯৬-৯৭	৭৬৩.৩	২৭.৫৪	১৭.২৮	২২৩৭.৯৫	৫৩.৪৫	৫০.৬৫	৩০০১.২৫	৮০.৯৯
৯৭-৯৮	৯৪০.৩১	৩২.৬	১৮.২২	২৮৪৩.৩৩	৬৫.৫৯	৫৫.০৯	৩৭৮৩.৬৪	১০১.৪৫
৯৮-৯৯	১০৩৫.৩৬	৩৬.৬৬	১৯.৪৯	২৯৮৪.৮১	৬৪.৭৯	৫৬.১৮	৪০২০.১৭	১১১.৯
৯৯-০০	১২৬৯.৮৩	৪৫.২৭	২২.০৮	৩০৮২.৫৬	৬৬.৬৩	৫৩.৫৯	৪৩৫২.৩৯	১২৪.০২
০০-০১	১৪৯৬.২৩	৫২.৫৪	২৩.১৪	৩৩৬৪.২	৭১.৪৮	৫২.০২	৪৮৬০.৪৩	১৪০.৪৪
০১-০২	১৪৫৯.২৪	৬৩.৩৯	২৪.৩৮	৩১২৪.৫৬	৭৭.০৫	৫২.২	৪৫৮৩.৮	১৫২.০১
০২-০৩	১৬৫৩.৮৩	৬৯.১৮	২৫.২৬	৩২৫৮.২৭	৮২.৮৩	৪৯.৭৬	৪৯১২.১	১৮২.০৮
০৩-০৪	২১৪৮.০২	৯১.৬	২৮.২৫	৩৫৩৮.০৭	৯০.৪৮	৪৬.৫৪	৫৬৮৬.০৯	২১২.৩৯
০৪-০৫	২৮১৯.৪৭	১২০.১	৩২.৫৮	৩৫৯৮.২	৯২.২৬	৪১.৫৮	৬৪১৭.৬৭	২৭৩.৮৪
০৫-০৬	৩৮১৬.৯৮	১৬৫	৩৬.২৬	৪০৮৩.৮২	১০৮.৮২	৩৮.৭৮	৭৯০০.৮	৩৩২.৬২
০৬-০৭	৪৫৫৩.৬	১৯৯.৫	৩৭.৩৯	৪৬৫৭.৬৩	১৩৩.০৮	৩৮.২৫	৯২১১.২৩	৩৮৯.০৩
০৭-০৮	৫৫৩২.৫২	২৪১.৬	৩৯.২১	৫১৬৭.২৮	১৪৭.৪৩	৩২.৩	১০৬৯৯.৮	৩৮৯.০৩
০৮-০৯	৬৪২৯	২৯০.৯	৪১.৩	৫৯১৮.৫১	১৬৯.৫৯	৩৮.০২	১২৩৪৭.৫	৪৬০.৫১
০৯-১০	৬৪৮৩.২৯	২৯২.৭	৪০.০১	৬০১৩.৪৩	১৭২.৮	৩৭.১১	১২৪৯৬.৭	৪৬৫.৫
১০-১১	৯৪৮২.০৬	৪৪১	৪১.৩৬	৮৪৩২.৪	২৪৭.২৮	৩৬.৭৮	১৭৯১৪.৫	৬৮৮.৩১
১১-১২	৯৪৮৬.৩৯	৪৪১.২	৩৯.০৬	৯৬০৩.৩৪	২৮১.৬২	৩৯.৫৪	১৯০৮৯.৭	৭২২.৮৫
১২-১৩	১০৪৭৫.৯	৪৯০.৬	৩৮.৭৭	১১০৩৯.৯	৩২৩.৭৫	৪০.৮৬	২১৫১৫.৭	৮১৪.৭১
Source: Export Promotion Bureau								

কর্ম ক্ষেত্রে পূরুষের পাশাপাশি আজ নারীদের অবাধ বিচরন নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দেশের মূল ধারার কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহন বাড়ছে। বর্তমানে প্রায় ৪৯ লক্ষ নারী নতুন শ্রমশক্তি হিসাবে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত রয়েছেন (৮ই মার্চ ২০১২ প্রথম আলো)। যাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ নারী গার্মেন্টস (War on want) শিল্পে নিয়োজিত। গার্মেন্টস শিল্পে নারীর অংশ গ্রহন বাড়লেও মজুরী বৈষম্য বা কর্ম বৈষম্য কমছে না। গবেষনায় দেখা গেছে যে সকল প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে নারী শ্রমিক কাজ করে সেখানেই নারী বেশী বঞ্চিত হয়। (মজুমদার ও জহির, ২০০৩), বঞ্চনার ক্ষেত্রে বয়স একটি বড় ব্যপার। বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে ১৫ বছর থেকে ২২ বছরের নারী শ্রমিকদের সংখ্যাই বেশী। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ভাবে ৩-১৪ বছর বয়সি ছেলে মেয়েকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়। কারখানা আইন অনুযায়ী শিশুদেরকে কাজের জন্য কোন কল-কারখানায় নিয়োগ দেয়া দন্ডনীয় অপরাধ। তারপরও গার্মেন্টস শিল্পে শিশু শ্রমিক নিয়োগের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে (M. M. Rahman, R. Khanam, N. V. Absan)। শিশু শ্রম একটি দন্ডনীয় অপরাধ। শিশুদের কর্মে নিয়োগ না দেয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু গার্মেন্টস শিল্পে স্বল্প বেতনে অধিক কাজ প্রাপ্তির জন্য শিশুদেরকে কাজে নিয়োগ দিয়ে থাকে। কারন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের চেয়ে শিশু শ্রমিক অনেক বেশী পরিশ্রমী। আবার অনেক শ্রমিক প্রকৃত বয়স লুকিয়ে শিশু বয়সে কাজে নিয়োজিত হয় জীবনের প্রয়োজনে। শিশু বয়সে কাজে নিয়োজিত হবার পেছনে মূল কারন হলো দারিদ্রতা, পিতা মাতার অসুস্থ্যতা, লেখাপড়া করতে না পারা, পবিবারের উপার্জনক্ষম লোকের অভাব, পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী, বেশী লেখাপড়া করতে পারে না বলে তাদের দক্ষতা কম থাকে, তাই মজুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের বঞ্চিত হবার বা ঠকার পরিমান বেশী থাকে। একজন শিশু শ্রমিক অনেক প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের সাথে কাজ করে বলে অনেক অবাঞ্চিত ঘটনা বা কাজ তারা শিখে যা পরবর্তীতে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং অল্প বয়সে তারা অনেক অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে যা মোটেও কাম্য নয় (by Shibly Sadik-2010)।

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন গুরুত্ব থাকে না বলে, অশিক্ষিত, শুধুমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা বা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে জীবিকার প্রয়োজনে বা অভাবের কারনে স্কুল ত্যাগ করা নারীর সংখ্যাই বেশী। এ ধরনের অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত নারীর পক্ষে অন্য কোন দক্ষতাসম্পন্ন কাজ করা সম্ভব নয় বলে তারা অধিক হারে এই শিল্পে নিয়োজিত হয়। গার্মেন্টস শিল্পের মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ উপার্জিত হলেও নারীর কর্মক্ষেত্রের

পরিবেশটি এখনো ঝুঁকিপূর্ন এবং অবহেলিতই রয়ে গেছে। নারী শ্রমিকের কর্ম পরিবেশটিকে তিন ভাগে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে-

ক) প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশ।

খ) শারীরিক কর্ম পরিবেশ।

গ) মানবীয় কর্ম পরিবেশ।

(ক) বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী গুলোর কাঠামো মোটেও কর্ম উপযোগী নয়। এর মূল কারন হলো বেশীর ভাগ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর বিল্ডিংগুলো উৎপাদনমুখী কাজের উপযোগী করে তৈরী নয়। গার্মেন্টস মালিকগন বসবাস উপযোগী করে তৈরী বিল্ডিংগুলোকে ভাড়া নিয়ে কাজের প্রয়োজনে তড়িঘড়ি ভাবে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে রূপান্তর করে। ফলে একটি উৎপাদনমুখী ফ্যাক্টরীর আভ্যন্তরীন কাঠামো যেমনটা হওয়া দরকার, তা থাকে না বলেই সুষ্ঠ কাজের পরিবেশ নিশ্চিৎ করা সম্ভব হয় না (Paul Mojomder-2008)। শ্রমিকের তুলনায় প্রত্যেক তলায় পরিসর খুব ছোট হয় বলে অতিরিক্ত শ্রমিকের ভীড় থাকে, পর্যাপ্ত আলো বাতাসের স্বল্পতা, সিঁড়ি গুলো খুব সরু হয়ে থাকে। তাছাড়া বেশীরভাগ সময়ে সিঁড়িগুলোতে কাপড়ের গাঁইট ও কর্টিন রাখা থাকে বলে তা আরও সরু/চাঁপা হয়ে যায়, যা যেকোন অঘটন ঘটার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো বাতাসের স্বল্পতা থাকে বলে সবসময় বৈদ্যুতিক আলোতে কাজ করতে হয়। বৈদ্যুতিক আলোতে কাজ করলেও লাইটের পাওয়ার অপর্যাপ্ত থাকে বলে শ্রমিকরা চোখের সমস্যা ও মাথা ব্যাথ্যা জাতীয় সমস্যায় ভোগে। তাছাড়া প্রতিদিন একসাথে ১০০-২০০ বা তারও বেশী সুইং মেশিনের শব্দ শ্রমিকদের সহ্য করতে হয়। অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে কাজ করতে হয় বলে অনেক সময় কাজে ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারে না এবং অনেক সময় অসুস্থ্যতা অনুভব করে (M. Jahan-2012)। শ্রমিকদের সাধারন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশনের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা ফ্যাক্টরীগুলোতে নেই। প্রতি ৫০ জন শ্রমিকের জন্য মাত্র একটি টয়লেট। টয়লেটের অপর্যাপ্ততার পাশাপাশি তা ব্যবহারের জন্য সঠিক বা কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয় না। ফলে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে টয়লেটের কাজ সারতে হয় (M. Jahan-2012)। নোংরা পরিবেশে টয়লেট করার ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য অনেক নারী শ্রমিক পানি কম খায় এবং দীর্ঘ

সময় বাথরুম চেপে রাখে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কিডনীর সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী (by Shibly Sadik-2010) । বিশুদ্ধ পানি বলতে তারা ড্রাম বা ট্যাপের পানিকেই বোঝে। ফ্যাক্টরীর পানি পরিশোধনের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন ধারনা নেই। বেশীরভাগ ফ্যাক্টরীতেই খাবার গ্রহনের জন্য আলাদা কোন রুমের ব্যবস্থা নেই। এজন্য বেশীরভাগ ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকেরা খাবার গ্রহনের জন্য ফ্যাক্টরীর সিঁড়ি, ছাঁদ, করিডোর, কর্মস্থান ও টেবিলের নীচ কে ব্যবহার করে থাকে। খাবার গ্রহনের আগে এবং পরে হাত ও প্লেট ধোয়ার কাজটি তাদেরকে টয়লেটের নোংড়া পরিবেশেই করেতে হয়। এ ধরনের কাজে সবার জন্য ফ্যাক্টরী থেকে কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থা নেয়া হয় না (M. Jahan 2012)। বেশীর ভাগ নারী শ্রমিক বিশেষ করে হেল্পার শ্রেনীর শ্রমিককে সারাক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে এক অপারেটর থেকে অন্য অপারেটরের কাছে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হয় এবং কাজ করা অবস্থায় বসা ও অন্য কারো সাথে কথা বলা যায় না। পূর্ববর্তী এক গবেষনায় দেখা গেছে যে, নারী শ্রমিকরা (মূলত হেল্পার ও অপারেটর) যারা সবসময় ওভেন ফেব্রিক নিয়ে কাজ করে, তারা ওভেন ফেব্রিক্সে রং করার জন্য যে ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার সংস্পর্শে সবসময় কাজ করে বলে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যার সৃষ্টি হয় (Paul Mojomder-2000)। মাস্ক ব্যবহার করে এই সমস্যা প্রতিরোধ করা গেলেও স্বল্প সংখ্যক শ্রমিকই তা ব্যবহার করে থাকে এবং বেশীরভাগ গার্মেন্টস থেকে শ্রমিকদের মাস্ক সরবারাহ করা হয় না (M. Jahan-2012)। ২০টি ফ্যাক্টরীর মধ্যে মাত্র ১টি ফ্যাক্টরীতে দেখা গেছে যে, মাস্ক ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (War on want)। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের আঙ্গুল কেটে যাওয়া, থেত্লে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রতিদিনের সাধারন ঘটনা। এই ধরনের ছোট-খাটো শারীরিক আঘাত প্রতিকারের জন্য শ্রমিকদের নিকট সঠিক কোন ব্যবস্থা থাকে না। যে কোন ধাতব গ্লাভ্স এই ধরনের সমস্যা থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করতে পারলেও বেশীরভাগ গার্মেন্টসেই তা দেয়া হয় না। এই ধরনের ছোট-খাটো দূর্ঘটনায় সেবা প্রদানের জন্য ফ্যাক্টরী থেকে First Aid Box ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন ডাক্তারী চিকিৎসা সুবিধা তারা পায় না (M. Jahan-2012)।

আমাদের দেশের নারী শ্রমিকরা নানা ধরনের কর্ম নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। তার মধ্যে একটি হলো অগ্নিকান্ড। গার্মেন্টস শিল্পে অগ্নি দূর্ঘটনার প্রবনতা বেশী থাকে। এই শিল্পে ব্যবহৃত পদার্থ বা উচ্ছিষ্ট দ্রুত আগুন ছড়াতে সহায়তা করে (M. Jahan 2012)। প্রয়োজনের তুলনায় অগ্নির্নিবাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা কম থাকে এবং বেশীরভাগ শ্রমিকরা জানেনা কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয়, যদিও বা জানে তবে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে তারা ব্যর্থ হয়। ফ্যাক্টরীর পক্ষ থেকে কোন

অগ্নির্নিবাপক দল রাখা হয় না বলে শ্রমিকরা সবসময় আতংকে থাকে। (Bangladesh National Garments Workers Federation, May 11.2010) গার্মেন্টস শিল্পে প্রতি বছর অগ্নিকান্ডে শত শত গার্মেন্টস শ্রমিকের অকাল মৃত্যু ঘটে তার অন্যতম প্রধান কারন হলো জরুরী বর্হিগমনের দরজা সবসময় বন্ধ রাখা হয় পাশাপাশি আরও একটি কারন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা। গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে আকাল মৃত্যু রোধে সোচ্চার হওয়ার জন্য মালিক ও দাতা শ্রেনীর দৃষ্টি আকর্ষনের মাধ্যমে ফ্যাক্টরীতে ঘনঘন অগ্নিকান্ড বন্ধ করা, বন্ধ বর্হিগমনের দরজা সবসময় খোল রাখার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক সংঘ (B.N.G.W.F.) ১১ মে ২০১০ রাজপথে র‍্যালী বের করে, যার মূল শ্লোগান ছিল "আর অগ্নিকান্ড নয়, আর নয় রূদ্ধদার, আর নয় পোষাক শিল্পে শ্রমিকের মৃত্যূ"। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে বিভিন্ন সালে ঘটে যাওয়া অগ্নিকান্ড নিহতের সংখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

গত এক যুগে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া কিছু ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা

সাল	গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	এলাকা	নিহতের সংখ্যা
২০১৩	স্মার্ট এক্সপোর্ট	মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ	৭
২০১২	তাজরীন ফ্যাশন	আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুর	১১২
২০১০	ঢাকা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী	ঢাকা	২৮
২০১০	হা-মীম গ্রুপ	আশুলিয়া, ঢাকা	২৮
২০১০	গরীব এন্ড গরীব সোয়েটার	গাজীপুর	২১
২০০৬	কে টি এস গার্মেন্টস	চট্রগ্রাম	৬২
২০০৫	সান নিটিং	নারায়নগঞ্জ	২৩
২০০৪	চৌধুরী নিট ওয়্যার	নরসিংদি	২৩
২০০২	গ্লোব নিটিং	ঢাকা	১২
২০০০	ম্যাক্রো সোয়েটার	ঢাকা	২৩
			২২০

তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক সংঘ ক্লীন ক্লথ ক্যাম্পেইন দ্যা ডেইলী স্টার (২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১০ এবং ১৪ ডিসেম্বর ২০১০)

(খ) গার্মেন্টস কাজ শুরুর পর থেকে বেশীরভাগ শ্রমিক কফ, ঠান্ডা, চোখ ব্যাথ্যা, মাথা ব্যাথ্যা, বুক ব্যাথ্যা, কোমর ব্যাথ্যা, পা ব্যাথ্যা ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় প্রায়ই ভোগে থাকেন। এই ধরনের অসুস্থ্যতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাজ করা, কাজের অনুপোযুক্ত পরিবেশই দায়ী। তার পরও শ্রমিকরা যেকোন ধরনের চিকিৎসা সুবিধা থেকে সম্পূর্নভাবে বঞ্চিত। কোন ফ্যাক্টরীতেই সার্বক্ষনিকভাবে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা নাই। শুধুমাত্র কর্তব্যরত অবস্থায় বড় ধরনের কোন বিপদ/দূর্ঘটনা ঘটলে গার্মেন্টস মালিকের পক্ষ থেকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয় (M. Jahan-2012)। শ্রমিকদের যাতায়াতের জন্য কোন গাড়ির ব্যবস্থা নেই, এমনকি যাতায়াত বাবদ কোন ভাতাও তারা পায় না। বেশীরভাগ শ্রমিকই পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে থাকেন। হেঁটে যাতায়াতের কারনে নারী শ্রমিকরা দিনে ও রাতে (বিশেষ করে রাতের বেলায়) স্থানীয় বখাটে যুবক, ছিনতাইকারী ও পুলিশের দ্বারা অনেক অপ্রীতিকর ও বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় (M. Jahan-2012)। এই শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা বেশীরভাগই আসে গ্রামের স্বল্প আয়ের পরিবার থেকে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের বসবাসের জন্য কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানের সুবিধা কোন গার্মেন্টস থেকেই দেয়া হয় না (Paul Mojomder)। এদের অনেকেই নোংড়া পরিবেশে বস্তি এলাকায় বসবাস করে। আবার কয়েকজন মিলে একটি বাসা ভাড়া করে থাকে, মেস অথবা কোন আত্মীয়ের বাড়িতে থাকা-খাওয়া খরচের বিনিময়ে ভাড়া থাকে (M. Jahan-2012)। বাংলাদেশের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একজন বা কয়েকজন নারীকে কোন পূরুষ অভিবাবক ব্যতীত বাসা ভাড়া পাওয়া খুব সহজ ব্যপার নয় (Khan and Mollah-2007)। শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য কোন শিশু সেবা কেন্দ্রের ব্যবস্থা কোন ফ্যাক্টরীতেই নেই। তাই কর্মস্থলে এসেই বেশীরভাগ মা শ্রমিক তার শিশু সন্তানটিকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় থাকেন। যার ফলে কাজের ক্ষেত্রে ভূল-ত্রুটি দেখা দেয় এবং এ ধরনের অন্যমনস্কতার জন্য বড় ধরনের দূর্ঘটনার সৃষ্টি হয় (Begum -2002)।

(গ) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ন মানবীয় অধিকার হচ্ছে তার নিয়োগপত্র প্রাপ্তির অধিকার। এক গবেষনায় দেখা গেছে যে, গার্মেন্টস শ্রমিকরা নিয়োগ পত্র, পরিচয় পত্র ও সার্ভিস বই কোনটাই পায় না। যা কর্ম ক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, ন্যায্য মজুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, নিজেকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসাবে প্রমাণ করতে অত্যন্ত গুরুত্ত্বপূর্ন। এ ধরনের লিখিত কোন সাক্ষ্য প্রমান থাকে না বলে শ্রমিকরা কোন প্রকার পূর্ব ঘোষনা ছাড়াই কর্মক্ষেত্র থেকে প্রায়ই বিতাড়িত হয়ে থাকে এবং অনেক শ্রমিক জানে না মালিকের নিকট তার কত টাকা পাওনা আছে। বেশীরভাগ শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য ছুটিগুলো পায় না শুধুমাত্র নিয়োগ পত্র না পাওয়ার কারনে (Syfull Islalm Dec.27.2011)। সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাওয়ার অধিকারটি কারখানা অধ্যাদেশ, ILO কনভেনশন ১৯৫১ (১০০নং) এ এবং বাংলাদেশের

সংবিধানেও স্বীকৃত হয়েছে। এক গবেষনায় দেখা যায় যে, একজন শ্রমিক ২৫ শতাংশ মজুরী বেশী পান যদি তিনি পূরুষ হন। এর মাধ্যমে স্পষ্টই দেখা যায় যে নারী শ্রমিকরা লিঙ্গ সমতার অধিকারটি অর্জন করতে পারেনি (মজুমদার ২০০৩ঃ ২৮৬-২৮৯)। গার্মেন্টস শিল্প একটি বৃহৎ রপ্তানী মূখী শিল্প, প্রতিবছর জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ আসে এই শিল্পখাত থেকে। কিন্তু বাংলাদেশী গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাসিক মজুরী অন্য যে কোন দেশের মজুরীর চেয়ে অনেক কম। বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির জন্য গত সপ্তাহে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও বন্দর এলাকা চট্রগ্রামের রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে আশেপাশের দোকান পাট ও স্থাপনায় ব্যপক ভাংচুর করে ফলে বেশীরভাগ ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দেয়া হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৭ই জুলাই ২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের মজুরী কাঠামো বাড়ানোর আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে ৩০ জুলাই ২০১০ শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে নূন্যতম ৩০০০ হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫০০০ হাজার টাকা করা হয় (War on want)।

নতুন মজুরী কাঠামো ঘোষিত হলেও বেশীরভাগ ফ্যাক্টরীতে এখনো তা চালু হয়নি। মজুরীর হার, বোনাস হার, পদোন্নতি, ছুটি প্রাপ্তিসহ সকল ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার। এই শিল্পে নারী শ্রমিকদের কাজে অগ্রগতির সযোগ খুব কম। তারা মূলতঃ হেল্পার ও অপারেটর হিসাবেই নিয়োজিত হয়ে থাকে। সুপারভাইজার ও প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসাবে তারা নিয়োগ পায় না বা পদন্নোতির মাধ্যমে ঐ পর্যায়ে যেতে পারে না। (Mahtab) ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল লেবার এন্ড হিউম্যান রাইটস এর ২০১০ সালের ১৯শে আগষ্টে, Bangladesh garment wages the lowest in the world comparative garment worker wages শীর্ষক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, নভেম্বর ২০১০ থেকে নূন্যতম মজুরীর সরকারী সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হবার পরও বাংলাদেশী গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতি ঘন্টার মজুরী ২১ মার্কিন সেন্ট বা ১৪.৬০ টাকা হয়েছে যা এই খাতে এখনও পৃথিবীর নূন্যতম মজুরী। যদি গার্মেন্টস শ্রমিকদের দাবী অনুযায়ী নূন্যতম ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মাসিক ভাতা নির্ধারন করা হতো যা কিনা ৩৫ মার্কিন সেন্ট বা ২৪.৩৩ টাকা প্রতি ঘন্টার মজুরী, সেটিও হতো বতর্মান পৃথিবীর যে কোন স্থানে গার্মেন্টস শিল্পের মজুরীর তুলনায় নিতান্তই কম।

নিম্নোক্ত গ্রাফের মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শ্রমিক মজুরীর (ঘন্টা প্রতি) হারের ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট বোঝা যায় ঃ

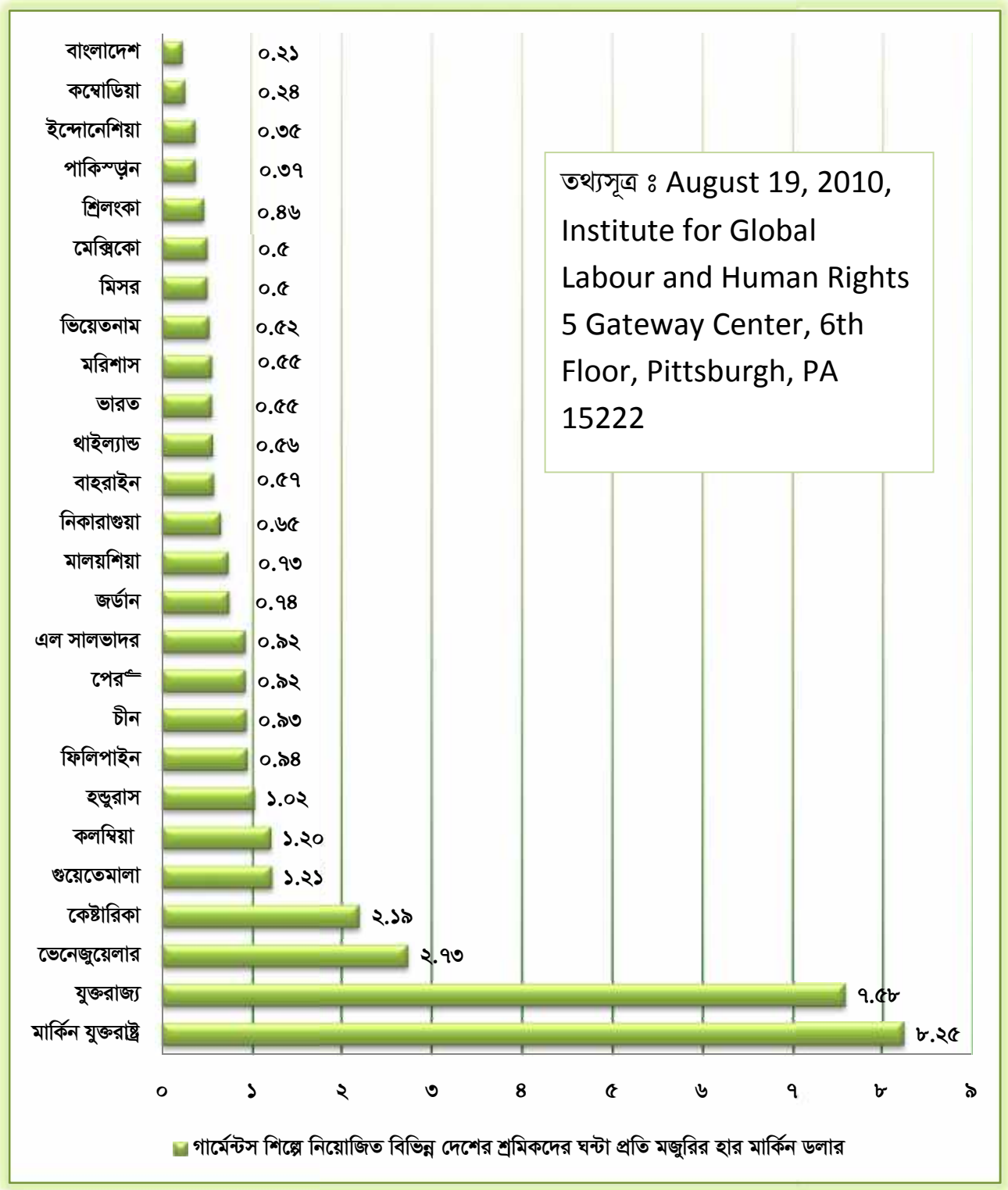

গার্মেন্টস শ্রমিকরা জরুরী প্রয়োজনে কাজের ফাকে অল্প সময়ের জন্য ছুটির আবেদন করলে তা নাকোচ করে দেয়া হয়। তার উপর বেশীরভাগ ফ্যাক্টরীর সুপারভাইজার পূরুষ হওয়ার কারনে আবেদনের কারনটি তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না। গার্মেন্টস নারী শ্রমিকরা সবসময় সুপার ভাইজারের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার, কুটোক্তি ও মার খেয়ে থাকেন কাজে সামান্য ভূল হওয়ার কারনে। অনিচ্ছাকৃত ভূলের শাস্তি স্বরূপ বাজে ভাবে গালিগালাজ করে, চুল টেনে ধরে, থাপ্পর মারে, মাথায় আঘাত করে, শরীরে হাত দিয়ে থাকে অথচ কোম্পানী থেকে এ ধরনের অশালীন আচরনের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা নেয়া হয় না (M. Jahan-২০১২)। পূরুষ সহকর্মী ও সুপারভাইজারের কাছ থেকে প্রেমের প্রস্তাব, বিয়ের প্রস্তাব পাওয়া অল্প বয়সী নারী শ্রমিকদের নিকট একটি সাধারন ঘটনা। গার্মেন্টস শিল্পে পূরুষ সহকর্মী দ্বারা নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী দীর্ঘ দিনের সমস্যা হলেও এ সমস্যা সম্পর্কে তথ্য প্রদানে নারী শ্রমিকরা উৎসাহী নয়। অধিকাংশ সময় ওভার টাইমের জন্য অনেক রাত পর্যন্ত কর্মস্থলে থাকার ফলে নারী শ্রমিকরা এ ধরনের অবাঞ্চিত ঘটনার শিকার হয়। তাছাড়া কাজের প্রয়োজনে অধিক রাত করে বাড়িতে ফিরলে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেই নারীকে খারাপ নারী হিসাবেই দেখা হয়। কখনো কখনো পরিবারের লোকজনও এধরনের বাজে মন্তব্য করে থাকেন (M. Jahan-2012)|

দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নারী প্রধান এই গার্মেন্টস শিল্পটি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের চেয়ে সবচেয়ে নাজুক ও বিরূপ কর্মপরিবেশ বিরাজ করছে এই গার্মেন্টস শিল্প কারখানাগুলোতে। উন্নয়নমূখী এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশের অবস্থা, প্রকৃতি, তাদের সমস্যা, চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে জানা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার জন্যই আমার এই গবেষনা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষনা সমস্যার বিবরন ঃ

গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের একটি বৃহৎ রপ্তানীমূখী শিল্প। জাতীয় রাজস্ব আয়ের ৮০ শতাংশ আসে এই শিল্প থেকে। আর এই শিল্পের চালিকা শক্তি হচ্ছেন নারী শ্রমিক। বর্তমানে প্রায় ৮৫% নারী শ্রমিক গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশ। এই শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের বেশীরভাগ শ্রমিক আসে গ্রাম থেকে স্থানান্তরীত হয়ে এবং শহরের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে। শিক্ষা ও যে কোন ধরনের কর্মদক্ষতার অভাবের কারনে অন্য কোন দক্ষতা সম্পন্ন কাজ পেতে অপারগ হয়ে বিপুল পরিমান নারী শ্রমিক এই শিল্পের সাথে যুক্ত হয়।এই শিল্পের মাধ্যমে দেশের নারী বেকারত্বের হার কমেছে এবং সেই সথে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে যা সত্যি প্রসংশনীয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই শিল্প গুরুত্বপূর্ন প্রভাব বিস্তার করছে। সম্ভাবনাময় গার্মেন্টস শিল্প প্রতিনিয়তই বেশ কিছু সমস্যার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছে।

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ একটি সাধারন ঘটনা, বর্তমান সময়ে তা বিরাট আকার ধারন করেছে। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমগুলোতে গার্মেন্টস শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ও খরব প্রকাশিত হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকের কর্ম ও জীবনের নিরাপত্তার সমস্যা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, পানি, খাদ্য ব্যবস্থায় সমস্যা, কর্ম পরিবেশের স্বল্প পরিশরগত সমস্যা, ন্যয্য মজুরী প্রাপ্তি ও মজুরী বৈষম্যের সমস্যা, নিয়োগপত্র প্রাপ্তিতে ও হঠাৎ চাকরী থেকে বাদ দেয়ার সমস্যা, বিভিন্ন রকম শারীরিক নির্যাতনের সমস্যা সর্ম্পকিত সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। বেতন ভাতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ভিত্তিক স্থানে ও ফ্যক্টরীতে ভাংচুর অবরোধ করেছে। গার্মেন্টস শিল্পের অস্বাস্থ্যাকর পরিবেশ, নিরাপত্তা সামগ্রীর সল্পতা, মালিক পক্ষের অসচেতনতা বা অবহেলা জন্য প্রায় প্রতি বছরই এই শিল্পের নারী শ্রমিকরা আগুনে পুড়ে মারা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেবল শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তা নয়, মালিকরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

বিশেষ করে ২০১০ সালের বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া অগ্নিকান্ডে শত শত গার্মেন্টস নারী শ্রমিকের অকাল মৃত্যুর ঘটনাগুলো গবেষককে অনেক বেশী বিস্মিত করেছে। তাই সম্ভাবনাময় গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য গবেষক গবেষনা সমস্যা হিসাবে "গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ - একটি সমীক্ষা।" এই ক্ষেত্রটিকে বেছে নিয়েছে।

গবেষনার যৌক্তিকতা ঃ

গার্মেন্টেস শিল্প একটি রপ্তানী মূখী শিল্প। এই শিল্পের কাজের জন্য নারীরাই বেশী প্রাধান্য পায়। এই শিল্পে নারী আসে মূলতঃ গ্রাম থেকে জীবিকা নিবার্হের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হয়ে এবং শহরের নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে। প্রয়োজনের তাগিদে স্বল্প বেতনে নারীরা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয়। এই শিল্পে কাজের জন্য কোন দক্ষতা ও শিক্ষার গুরুত্ব থাকেনা বলে গ্রাম ও শহরের নিম্ন আয়ের ও অধিক জনসংখ্যা বহুল পরিবারের অশিক্ষিত ও শুধুমাত্র স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নারীরাই অধিকহারে এই শিল্পে নিযুক্ত হয়। যার প্রায় ৮৫ শতাংশ শ্রমিকই নারী শ্রমিক।(৮ই মার্চ ২০১২, দৈনিক প্রথম আলো)

বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের জন্যসংখ্যা বেশী ও কম কর্মসংস্থান থাকার ফলে শ্রমিকের মজুরী এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আর এর প্রধান শিকার হচ্ছে এদেশের গামেন্টস এ কর্মরত নারী শ্রমিকরা। অথচ দ্রুত শিল্পায়ন বা উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হলো শ্রমিকের শ্রম। এ শ্রম কোন পন্য নয় বরং উৎপাদনের সবচেয়ে মূল্যবান হাতিয়ার। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "পুজির আগেই শ্রমশক্তি" শ্রম শক্তির অবদানেই পুঁজি গড়ে উঠে। এঞ্জেল্স বলেছেন, "শ্রম সকল সম্পদের উৎস"।

বাংলাদেশে একমাত্র শ্রমকে পুঁজি করেই পোষাক শিল্প গড়ে উঠেছে এবং শ্রমের সহজ ও সুলভ প্রাপ্ততার জন্যই এই শিল্পের এত দ্রুত গতিতে বিকাশ ঘটেছে। ১৯৮১-৮২ এর আগেও এই শিল্প থেকে আয় হতো দেশের মোট রপ্তানী আয়ের ০.৪ শতাংশ। পরবর্তীতে তা এসে (১৯৯৪) দাড়ায় প্রায় ৫০ শতাংশে (পাল-মজুমদার, ১৯৯৪)। আর বর্তমানে দেশের রপ্তানী আয়ের ৮০% আসে গার্মেন্টস শিল্প থেকে (৮ই মার্চ ২০১২, দৈনিক প্রথম আলো)। তবে বাংলাদেশে এই আয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ ঘরে রাখতে পারে বাকী ৭৫% দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে পোষাক শিল্পের জন্য কাঁচামাল আমদানি করার জন্য (পাল-মজুমদার, ১৯৯৭)। প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের সস্তা এবং অনুগত শ্রমের জন্য বাংলাদেশের পোষাক শিল্প আজ এতটা প্রসার লাভ করতে পেরেছে, অথচ এই সত্যটি অনুধাবিত হয়েছে অতি সামান্যই। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছে নারী শ্রমিক (সীমু, ১৯৯৯)। তবে অতি সম্প্রতি বিরূপ কর্ম পরিবেশের কারণে বাংলাদেশের শ্রমমান দারুন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। নিম্ন মানের শ্রমের কারনে আজ বাংলাদেশে পোষাক শিল্প

হুমকীর মুখে। যেহেতু World Trade Organisation (WTO) আজ শ্রম মানকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। এই সম্পৃক্ততার কারণে আমদানিকারক দেশগুলো নিয়তই হুশিয়ারী দিচ্ছে যে, শ্রমমান উন্নত না হলে তারা বাংলাদেশের পোষাক কিনবে না (পাল-মজুমদার, ২০০১)।

পোষাক খাতের সাফল্য দেশের অর্থনীতির জন্য উদ্বেগের কারণও হয়ে আছে। একটি একক ও স্পর্শকাতর খাতের উপর বাংলাদেশের রপ্তানী আয় নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অদূর ভবিষ্যতে দেশের রপ্তানী আয়ের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ এ খাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে (সাপ্তাহিক প্যানোরমা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী,২০০২)।

গামেন্টস শিল্পে যারা নারী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে তাদের রয়েছে হাজারো সমস্যা। অথচ শ্রমিকরা উৎপাদন থেকে শুরু করে পরিচালনা, কাঁচামাল সরবরাহ, দ্রব্য উৎপাদন, গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্রম দিচ্ছে। শ্রমিকদের সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য দরকার শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করা। উৎপাদনের জন্য সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় রাখা। এ সম্পর্কে ILO Convention এ বলা হয়েছে যে, শ্রমিকের মজুরী, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ও কল্যাণমূলক সুবিধা প্রদান করা মালিকের কর্তব্য।

আমাদের দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। বহুক্ষেত্রে তারা ১০/১১টা পর্যন্তও কারখানায় কাজ করে। সকাল ৭টারও আগে তারা পথে নামে কারখানায় ঠিক সময়ে পৌঁছার জন্য। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা হেঁটেই পার হয় ৪/৫ কিলোমিটার পথ। কেননা রিক্সা বা বাসে আসতে গেলে তাদের স্বল্প বেতনের সিংহভাগই খরচ করতে হবে (পাল-মজুমদার এবং জহির, ১৯৯৪ঃ পৃষ্ঠা-৩)। অথচ এভাবে কাজ করার পরও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশের নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, মজুরী ও অধিকার নিশ্চিত করা আজও সম্ভব হয়নি। এদের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা যেমনঃ নির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা না থাকা, ন্যায্য মজুরী হতে বঞ্চিত হওয়া, নেই দুর্ঘটনা হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের নিশ্চিয়তা না থাকা, বিশ্রামাগারের অভাব, টিফিন ও টিফিন কক্ষ না থাকা, বিশুদ্ধ খাবার পানি পাবার নিশ্চয়তা নেই, চাকুরীর স্থায়িত্বের অভাব, পর্যাপ্ত শৌচাগারের অভাব ইত্যাদি। আলোচিত ক্ষেত্রসমূহে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বিভিন্ন আইনে উল্লেখ থাকলেও আমাদের দেশের মালিক ও শাসক গোষ্ঠী সে সকল আইনগুলোর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আসছে বরাবরই। (এম এস এস ১৯৯৯-২০০০, সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই নারী শ্রমিকের আয়ের উপর পুরো পরিবারের জীবিকা নির্ভর করে। এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল দেশের প্রায়ে ২৫ লক্ষ পরিবার। এই বিপুল পরিমান নির্ভরশীল জনসংখ্যাকে নিশ্চিৎ বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করা হয়।দেশের এই অতীব গুরুত্বপূর্ন খাতটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে এ ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ আগামীতে আরো উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করে গবেষণার এ বিষয়টি নির্বাচন করা যথার্থ ও সময়োপযোগী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ন বলে মনে হয়।

গবেষনার উদ্দেশ্য ঃ

দুই ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গবেষনাকর্মটি করা হয়েছে। তা হলোঃ

(ক) মূল উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষনার মূল উদ্দেশ্য হলো গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের সঠিক চিত্র তুলে ধরা ।

(খ) বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

মূল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষনার কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১. তৈরী পোষাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক, জনমিতিক ও পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে জানা।
২. নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের কাজের প্রকৃতি, কর্মসময় ও কর্মস্থলের পরিবেশ কেমন তা উদ্‌ঘাটন করা।
৩. নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশের ঝুঁকি গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৪. গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের অবসর বিনোদন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

গবেষনায় ব্যবহৃত প্রত্যয় সমুহের সংগায়ন ঃ

গার্মেন্টস ঃ

সাধারনতঃ গামেন্টস বলতে বিভিন্ন প্রকার পোষাক জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরীর কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।

শিল্প ঃ

শিল্প বলতে কোন পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদন কাজ পরিচালনার জন্য শিল্প ইউনিট দোকান, কোন অফিস, ফার্ম বা স্থান যেখানে শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়।

এই গবেষনায় গার্মেন্টস শিল্প বলতে পোষাক জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরীর কাজে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেখানে উৎপাদন কাজ পরিচালনার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়।

নারী শ্রমিক ঃ

তৈরী পোষাক শিল্পের যে কোন শাখায় কর্মরত যে কোন কর্মী যারা সরাসরি উৎপাদন কর্মকান্ডের মূল চালিকা শক্তি ও বেতন ভুক্ত যাদের বয়স ১৮-৪২ এর কোঠায় তাদেরকে নারী শ্রমিক হিসাবে গন্য করা হয়েছে।

কর্ম পরিবেশ ঃ

গবেষনায় শ্রমিকের কর্ম পরিবেশ বলতে গার্মেন্টস শিল্পের ভৌতকাঠামো, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সুযোগসুবিধা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, শ্রম অধিকার ও বৈষম্য, মুজুরী প্রাপ্তি ও মুজুরী বৈষম্য ও বিনোদন ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

গবেষনায় ব্যবহৃত মূল পদ্ধতি ঃ

বর্তমান গবেষনাটিতে মূলতঃ সামাজিক জরিপ পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে।

গবেষনা এলাকা ঃ

বর্তমান গবেষনাটি ঢাকা শহরের গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপর চালানো হয়েছে। ঢাকার শহরের উত্তরা থানার নিকটবর্তী দক্ষিনখান এলাকা থেকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দু'টি গার্মেন্টস শিল্প Colour Bow (পেইন্টিং) এবং Flaxen Gress Limited- (সেলাই পোষাক)-কে বেছে নেয়া হয়েছিল যা বিভিন্ন রকম তৈরী পোষাক শিল্পকে প্রতিনিয়ত প্রতিনিধিত্ব করছে।

সামগ্রীক ও বিশ্লেষনের একক ঃ

বাংলাদেশের সকল গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিক গবেষনার সামগ্রীক ও নমুনাভুক্ত (১৫-৪২) বছর বয়সি নারী শ্রমিককে বিশ্লেষনের একক ধরা হয়েছিল।

নমুনায়ন ঃ

দুটি গার্মেন্টস শিল্পের মোট ১১৫০ জন নারী শ্রমিকের মধ্য থেকে উদ্দেশ্য মূলক নমুনায়নের মাধ্যমে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে ৫২ জন করে মোট ১০৪ জন প্রতিনিধিত্বশীল নারী শ্রমিক বেছে নেয়া হয়েছিল।

উদ্দেশ্যমূলক নমুনা গ্রহনের কারণ ঃ

১) গবেষনায় লোকবলের স্বল্পতা ছিল। গবেষক সর্ম্পূন নিজেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
২) গবেষনায় সময়ের স্বল্পতা ছিল।
৩) গবেষনায় অর্থের স্বল্পতা ছিল।
৪) গার্মেন্টস শিল্প দুটি প্রতিনিধিত্ব মূলক।

তথ্য সংগ্রহের কৌশল ঃ

বাংলা ভাষায় লিখিত পূর্ব পরিক্ষীত সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৮-৪২ বছর বয়সি সকল নারী শ্রমিককে উওরদাতা হিসাবে গ্রহন করা হয়েছিল। উন্মুক্ত ও আবদ্ধ উভয় ধরনের প্রশ্নই সাক্ষাৎকার অনুসূচীতে বিদ্যমান ছিল।

তথ্য প্রক্রিয়াজাত করণ ও বিশ্লেষন ঃ

প্রাপ্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের পর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এদের শ্রেনীবদ্ধকরন ও সারনীবদ্ধকরন করা হয়েছে। পরবর্তীতে সরল পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এর ফলাফল বিশ্লেষনের মাধ্যমে গবেষনার চুড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।

গবেষনার সীমাবদ্ধতা ঃ

সামাজিক বিষয়ে গাবেষনা করে একেবারে যথার্থ কোন ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় না। যে কোন গবেষনাকর্ম একটি জটিল ধারাবাহিক, দক্ষতা, নৈপূন্য ভিত্তিক ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। নবীন গবেষক হিসাবে বর্তমান সামাজিক বিষয় নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষনসহজ সাধ্য ছিল না।তাছাড়া যেকোন কাজের সফলতা ও ব্যর্থতার পেছনে কিছু সীমাবদ্ধতা কাজ করে। গবেষনা কাজে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষক বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন যা পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়কের

সুচিন্তিত মতামতের সহায়তায় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। সীমাবদ্ধতা গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) গবেষনায় আবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ অথবা না এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও উত্তরদাতা শ্রমিকরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বর্ণনা মূলক তথ্য প্রদান করেছেন, যা পরবর্তীতে গবেষককে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করনে সমস্যায় ফেলেছে।

২) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এলাকা নির্বাচন করে সল্পসংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা যথার্থভাবে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বশীল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

৩) তথ্য সংগ্রহের জন্য যে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ থাকা দরকার তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি, কেননা অনেক ক্ষেত্রে উপরের পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে, ফলে সঠিক তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

৪) একটি সৃষ্টিশীল গবেষনা করতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা খুবই গুরুত্তপূর্ন, কিন্তু নবীন গবেষক হিসাবে গবেষনায় নানাবিধ দিকে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে।

৫) অশিক্ষা মানুষকে অবুঝ বানিয়ে দেয় গবেষনা কাজে সম্পৃক্ত না হলে কখনই তা বুঝা সম্ভব হতো না। গবেষনা এলাকায় তথ্য সংগ্রহের সময় উত্তরদাতাদের প্রথমেই গবেষক তাদের সাথে কেন কথা বলছে কেন এত তথ্য জানতে চাইছে সব কিছু বুঝিয়ে বলার পরও ২/৩ জন উত্তরদাতা গবেষককে ডাক্তার মনে করেছে, এবং কোন প্রশ্ন করলে উত্তর না দিয়ে তা শারীরিক সমস্যার কথা বলে ঔষধ দেয়ার জন্য অনুরোধ করছে। গবেষনা কাজে এটা এক বিশাল ব্যর্থতা বলে গবেষক মনে করেন।

৬) গবেষক দুটি ফ্যাক্টরীর মধ্য থেকে ৫২ জন করে মোট ১০৪ জন নারী শ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করছেন। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে ও পরে নারী শ্রমিকদের র্কম ক্ষেত্রটিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করা হয়েছে। গবেষকের পর্যবেক্ষনীয় তথ্যের সাথে শ্রমিকদের প্রদত্ত তথ্যের কিছুটা অমিল রয়েছে। এই অমিলের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর প্রদানে উত্তর দাতাদের

অসহযোগিতার অভাব ছিল যা গবেষনার জন্য নির্ভুল তথ্য সংগ্রহে ত্রুটিপূর্ন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে গবেষক মনে করেন।

৭) গবেষক সর্ম্পূন একাই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ ও সময়ের সীমাবদ্ধতা গবেষকের ছিল, গবেষনার সময়-স্বল্পতার জন্য ঢাকা শহরের সকল গার্মেন্টস শিল্প থেকে নারী শ্রমিক নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৮) যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন উপস্থাপনের কারনে কম্পিউটার কম্পোজে ভাষাগত কিছু ভূল-ভ্রান্তি রয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য সমীক্ষা

পেশাদার সমাজকর্মের একটি অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। এই গবেষণা কাজে গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সমীক্ষা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। অর্থাৎ গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক বইপত্র, গবেষণা পত্র ও প্রবন্ধ পাঠ করা এবং সুশৃংখলভাবে পর্যালোচনা করা। আমাদের দেশে গার্মেন্টস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা সময়ে কম-বেশী গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়েছে কিন্তু "গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ - একটি সমীক্ষা" শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। তারপরও এ সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের গবেষণা পত্র জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ পড়েছি এবং তার মধ্য থেকে যে সকল বিষয় সমূহ জেনেছি তা সাহিত্য সমীক্ষার আওতায় তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করেছি নিম্ন থেকে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হল ঃ

কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিঃ পোষাক শ্রমিকের মানসিক স্বাস্থ্য অবস্থা প্রতিমা পাল- মজুমদার (২০০০)
সব কর্মক্ষেত্রেই বিশেষ করে শিল্প কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। এই ঝুঁকিগুলো অধিকতর হয় ঐ সমস্ত কর্মক্ষেত্রে যেখানে কজের প্রকৃতি বিপদ সংকুল এবং যেখানে কর্মক্ষেত্রের সামাজিক এবং ভৌত পরিবেশ কাজের অনুকূল নয়। ঝুঁকিপূর্ন কাজের পরিবেশ শ্রমিকের শারীরিক ও মানসিক এই উভয় স্বাস্থ্যকেই দারুণবাভে ক্ষতিগ্রস্থ করে। শারীরিক এবং মানসিক এই উভয় শক্তিই সফল শ্রমিক জীবনের জন্য অতি জরুরী। একটি শিল্পের উৎপাদনশীলতার জন্যও শ্রমিকের স্বাস্থ্য অতি গুরুত্বপূর্ন উপাদান।

বর্তমান সমীক্ষাটিতে যা কিছু তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে তার বেশীরভাগটাই সংগ্রহ করা হয়েছে ১৯৯৭ সালে BIDS কর্তৃক সম্পাদিত "বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের স্বাস্থ্য অবস্থা" শীর্ষক জরিপ হতে।

সমীক্ষাটিতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২% নারী পোষাক শ্রমিক উল্লেখ করেছেন তিনি তার বর্তমান চাকুরীতে পদন্নোতি পাওয়ার চেষ্ট করবেন। পুরুষ শ্রমিকদের উচ্চাকাংখা অবশ্য নারী শ্রমিকদের চাইতে বেশী। তাদের মধ্যে ৩২% উল্লেখ করেছেন যে, তারা বর্তমান চাকুরীতে পদোন্নতির চেষ্টা করবেন। বর্তমান পোষাক কারখানায় চাকুরী ছেড়ে অন্য কারখানায় চাকুরী নেওয়ার পরিকল্পনাও নারী শ্রমিকদের মধ্যে বেশী। তাই উচ্চাকাংখার মানদন্ডের বিচারে তুলনামূলকভাবে নারী পোষাক শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য বেশ খারাপ।

১৯৯৭ সালে পরিচালিত জরিপের তথ্য হতে দেখা যায় পোষাক কারখানায় চাকুরী সম্বন্ধে উচ্চাকাংখা পোষনকারী নারী শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৪৮% এবং পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৪১% উল্লেখ করেছেন, যে পদে আছেন সে পদেই চাকুরী চালিয়ে যাবেন ভবিষ্যতে।

পোষাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মধ্যে যেখানে ৬০% চাকুরীতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সেখানে অ-রপ্তানিকারক শিল্পগুলোতে নিয়োজিত মোট নারী শ্রমিকদের মধ্যে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৭২%।

পুরুষ শ্রমিকদের চাকুরী সন্তোষের ব্যাপারেও দেখা গেছে পোষাক শিল্পে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকদের সন্তোষ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত পুরুষ শ্রমিকদের চাইতে অনেক কম। ১৯৯৭ এর জরিপের ফলাফল হতে দেখা যায় পোষাক তৈরীর কাজে সন্তুষ্ট নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ৬% হতে নেমে ৫২ এ পৌঁছেছে। পুরুষ পোষাক শ্রমিক যেখানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮ ঘন্টা ঘুমাতে পারেন সেখানে নারী পোষাক শ্রমিক ঘুমাতে পারেন ৬ ঘন্টা। ৬ ঘন্টা এবং তারও কম ঘুমের সময় পান প্রায় ৩৭% নারী শ্রমিক। নারী শ্রমিকরা দৈনিক প্রায় ১২ ঘন্টা কারখানায় কাজ করেন এবং কারখানায় আসা যাওয়ার পথে দৈনিক

আরও ১.৫ ঘন্টা হতে ৩ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। ৬৬% নারী পোষাক শ্রমিক উল্লেখ করেছেন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগের দিনটিতে এক ফোটা বিশ্রাম করেননি। মাত্র ১৩% নারী শ্রমিক উল্লেখ করেছেন, তারা সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগের দিন ১ ঘন্টা অথবা তারও বেশী সময় বিশ্রাম করেছেন।

পোষাক শ্রমিকদের শ্রম ঘন্টা দৈনিক ১২ ঘন্টা সেখানে অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য এই শ্রম ঘন্টার পরিমাণ গড়ে মাত্র সাড়ে ৮ ঘন্টা। প্রায় ৬১% নারী শ্রমিকই কারখানায় কাজ করার সময়ে নানাবিধ দুঃচিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকেন। এক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকরে সংখ্যা মাত্র ২%। অপারেটর এবং হেল্পার শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে ৭০% এরও বেশী জন উল্লেখ করেছেন কারখানায় কাজ করার সময়ে তারা সব সময়ে হয় সুপারভাইজারের ভয় নতুবা কাজে ভুল হওয়ার ভয়ে ভীত থাকেন।

প্রায় ৩২% নারী পোষাক শ্রমিক এবং তাদের প্রায় ৬১% সহকর্মী পুরুষ শ্রমিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগের দিনটিতে টেলিভিশন দেখার সুযোগ পেয়েছেন। নারী শ্রমিকদের প্রায় ২% তাদের উপার্জিত অর্থ হতে সঞ্চয়কৃত অর্থ দিয়ে রেডিও/টেলিভিশন কিনেছেন। শ্রমিকদের বিনোদনের জন্য ৪% কারখানায় বাৎসরিক বনভোজন, নৈশভোজন এবং ফাংশনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৩% অধিক নারী পোষাক শ্রমিক খবরের কাগজ পড়েন। নারী শ্রমিকদের মধ্যে ২২% এর কোন শিক্ষা নেই।

আত্মমূল্যায়িত স্বাস্থ্য অবস্থা হতে দেখা যায় প্রায় ৬৯% নারী পোষাক শ্রমিক এবং ৫৬% পুরুষ শ্রমিক তাদের স্বাস্থ্য অবস্থাকে হয় খারাপ নয়তো খুব খারাপ হিসাবে মূল্যায়িত করেছেন। পোষাক শ্রমিক হিসাবে তাদের কোন সামাজিক সম্মান নেই।

দৈনিক ১২ ঘন্টা এবং সপ্তাহের ৭ দিন পরিশ্রম করেও তারা যা উপার্জন করেন তা দিয়ে তাদের ভরন-পোষন যথাযথভাবে করতে পারছেন না। স্বল্প মজুরীর কারনে প্রায় ৩৪% নারী অসুস্থ্য শ্রমিক চিকিৎসা গ্রহন করতে পারছেন না। প্রায় ৩৮% নারী এবং পুরুষ শ্রমিক স্বল্প মজুরীকে তাদের চাকুরীতে অসন্তোষের প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অনিয়মিতভাবে বেতন প্রাপ্তির জন্য প্রায় ৪% নারী শ্রমিক তাদের চাকুরী নিয়ে অসন্তুষ্ট। এই কারণের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮% এ দাড়িয়েছে। পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৬% এর বেশী। দেখা গেছে যারা বর্তমান চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র চাকুরী নেবেন বলে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে অর্ধেকই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন হয় মজুরী প্রাপ্তিতে অনিয়মের কারণে নয়তো স্বল্প মজুরীর কারণে।

দেখা গেছে প্রায় ৬৪% কারখানায় মাসের প্রথম সপ্তাহের পর শ্রমিকদেরকে তাদের নিয়মিত মজুরী প্রদান করা হয়, যেখানে শ্রমিক আইনানুযায়ী মাসের প্রথম সপ্তাহেই মজুরী প্রদানের কথা, কোন কোন কারখানায় মাসের ৩য় এবং ৪র্থ সপ্তাহেও মজুরী প্রদান করা হয়ে থাকে। আবার কোন কোন কারখানায় মজুরী প্রদানের কোন নির্ধারিত সময়ই নেই। অতিরিক্ত শ্রমের মজুরী প্রাপ্তিতে অনিয়ম আরও বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। দেখা গেছে প্রতিটি কারখানাতেই এক বা দুই মাসের অতিরিক্ত শ্রমের মজুরী আটকে রাখা হয় যাতে শ্রমিক অন্য কারখানায় কাজ নিয়ে চলে যেতে না পারেন। শ্রমিকরা অন্য কারখানায় চলে গেলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তারা এই টাকা কোন দিনই পাননা। প্রায় ৬০% কারখানায় মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে অতিরিক্ত শ্রমের মজুরী প্রদান করা হয়। বাকী ৪০% কারখানার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রমের মজুরী প্রদানের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

ভালো মজুরী এবং নিয়মিত মজুরী প্রাপ্তি পোষাক শ্রমিকের মানসিক প্রশান্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। যারা চাকুরীতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে প্রায় ৩৬% সন্তোষই উৎপত্তি হয়েছে ভাল মজুরী হতে। আরও ১৫% শ্রমিকের চাকুরী সন্তোষের উৎসমূল হচ্ছে নিয়মিত মজুরী প্রাপ্তি।

আলোচিত গবেষণাধর্মী রিপোর্টটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলে মনে হয়েছে। রিপোর্টটিতে শ্রমিকদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বেশ সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নমুনায়নের

মাধ্যমে কারখানা ও শ্রমিকদের নির্বাচন করা হয়েছে যা সন্দেহহীনভাবে প্রতিনিধিত্বশীল হিসাবে ধরা যায়। (এম এস এস ১৯৯৯-২০০০, সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

Women in Ready Made Garment Industries: Issues and Concerns
-Najmir Nur-Begum (1997) ।

১৯৯৬-৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত তৈরী পোষাক প্রস্তুতকারী শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যা দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ৫% হারে অবদান রাখে। সাম্প্রতিক সময়ে ২২০০ ইউনিটে বিভক্ত এই শিল্প ২৫৪৭ ডলার রপ্তানী আয়ে অবদান রেখেছে। শ্রম নির্ভর এই শিল্প খাতের কাঁচামাল আমদানী করতে প্রায় ৭৫% টাকা খরচ হয়।

রেডিমেড গার্মেন্টস শিল্পের বৃহৎ পরিসরে মহিলাদের অংশগ্রহণ, জেন্ডার ইস্যুতে তাদের অবস্থা, কর্মক্ষেত্রে তাদের সমস্যা এবং তাদের কল্যাণে এবং সমস্যা সমাধানে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র পরিসরে নীতি এবং কর্মসূচীর উন্নয়নে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্য সমূহ সামনে রেখে ১৯৯৭ সালে নাজমীর নূর বেগম এই গবেষণাধর্মী কাজটি করেছেন। ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে গবেষনা কর্মটিতে Primary এবং Secondary উভয় উৎসই ব্যবহার

করা হয়েছে। Secondary উৎসের ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, কর্মসংস্থানের অবস্থা, সমস্যা এবং হতাশাযুক্ত ৬০টি কেস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে এবং নমুনায়নের মাধ্যমে কেসগুলো বাছাই করা হয়েছে। গবেষক তৈরী পোষাক শিল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ দুটি দিক দিয়ে চিন্তা করেছেন। প্রথমতঃ চাকরিতে অংশগ্রহনে মহিলাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ চাকরির অবস্থা, মজুরী, কাজের সময়সীমা, ওভার টাইম এবং কাজের পরিবেশ, শ্রম আইন বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

গবেষনাটিতে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। সমস্যাগুলোর মধ্যে নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা পাওয়া খুবই কঠিন এবং এক বা একাধিক কর্মীর পক্ষে পুরুষ ছাড়া স্বাধীন ভাবে কোন ক্রমেই বাসাভাড়া নেওয়া সম্ভব নয়। যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাদের অনেক পথ হেটে কাজে যোগদান করতে হয়। গার্মেন্টস এলাকায় বাসা ভাড়া যার দরুন তাদের অনেক দূরে বাসাভাড়া নিতে হয়, কারণ তাদের কর্ম মজুরী স্বল্প, খাবারের ক্ষেত্রে দুপুরের খাবার তারা বেশীরভাগই বাসা থেকে নিয়ে যায়, যা তারা সকালে নাস্তা করে এবং তার কিছুটা দুপুরের জন্য রয়ে যায়। স্বাস্থ্যের

ক্ষেত্রে কাজে যোগদানের আগে যা থাকে পরে আর তা থাকে না, জ্বর, কাশি, মাথা ব্যাথা, চোখ জ্বালাপোড়া সহ নানা ধরনের মেয়েলিরোগে ভোগে এবং শারীরিকভাবে তারা খুবই দুর্বল ও মানসিকভাবেও সমস্যাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অধিকাংশই তাদের গৃহস্থ্যলীয় রান্না, কাপড়ধোয়া, বাজার করা নিজেরাই করে, বাচ্চা থাকলেও তাদের দেখাশুনা করা এমন কি স্বামীদেরও দেখাশুনা তাদের করতে হয়।

পেশাগত সমস্যার মধ্যে অন্যতম কম মজুরী। বেশীরভাগ মহিলা কর্মীদের অভিযোগ সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়াও এক নাগাড়ে কাজ করলেও তারা যথোপযুক্ত মজুরী পান না। কর্মীদের বেশীরভাগই এসেছে দরিদ্র পরিবার থেকে এবং তারা তাদের মজুরী দিয়ে পরিবার বা বাবা-মাকে সাহায্য করে। পরিবারের ব্যয়ভার অনুযায়ী তাদের আবাসন, খাদ্য, কাপড়, চিকিৎসা, যাতায়াত সুবিধা দেওয়া হয় না। যে মজুরী তারা পায় তা তাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপর্যাপ্ত। তারা চাইলেই অর্থ ব্যয় করতে পারেন না, তাদের কল্যাণ, বিনোদন ও আনন্দের জন্য।

পোষাক শিল্পগুলোতে দেশে প্রচলিত যে শ্রম আইন রয়েছে তা অনুসরণ করা হয়না এবং এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীরা (স্বল্প মজুরীর ক্ষেত্রে) অধিকাংশই হেল্পারের কাজ করে। অদক্ষ একজন হেল্পার মাসে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা মজুরী পায় যা মজুরী আইনানযায়ী খুব কম।

অন্যদিকে একজন দিনমজুর দৈনিক আট ঘন্টা শ্রম দিয়ে পায় ৯০ থেকে ১১০ টাকা। সেখানে হেল্পাররা পায় ৩০ টাকা। আবার দক্ষ মেশিন অপারেটরের ক্ষেত্রেও এটা আছে যে, তারা ওভার টাইম সহ ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকা পায় যা একজন অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায়ও কম।

১ ঘন্টা খাবারের বিরতি ও ১৫ মিনিট চা বিরতি সহ দিনে তারা ১৩ থেকে ১৪ ঘন্টা কাজ করে থাকেন। তাদের কোন সাপ্তাহিক ছুটিরও অনুমতি দেয়া হয়না, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্হা, শবে বরাত, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ছাড়া তাদের কোন ছুটি দেয়া হয়না। আবার ওভার টাইমের জন্যও তাদের বাধ্য করা হয়, নিয়োগের সময় শর্ত হিসাবে থাকে ওভার টাইম না করলে তারা কাজ হারাবে, যদিও বাড়তি আয়ের আশায় তারা এটা করে কিন্তু তা সুবিধামত পায়না। বেশীরভাগ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী সাধারণ বাড়ীতে তৈরীর কারণে শিল্পের জন্য যা দরকার তা নেই। বেশীরভাগ কর্মস্থলই অস্বাস্থ্যকর, অনুপযোগী, সংকুচিত, নোংরা এবং যথাযথ ভেন্টিলেশনের অভাব। কোন আইন বা ILO- এর নিয়ম

শৃংখলা মানা হয়না, নিম্নতম মজুরী, মাতৃত্ব-কালীন সুবিধা, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ এসব দিক দেখা হয় না। অর্থাৎ এসব দিক দিয়ে কর্মীরা শোষনের শিকার হয়।

কর্মসন্তুষ্টি শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, যদিও অদক্ষ শ্রমিকরা গার্মেন্টস-এ স্বল্প মজুরীতে কাজ পায়। তারা তাদের পরিবারকে সাহায্য করতে পারে যার জন্য তারা কিছুটা খুশী হলেও তাদের নানাবিদ অভিযোগ রয়েছে কাজের ঘন্টা, ছুটি, মজুরী, কর্ম পরেবেশ, স্বাস্থ্য অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। আর এসব কারণে তাদের স্থানান্তরটাও বেশী হয় এক কর্মস্থল থেকে আর এক কর্মস্থলে, ভালো কর্ম পরিবেশ ও কার্য অবস্থার জন্য। অধিকাংশরই অভিমত তারা তাদের নিয়োগকর্তা দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন। বেশীরভাগ মহিলা হেল্পাররাই চান কর্মক্ষেত্রে বেশিদিন থেকে মেশিন অপারেটিং শেখা যদিও তারা কম মজুরী পান এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা সীমিত থাকার পরও তারা রাজি হন কম মজুরী নিতে।

আলোচিত গবেষণাধর্মী রিপোর্টটিতে শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে লেখা হয়েছে, যেখানে তুলনা করার জন্যও কোন পুরুষ শ্রমিকদের প্রসঙ্গ আনা হয়নি এবং খুব বেশী শতকরা হার ভিত্তিক আলোচনা করা হয়নি। গতানুগতিকভাবে সমস্যা এবং যেসব পরিস্থিতি গার্মেন্টস গুলোতে রয়েছে তাই তুলে ধরা হয়েছে। তবে আলোচনাধর্মী হলেও রিপোর্টি বেশ উন্নতমানের। (এম এস এস ১৯৯৯-২০০০, সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

Enforcement of Safety Regulations in the Garment Sector of Bangladesh - Dr. Nazma Begum (2000) |

১৯৭০ সালের দিকে শুরু হওয়া তৈরী পোষাক শিল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে গুরুত্ব না পেলেও বিগত বিশ বছর এর অবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোচ্চ রপ্তানীকারক ক্ষেত্র হিসাবে বর্তমানে বিবেচিত হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে BGMEA- এর হিসাব অনুযায়ী ঢাকা

এবং চট্রগ্রাম মিলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ছিল ২৮০০, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং এই খাতে প্রায় ৩০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে যার ৯০% মহিলা।

রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, ২টি কারখানা চালনা হচ্ছে ২৫ লাখ টাকা খরচের মাধ্যমে, আর সর্বমোট খরচের সীমা ধরা হচ্ছে ৩টি কারখানা চালানোর জন্য ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকা, যদিও ২টি কারখানার সর্বমোট খরচের সীমা আছে ১ থেকে ২ কোটি টাকা। আবার ৩টি কারখানার জন্য মোট খরচ ৪ কোটি টাকার উপর।

স্বাস্থ্য খাতের খরচটা খুবই কম। জরিপকৃত ২টি কারখানার স্বাস্থ্য খরচ ১০ হাজারেরও কম। স্বাস্থ্য খাতের খরচ সীমা ২৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা ৪টি কারখানার জন্য; ১ থেকে ১.৫ লাখ টাকা ২টি কারখানার জন্য। কেবলমাত্র ১টি কারখানার স্বাস্থ্য খরচ প্রায় ২ লাখ টাকা।

নিরাপত্তা খরচ স্বাস্থ্য খরচের চেয়ে বেশী। আবার নিরাপত্তা খরচ মোট খরচের চেয়ে কম, যদিও কারখানা সমূহের উচিত যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দুর্ঘটনা জনিত সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

আলোচিত রিপোর্টটিতে খুব যুক্তিপূর্নভাবে কোন আলোচনা করা হয়নি। বেশ সংক্ষিপ্তভাবে গার্মেন্টস-এর প্রধান বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নমুনায়নের মাধ্যমে গামের্ন্টস কর্মীদের নিকট থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। এমনকি কোন ধরনের কেস স্টাডিও করা হয়নি যার মাধ্যমে গবেষণাটি অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। তবে স্বাস্থ্য খরচ ও নিরাপত্তা বিষয় গুলো বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। (এম এস এস ১৯৯৯-২০০০, সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

Violence and Hazards Suffered by Women in Wage Employment: a Case of Women Working in the Export Oriented garment Industry of Bangladesh - Proatima Paul- Majumder (2000) |

বাংলাদেশে মহিলাদের বিপক্ষে সহিংসতা সর্বব্যাপী। নারীপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী যে সব সহিংসতা ঘটে তার ৬৫% এর শিকার মহিলারা। বাড়ির ভিতর ও বাহিরে তারা এই সহিংসতার শিকার। বাড়ির বাইরে বের হলেই তারা হাইজ্যাকারদের শিকার, রাস্তায় দূর্ঘটনা, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মক্ষেত্রে চাপ ইত্যাদির সমস্যার সম্মুখীন হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে যারা কাজ করে তারা অন্যদের তুলনায় বেশী শিকার হয় এসবের ।

গার্মেন্টস মহিলা শ্রমিকরা যে Sexual Violence এর শিকার হয় সেটা বের করা বেশ কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে মহিলারা তথ্য দিতে চাননা বা লজ্জাবোধ করেন আর অবিবাহিত হলেতো কথা নেই। তারা মনে করেন এতে তাদের বিয়ের সম্ভাবনা কমবে সহিংসতার কথা বাইরে জানলে। আর

কোন ঘটনা হলেই তারা ফ্যাক্টরী পরিত্যাগ করে চলে যান, তাই নমুনা জরিপের কোন অবকাশ নেই। কেস ষ্টাডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাও BIDS কর্তৃক ১৯৯০- যে জরিপ করা হয়েছে এবং ১৯৯৭- এ গার্মেন্টস শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে যে জরিপ করা হয়েছিলো তার থেকে কয়েকটি কেস নিয়ে এখানে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মহিলাদের সহিংসতার পেছনে যেসব কারণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার ক্ষেত্রে যারা রাতে কাজ করে ও বয়সে তরুণ তারা এর বেশী শিকার হয়। ২% মহিলা এবং ১% পুরুষ শ্রমিকরা জানিয়েছে যে, রেপগুলো বেশীরভাগ সংগঠিত হয় তাদের ফ্যাক্টরিতেই। মহিলাদের ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটও নিরাপদ নয়। তারা হাইজ্যাকরদের শিকার হন ও স্থানীয় টাউটদের শিকার হন। আর পুলিশ দ্বারাও হ্যারাসমেন্টের শিকার হন। ৪% থেকে ৫% মহিলা শ্রমিকরা নির্যাতিত হন তাদের আবাসিক স্থানে স্থানীয় টাউট দ্বারা এবং ৩% মহিলারা জানিয়েছেন অনেক সময় তারা বাড়ীতে ডাকাত ও চোরের ভয়ে থাকেন এবং এটা সময়ের সাথে সাথে আরো বাড়ছে।

গবেষণাটিতে Secondary Source ব্যবহার করা হয়েছে ডাটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং জরিপ পদ্ধতি না করে কেস ষ্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আর Violence ও Hazards শিকার যে মহিলারা হচ্ছে তা মোটামুটিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। (এম এস এস ১৯৯৯-২০০০, সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

মহিলাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ ও তাদের কর্ম-দক্ষতার উপর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ এবং কর্ম-অবস্থার প্রভাব - প্রতিমা পাল-মজুমদার (২০০১) ।

আলোচ্য গবেষণাটিতে যে সব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তার বেশীরভাগই বিভিন্ন সময় এতদ্‌সংক্রান্ত যেসব জরিপ কাজ হয়েছে তা থেকে নেওয়া হয়েছে। গবেষণাটিতে বলা হয়েছে নিম্ন শ্রম মানের কারণে আজ বাংলাদেশের পোষাক শিল্প, যে শিল্প বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশ উপার্জন করছে, সেই শিল্প আজ হুমকির মুখে। রিপোর্টটিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রের সবচাইতে কঠিন শর্তটি হচ্ছে শ্রমিকের অস্থায়ী নিয়োগ আর এক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরাই বেশী অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত হন। শিল্পক্ষেত্রে শতকরা ৬৫ জনেরও বেশী শ্রমিক অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ৭২%। পোষাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মধ্যে ৮০% এরও বেশী অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত। আর এ কারণে ২৮% মহিলা পোষাক শ্রমিক বলেছেন তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবেন ভবিষ্যতে পদোন্নতির আশায়।

শ্রম আইনানুযায়ী একজন শ্রমিক এক ঘন্টার দুপুরের খাওয়ার সময়সহ কেবল ৮ ঘন্টা শ্রম প্রদান করতে বাধ্য কিন্তু আমাদের দেশে যে সব কর্মক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকরা বেশী সংখ্যায় নিয়োজিত আছেন যে সব র্কক্ষেত্রেই শ্রম ঘন্টা দীর্ঘ। আর পোষাক শিল্পে এর পরিমাণ ১২ ঘন্টা, পোষাক শিল্প, যা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত, সেখানে সাপ্তাহিক ছুটি, চিকিৎসা ছুটি, বার্ষিক ছুটি, প্রসূতি ছুটি ইত্যাদি কোন ছুটিরই অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

পোষাক শিল্পের উচ্চ পদগুলি যেমনঃ সুপাইভাইজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার ইত্যাদি মহিলাদের ভাগ্যে জুটেছে মাত্র ১৭%।

বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সবচাইতে বিরূপ কর্ম অবস্থাটি বোধ হয় স্বল্প মজুরী এবং ন্যূনতম মজুরী হতে বঞ্চিত হওয়া। দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী হতে শ্রমিকগণ বঞ্চিত হন। আর এটা মহলিাদের ক্ষেত্রে বেশী। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওয়েজ কমিশন পোষাক শিল্পের জন্য ন্যূনতম মজুরীর পরিমাণ হিসাবে করেছেন ৯৩০ টাকা। কিন্তু শতকরা ৩৫ জন মহিলা পোষাক শ্রমিক এবং ৬% পুরুষ পোষাক শ্রমিক ন্যূনতম মজুরী ৯৩০ টকার কম বেতন পেয়েছেন। ৩৪% অসুস্থ্য মহিলা শ্রমিক স্বল্প মজুরীর কারণে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেননি, এমনকি কারখানা হতেও ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৩% মহিলা শ্রমিক বলেছেন স্বল্প মজুরীর কারণে তারা চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য গবেষণা রিপোর্টটিতে কর্মঘন্টা, ছুটি এবং মজুরীর দিকটা বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছে। তবে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এটা করা হয়নি। অতীতের সংগৃহীত বিভন্ন তথ্য থেকে নিয়ে এটা করা হয়েছে। যার জন্য যথাযথ প্রতিনিধিত্বশীল কিনা তথ্যসমূহ তা বলা মুশকিলই বটে। তাছাড়া গবেষনাটিতে কোন কেস ষ্টাডি ব্যবহার করা হয়নি, তা করা হলে গবেষণাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হতো। (এম এস এস ১৯৯৯-২০০০, সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

আলোচিত বিভিন্ন গবেষণা সমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে ঃ

ঢাকা শহরের গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের নিয়ে একটি ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা এই মুহুর্তে রয়েছে, কারণ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প সমূহ এখন ভয়াবহ দুর্দিন অতিক্রম করছে। একটি গবেষণায় গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের সার্বিক দিক তুলে ধরা প্রয়োজন যাতে করে সেটা পড়ার মাধ্যমে একজন গবেষক বা যে কোন ব্যক্তি গার্মেন্টস সম্পর্কিত নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। গার্মেন্টস শিল্প নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের

কর্মপরিবেশকে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করার জন্য এ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখিত বিভিন্ন কারণে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ও সুপারিশ তুলে ধরার মাধ্যমে গবেষণাটি শেষ করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ইতিহাস ও সংখ্যা

১৯৭৬-৭৭ সালে এক জার্মান রপ্তানীকারকের সহযোগে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে মাত্র গুটি কয়েক কারখানা দিয়ে রপ্তানীক্ষেত্রে এই শিল্পের গোড়াপত্তন শুরু হয়। ১৯৯০ সালে গার্মেন্টস এর সংখ্যা ছিল ৭৫৯টি । ১৯৯৫ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৫৩ টিতে। ১৯৮৩ সালের যাত্রা শুরু করে মাত্র ১৯টি গার্মেন্টস নিয়ে। আর বর্তমানে তাদের তালিকাভুক্ত গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান ৫৬০০টি (বিজিএমইএ) । বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি পেছনে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও অন্যতম প্রধান কারণটি হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমের সস্তা ও সহজ লভ্যতা। যেহেতু গার্মেন্টস শিল্প হচ্ছে একটি অতি শ্রমঘন শিল্প। এই শিল্পের উৎপাদন খরচের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে শ্রম খরচ, তাই যেখানে তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রম পাওয়া যাবে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা থাকবে।

নিম্নে একটি তালিকাতে এ যাবৎ পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানা ও গার্মেন্টস শ্রমিক এর সংখ্যা দেখানো হলো ঃ

সাল	গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা	গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিক সংখ্যা (মিলিয়ন)
১৯৮৪-৮৫	৩৮৪	০.১২
১৯৮৫-৮৬	৫৯৪	০.২০
১৯৮৬-৮৭	৬২৯	০.২৮
১৯৮৭-৮৮	৬৮৫	০.৩১
১৯৮৮-৮৯	৭২৫	০.৩২
১৯৮৯-৯০	৭৫৯	০.৩৪
১৯৯০-৯১	৮৩৪	০.৪০
১৯৯১-৯২	১১৬৩	০.৫৮
১৯৯২-৯৩	১৫৩৭	০.৮০
১৯৯৩-৯৪	১৮৩৯	০.৮৩
১৯৯৪-৯৫	২১৮২	১.২০
১৯৯৫-৯৬	২৩৫৩	১.২৯
১৯৯৬-৯৭	২৫০৩	১.৩০
১৯৯৭-৯৮	২৭২৬	১.৫০
১৯৯৮-৯৯	২৯৬৩	১.৫০

সাল	গার্মেন্টস কারখানরা সংখ্যা	গার্মেন্টস কারখানরা শ্রমিক সংখ্যা (মিলিয়ন)
১৯৯৯-০০	৩২০০	১.৬০
২০০০-০১	৩৪৮০	১.৮০
২০০১-০২	৩৬১৮	১.৮০
২০০২-০৩	৩৭৬০	২.০০
২০০৩-০৪	৩৯৫৭	২.০০
২০০৪-০৫	৪১০৭	২.০০
২০০৫-০৬	৪২২০	২.২০
২০০৬-০৭	৪৪৯০	২.৪০
২০০৭-০৮	৪৭৪৩	২.৮০
২০০৮-০৯	৪৯২৫	৩.৫০
২০০৯-১০	৫০৬৩	৩.৬০
২০১০-১১	৫১৫০	৩.৬০
২০১১-১২	৫৪০০	৪.০০
২০১২-১৩	৫৬০০	৪.৪০

Source: BGMEA

বস্তুতপক্ষে গার্মেন্টস শিল্পের গোড়াপত্তনই ঘটেছিলো উন্নত দেশ সমূহেই। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সে দেশ গুলিতে শ্রমের মুল্য বেড়ে যায় কয়েকগুন। ফলে গার্মেন্টস শিল্প থেকে মুনাফার অংকটি যায় অনেক কমে। কিন্তু এই শিল্প থেকে মুনাফার অংকটি সংরক্ষিত করে রাখার জন্য উন্নত দেশগুলি তাদের উৎপাদন উপকরণ নিয়ে স্বল্প মূল্যের শ্রম বাজার খুঁজে বেড়াতে থাকে। তারা অতি সাহজে খুঁজে পায় এশিয়ার সিংগাপুর, তাইওয়ান, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সস্তা শ্রম বাজার। বিশেষ করে শ্রমকে কেন্দ্র করেই সেখানে অন্যান্য উপকরনের বেশীরভাগই আসতে থাকল অন্যদেশ থেকে। পরবর্তীতে একই কারণে এই চারটি দেশের সাথে পোষাক উৎপাদনে যোগ দেয় শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং ভারত। সস্তা শ্রমের কারণে এদেশগুলোতে উৎপাদিত পোষাক সহজেই উন্নত দেশের বাজার দখল করে নেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশসমূহের শিল্পে দারুনভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ উচ্চমুল্য শ্রমের জন্য সেখানে উৎপাদন খরচ অনেক বেশী হওয়ায় তারা স্বল্প মূল্যের শ্রমের দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে পারছিল না। এরই ফলশ্রুতিতে মূলতঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে পোষাক আমদানীর উপর কোটা আরোপিত হয়। সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো তখন তাদের উৎপাদন, রপ্তানী ও মুনাফা ঠিক রাখার জন্য আরও দেশগুলো তখন তাদের উৎপাদন, রপ্তানী ও মুনাফা ঠিক রাখার জন্য আরও সস্তা শ্রমের বাজার অন্বেষণ করে। যাতে এসব দেশ থেকে উপচুক্তির মাধ্যমে অল্প খরচে পোষাক তৈরী করিয়ে নিয়ে

অন্যত্র রপ্তনী করা যায়। বাংলাদেশের শ্রম (বিশেষ করে নারী শ্রম) অত্যন্ত সস্তা। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের শ্রম বাজার তাদেরকে আকৃষ্ট করল। তারা উপচুক্তির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এল। বাংলাদেশের উদ্যোক্তারাও সস্তা শ্রমের কারনেই এ প্রস্তাব লুফে নেয় এবং পুরোপুরি শ্রমের উপর নির্ভর করে গড়ে তোলে একটির পর একটি পোষাক কারখানা। অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন কাপড়, সুতা, বোতাম ইত্যাদি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আসতে লাগল বিদেশ থেকে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প থেকে আয়ের ২৫% ঘরে রাখতে পারে। বাকী ৭৫% দেশের বাইরে চলে যায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী করার জন্য। এখানে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার বিষয় হল বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে যে মূল্য সংযোজন করছে তার বেশীরভাগই সংযোজিত হচ্ছে শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সস্তা শ্রমের জন্য গার্মেন্টস শিল্প আজ এতটা প্রসার লাভ করেছে (পাল-মজুমদার; ১৯৯৪) এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে ৮০ দশক থেকে শুরু করে আজ অবধি গার্মেন্টস এর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধমান হারে গার্মেন্টস সংখ্যা বাড়ার একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

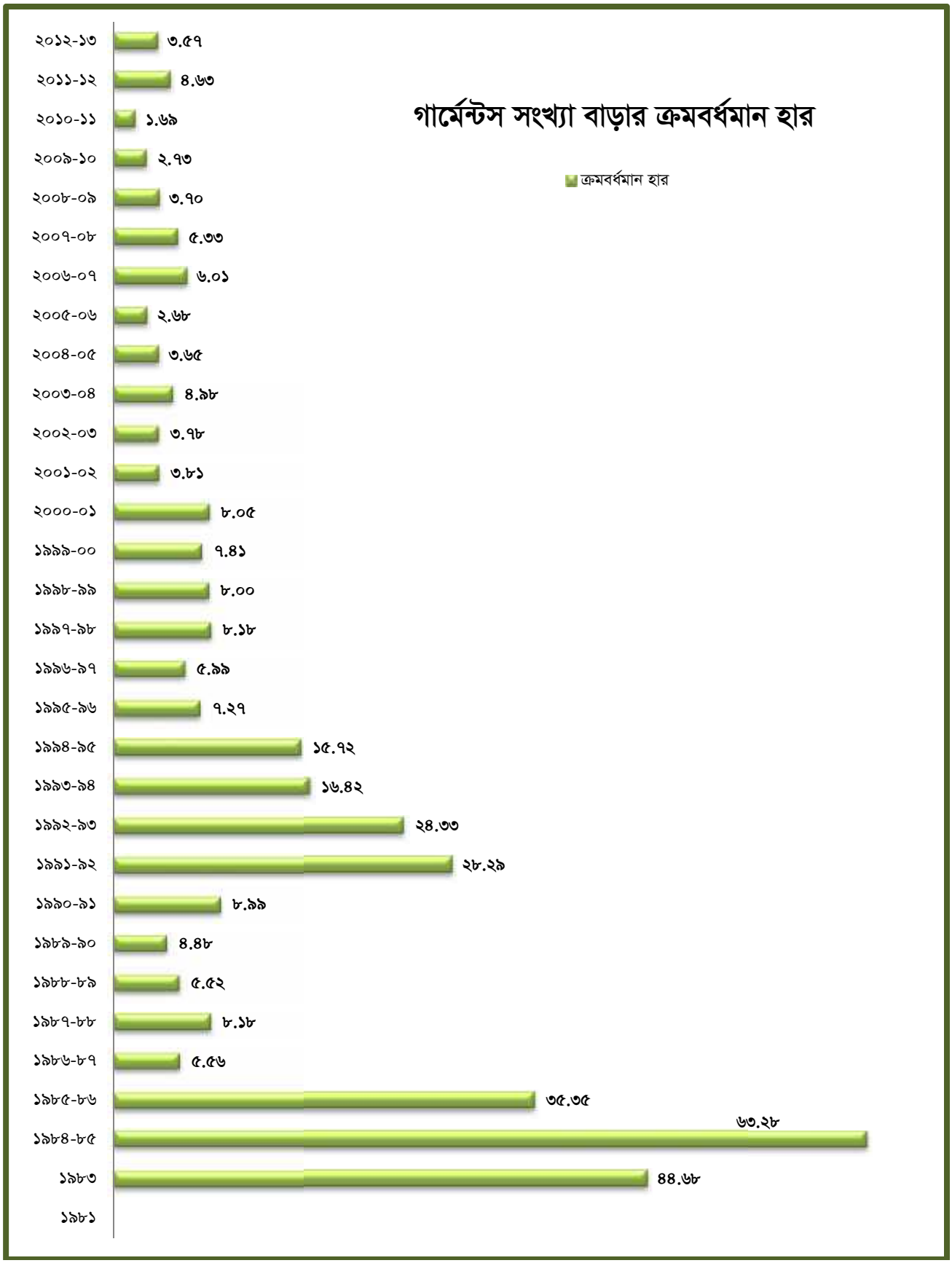
গার্মেন্টস সংখ্যা বাড়ার ক্রমবর্ধমান হার
ক্রমবর্ধমান হার
২০১২-১৩ ৩.৫৭
২০১১-১২ ৪.৬৩
২০১০-১১ ১.৬৯
২০০৯-১০ ২.৭৩
২০০৮-০৯ ৩.৭০
২০০৭-০৮ ৫.৩৩
২০০৬-০৭ ৬.০১
২০০৫-০৬ ২.৬৮
২০০৪-০৫ ৩.৬৫
২০০৩-০৪ ৪.৯৮
২০০২-০৩ ৩.৭৮
২০০১-০২ ৩.৮১
২০০০-০১ ৮.০৫
১৯৯৯-০০ ৭.৪১
১৯৯৮-৯৯ ৮.০০
১৯৯৭-৯৮ ৮.১৮
১৯৯৬-৯৭ ৫.৯৯
১৯৯৫-৯৬ ৭.২৭
১৯৯৪-৯৫ ১৫.৭২
১৯৯৩-৯৪ ১৬.৪২
১৯৯২-৯৩ ২৪.৩৩
১৯৯১-৯২ ২৮.২৯
১৯৯০-৯১ ৮.৯৯
১৯৮৯-৯০ ৪.৪৮
১৯৮৮-৮৯ ৫.৫২
১৯৮৭-৮৮ ৮.১৮
১৯৮৬-৮৭ ৫.৫৬
১৯৮৫-৮৬ ৩৫.৩৫
১৯৮৪-৮৫ ৬৩.২৮
১৯৮৩ ৪৪.৬৮
১৯৮১

গার্মেন্টস শিল্পের রপ্তানী চিত্র

বাংলাদেশের বর্তমান রপ্তানী আয়ের ৭৯.৬৩% আসে গার্মেন্টস খাত থেকে। ১৯৮৩-৮৪ সালে এ খাত থেকে রপ্তানী আয় হতো মাত্র ৩.৮৯%। ১৯৯০-৯১ সালে এসে দাঁড়ায় ৫০%। তবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সামগ্রী রপ্তানী হয় মূলতঃ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে এবং যুক্তরাষ্ট্রে। মোট রপ্তানী আয়ের ৩৭% আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাকীটা আসে অন্যান্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ সমূহ হতে। গার্মেন্টস খাত বাংলাদেশের সকল রপ্তানী জাতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গড়ে ৭৬% রপ্তানী আয় আসে এ খাত থেকে। আর অন্যান্য খাত ও গার্মেন্টস খাত কেমন অবদান রাখে রপ্তানী আয়ে তা দেখার জন্য ২০১২-২০১৩অর্থবছরের বাংলাদেশের বিভিন্নক্ষেত্রে রপ্তানী চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

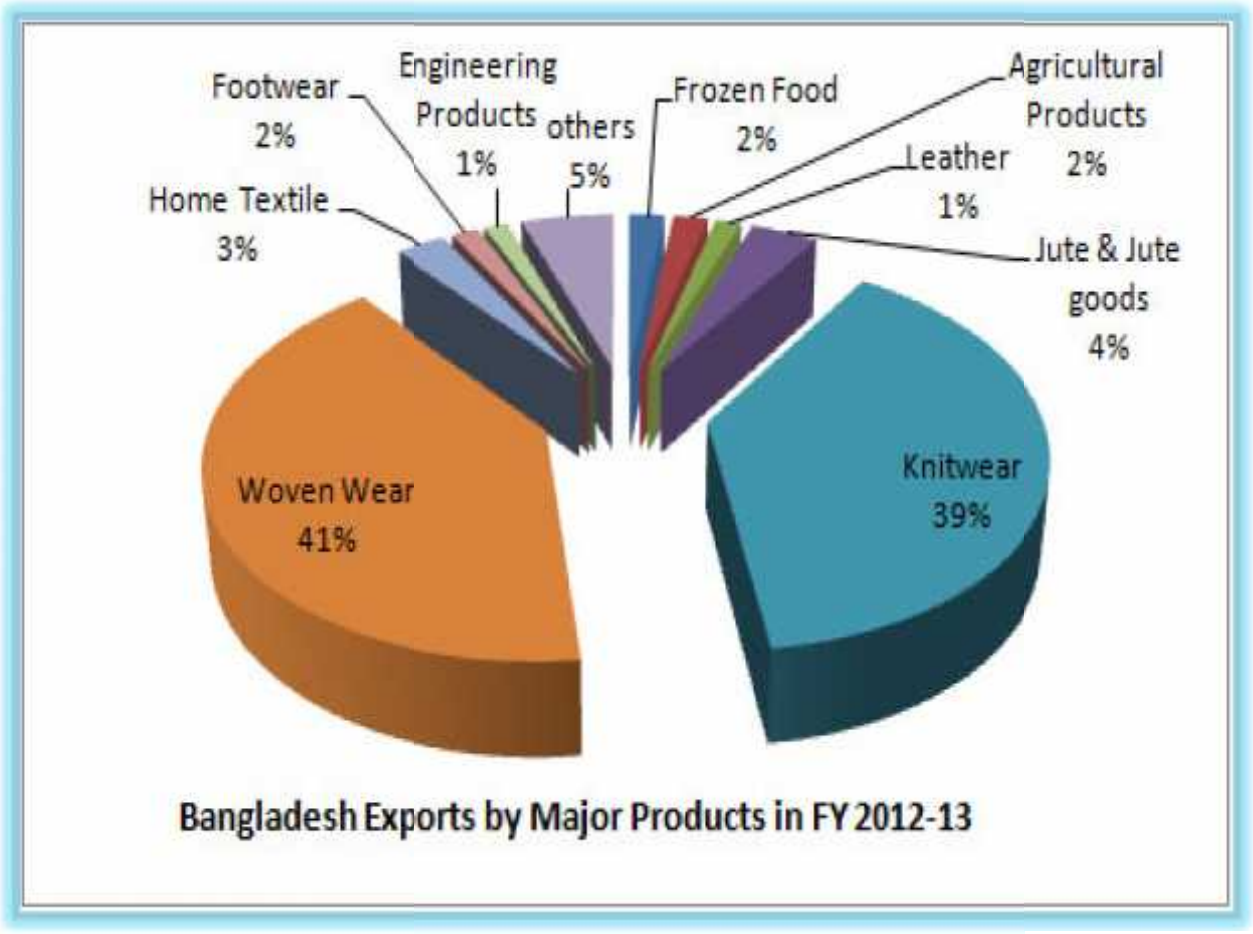

২০১২-২০১৩ অর্থ-বছরের জুলাই-জুন, সময়ে বাংলাদেশের পণ্যের মধ্যে উলেখযোগ্য ৮টি পণ্যের রপ্তানীতে অবদান যথাক্রমে তৈরী পোষাক ৪১% নীটওয়্যার ৩৯%, পাট ও পাটজাত দ্রব্য ৪%,

হোম টেক্সটাইল ৩%, জুতা ২%, হিমায়িত খাদ্য ২% ও চামড়া ১%, যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর ৯২%। তেমনিভাবে বাংলাদেশী পণ্যের প্রায় ৮০.০২% রপ্তানীর মাত্র চারটি বাজারে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ২১.০০%, ই,ইউ ৫২.৪৬%, কানাডা ৪.০৯% এবং জাপান ২.৪৭% এ সীমাবদ্ধ রয়েছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে এ শিল্প হতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল ৩১.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৯০-৯১ সালে তা দাঁড়ায় ৮৬৬.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৯-২০০০ এ হয় ৪৩৪৯.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং২০১২ - ২০১৩ এ হয় ২১৫১৫.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিজিএমইএ)

নিম্মে গার্মেন্ট খাত থেকে ১৯৮৩-২০১৩ পর্যন্ত রপ্তানী আয়ের চিত্র তুলে ধরা হলঃ

বছর	পোষাক রপ্তানী (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	বাংলাদেশের সমগ্র রপ্তানী (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	% বাংলাদেশের গার্মেন্টস সামগ্রী রপ্তানী
১৯৮৩-৮৪	৩১.৫৭	৮১১	৩.৮৯
১৯৮৪-৮৫	১১৬.২	৯৩৪.৪৩	১২.৪৪
১৯৮৫-৮৬	১৩১.৪৮	৮১৯.২১	১৬.০৫
১৯৮৬-৮৭	২৯৮.৬৭	১০৭৬.৬১	২৭.৭৪
১৯৮৭-৮৮	৪৩৩.৯২	১২৩১.২	৩৫.২৪
১৯৮৮-৮৯	৪৭১.০৯	১২৯১.৫৬	৩৬.৪৭
১৯৮৯-৯০	৬২৪.১৬	১৯২৩.৭	৩২.৪৫
১৯৯০-৯১	৮৬৬.৮২	১৭১৭.৫৫	৫০.৪৭
১৯৯১-৯২	১১৮২.৫৭	১৯৯৩.৯	৫৯.৩১
১৯৯২-৯৩	১৪৪৫.০২	২৩৮২.৮৯	৬০.৬৪
১৯৯৩-৯৪	১৫৫৫.৭৯	২৫৩৩.৯	৬১.৪
১৯৯৪-৯৫	২২২৮.৩৫	৩৪৭২.৫৬	৬৪.১৭
১৯৯৫-৯৬	২৫৪৭.১৩	৩৮৮২.৪২	৬৫.৬১
১৯৯৬-৯৭	৩০০১.২৫	৪৪১৮.২৮	৬৭.৯৩
১৯৯৭-৯৮	৩৭৮১.৯৪	৫১৬১.২	৭৩.২৮
১৯৯৮-৯৯	৪০১৯.৯৮	৫৩১২.৮৬	৭৫.৬৭
১৯৯৯-০০	৪৩৪৯.৪১	৫৭৫২.২	৭৫.৬১
২০০০-০১	৪৮৫৯.৮৩	৬৪৬৭.৩	৭৫.১৪

২০০১-০২	৪৫৮৩.৭৫	৫৯৮৬.০৯	৭৬.৫৭
২০০২-০৩	৪৯১২.০৯	৬৫৪৮.৪৪	৭৫.০১
২০০৩-০৪	৫৬৮৬.০৯	৭৬০২.৯৯	৭৪.৭৯
২০০৪-০৫	৬৪১৭.৬৭	৮৬৫৪.৫২	৭৪.১৫
২০০৫-০৬	৭৯০০.৮	১০৫২৬.১৬	৭৫.০৬
২০০৬-০৭	৯২১১.২৩	১২১৭৭.৮৬	৭৫.৬৪
২০০৭-০৮	১০৬৯৯.৮	১৪১১০.৮	৭৫.৮৩
২০০৮-০৯	১২৩৪৭.৭৭	১৫৫৬৫.১৯	৭৯.৩৩
২০০৯-১০	১২৪৯৬.৭২	১৬২০৪.৬৫	৭৭.১২
২০১০-১১	১৭৯১৪.৪৬	২২৯২৪.৩৮	৭৮.১৫
২০১১-১২	১৯০৮৯.৬৯	২৪২৮৭.৬৬	৭৮.৬
২০১২-১৩	২১৫১৫.৭৩	২৭০১৮.২৬	৭৯.৬৩
Data Source Export Promotion Bureau Compiled by BGMEA			

গার্মেন্টস শিল্পের বর্তমান সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্বব্যাপী যে মন্দার সূচনা হয় তার প্রভাব বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানীপণ্য পোষাক শিল্পের উপর ২য় বারের মত আঘাত হানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্থানে হামলা এবং এতদ্‌ঘটনার প্রেক্ষিতে সারা বিশ্ব যে মন্দার কবলে পড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি তার স্বীকার। TDA (Trade and Development Act- 2000) চুক্তির আওতায় আফ্রিকা, সাব-সাহারা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৭২টি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা লাভ করছে। এর ফলে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক রপ্তানীকারকরা এসব দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারাও কমদামে পন্য আমদানির জন্য ওইসব দেশে তাদের অর্ডার দিতে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সবার আগে এ সুবিধা পাওয়া উচিত ছিল। শুধু স্বল্পোন্নত দেশ নয় শিশুশ্রম মুক্ত তৈরী পোষাক রপ্তানী করে বিশ্বে বাংলাদেশ এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিল, এটাই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ ব্যাপারে যথাসময়ে আবেদন না করার দরুন এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এটা এখন সর্বজন স্বীকৃত। আর এ আইন ও ১১ সেপ্টেম্বর হামলার পর আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে ব্যাপক ধস্ নেমেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতা, তৈরী পোষাক শিল্পের ক্রেতাদের নিরুৎসাহিত করে। দীর্ঘদিন হরতাল, অবরোধ ও চট্রগাম বন্দরে যানজটের কারণে ক্রেতারা তাদের অর্ডার অন্যান্য যায়গায় স্থানান্তরিত করেছে। দেশের এ সকল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাও পোষাক শিল্পের ধ্বংসের আরও একটি কারণ (সাপ্তাহিক প্যারেনারমা; ১৯শে ফেব্রুয়ারী,২০০২)

২০০২ সালের প্রথম দিকে বিশ্বের অর্থনীতিতে একটি মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল। এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। কারণ বাংলাদেশ ঐ সমস্ত দেশে পোষাক রপ্তানী করে যেসব দেশের অর্থনীতি আজ হুমকীর সম্মুখীন। ইউরোপের অনেকাংশে এবং আমেরিকার জনগনের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানী কমে গেছে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলা, যার দরুন যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্ব অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। তারপর পোষাক ক্রেতারা বাংলাদেশে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। শুধু যুদ্ধ নয় বাংলাদেশের কোন কোন গার্মেন্টস গুনগত মান এবং চাহিদা অনুযায়ী পোষাক রপ্তানী করতে পারেনি এমন অভিযোগও আছে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সময়মত অর্ডার সরবাহ করতে না পারার সমস্যা। তৈরী পোষাক খাতে পশ্চাদ্‌সংযোগ শিল্প গড়তে সরকারের দেওয়া নগদ সহায়তার টাকা এক বছরেরও বেশী সময় ধরে সরকারের কাছেই আটকে আছে। শিল্প মালিকরা অনশন ও সমাবেশ করে, দফায় দফায় বৈঠক করে সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ ছাড় দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও এর বাস্তবায়ন হচ্ছে না। শিল্পে মালিক সমিতির হিসাবে বর্তমানে বস্ত্রখাতে নগদ সহায়তার প্রায় ৬০০ কোটি টাকা আটকা পড়েছে। এর বাইরে গত আট মাসে (১৫ই অক্টোবার,২০১২) দু'দফায় সরকার মাত্র ১৯২ কোটি টাকা ব্যাংকগুলোকে বরাদ্দ

দিলেও এ পর্যন্ত অর্ধেক পরিমাণ মাত্র ছাড়া হয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে বলা হয়েছে সরকার পর্যাপ্ত অর্থ দিতে না পারায় এই টাকা ছাড় করা যাচ্ছে না। তবে শিল্প মালিকরা অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংক একের পর এক নতুন সার্কুলার জারি করে এক্ষেত্রে জটিলতা বাড়াচ্ছে (দৈনিক প্রথম আলো;১৫ই অক্টোবর, ২০১২)।

প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পের বর্তমান সমস্যা তুলে ধরা হলো ঃ

১। বাংলাদেশ এখন পোশাকশ্রমিকের □□□□□□ জাহান্নাম! □□□ □□□□□ কোনো প্রাণীকে ক্ষুধা মেটানোর জন্য □□□□ □□□□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□ চেয়ে বেশি। □□□ □□□ □□ □□□□ □□, □□□□□□□ প্রাণবিক। যে □□□ □□□□ □□, সেই □□□□ □□ □□ □□□ □□। □□□-মৃত্যুর ম্যানেজাররা □□ □□□ □□□ নির্বিকার। মৃত্যুর □□□ □□ □□, আহ-উহও দীর্ঘ □□।

32 dead, 100 injured
In first recorded garment factor fire in 1990 in Dhaka.
112 dead, 150 injured
Fire at Tazreen Fashions on Nov. 24, 2012
700 workers dead
In garment factory fires since 2005
1000 killed, 3000 injured
In more than 275 factory incidents since 1990

Credit: Source: Deadly Secret by International Labor Rights Forum.

২ । গার্মেন্ট ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে দাসব্যবসা। এই দাসদের ৮ ▯ ভাগই অল্পবয়সী নারী বিকৃত পরিবেশে কাজ করতে করতে স্বাস্থ্য যায় ভেঙে। এঁদের অনেকেরই বিকলাঙ্গ সন্তান হচ্ছে। চল্লিশের পর এঁদের শরীরে আর কিছুথাকার কথা নয় । এই কথা জানা সত্ত্বেও মার্কিন সরকার আমাদের রপ্তানি করা পোশাককে জিএসপি-সুবিধার বাইরে রেখে অনেক ট্যারিফ আদায় করে । দেশি মালিকদের মুনাফার কয়েক শতাংশ কিংবা । মার্কিন সরকারের ট্যারিফের কিছুঅংশ কমালেই অজস্র শ্রমিকের জীবন বাঁচে । অথচ এরা আর ওরা সবাই ই নির্বিকার। গ্রামীণ নারীরা সব জীবিকার তাগিদে ঢাকায় এসেছেন । ক্ষুদ্রঋণ সহায় হয়নি , সরকারি কর্মসূচির সুবাদেও অভাব যায়নি। এনজিওগুলোর সেবাজালের বড় বড় ফোকর গলে তাঁরা দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে গেছেন। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাও সহস্র বছরের কৃষক বঞ্চনার থই পায়নি । এগুলো শহুরে সুশীলীয় স্লোগান, ভদ্রলোকে বলে ভদ্রলোকে শোনে আর অন্য ভদ্রলোকেরা হাততালি দেয়। গ্রামে তাদের নিজস্ব নাম-পরিচয়-সমাজ ছিল , অভাবের মধ্যেও একধরনের সামাজিকতা ছিল । সব ছেড়ে এরা নাম-পরিচয়হীন উপহাসিত মফিজ হয়ে যায় । মেয়েদের অবশ্য

৬৮

গালভরা নামে বস্ত্রবালিকা ডাকা হয় । যেন শ্রমিক নয়, মানুষ নয়, নাগরিক নয় ; কেবলই বস্ত্র আর বালিকার যৌনায়িত সমাবেশ ।

এঁদের চলাচলের পথে নিত্যদিন পুরুষালি উৎপাত। কারখানার পরিবেশ অসম্মানকর। বস্তিতে একঘরে □□ থেকে □□ জনের জীবন মুরগির খোঁয়াড়ের সমান। অথচ এঁরাই দুভাবে জাতীয় অর্থনীতিকে বলবান রাখেন । প্রথমত, এঁদের শ্রমে বিদেশি ডলারের ঢলে প্রবৃদ্ধি বাড়ে, ধনী আরও ধনী হন, সরকার বুক ফু লায় । দ্বিতীয়ত, গ্রামে টাকা পাঠান বলে গ্রামের অর্থনীতিতেও গতি আসে। বিপরীতে, ধনীদের একটা অংশ গ্রাম-মফস্বল থেকে ঢাকায় এবং ঢাকা থেকে বিদেশে সম্প ও পুঁজি পাচার করে দেশের ক্ষতি করে।

Muhammad Nizam and his six-member family live in a one-room house, even after 10 years of working in garment factories. ***Credit: Bijoyeta Das***

দেশি শিল্প খাতেও এঁদের অবদান বিরাট । দেশি শাড়ি-কাপড়, জামা জুতা, প্রসাধনসামগ্রী আর সস্তা ইলেকট্রনিকস-শিল্পের প্রধান ক্রেতা এঁরা। হাতি যেমন জানে না তার শক্তি কতটা, এঁরাও

৬৯

তেমনি এঁদের সংখ্যাগত শক্তি ও পেশাগত অবদানের পরিমাপ পুরোটা করে উঠতে পারেন না পারলে পার্থিব জাহান্নামে পুড়ে শুধু আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেন না সরকারের কাছে, মালিকশ্রেণীর কাছে জবাবদিহি চাইতেন। ক্ষোভে-রাগে ফুঁসে উঠতেন। প্রতিবাদের জন্য বুকের মধ্যে যতটা বারুদ থাকা প্রয়োজন, শহরের শিকড় ছাড়া অমানবিক পরিবেশে সেই সংস্কৃতি দানা বাঁধতে হয়তো আরও দেরি আছে। তত দিন গার্মেন্ট ব্যবসা নামক গণবিধ্বংসী যন্ত্র এঁদের শুষে পুড়িয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেবে। তাই এঁরা ভাগ্যকে দোষান। এঁরা তবু বিশ্বাস করেন, সরকার তাঁদের মা বাপ। তা সত্যি, তবে আপন নয়, সৎ মা বাপ। সরকারের আসল পক্ষপাত দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ মালিকদের প্রতি।

৩। এই শিল্প বাঁচাতে হলে কিছু দুর্বৃত্ত মালিককে অবহেলা আর নিষ্ঠুরতার শাস্তি দিতে হবে। উদ্যোক্তাদেরও বুঝতে হবে, সোনার হাঁস মেরে ফেললে আখেরে দুর্দিন নামবে। একের পাপ সবে মিলে বইবেন কেন, এই বোধও তাঁদের মধ্যে জাগতে হবে। আজ যদি তাজরীন আর স্মার্ট ফ্যাশনের মালিকদের বিচার করা হয়, তাহলে অন্য দুর্বৃত্তরাও ভয় পাবে। দায়িত্বশীল উদ্যোক্তারাও তখন সচেতন হবেন। শিল্পের স্বার্থেই শ্রমিকের জন্য মানুষের মতো জীবনের ব্যবস্থা করবেন। সবই হতে পারে, যদি সরকার, মানে জীবন-মৃত্যু আর মুনাফার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাষ্ট্র দায়িত্ব নেয়। নইলে লাশ দেখতে দেখতে একদিন নিজেদের লাশকেও মনে হবে সহজ স্বাভাবিক সহনীয়। (ফারুক ওয়াসিফ : সাংবাদিক ও লেখক।

৭০

মোহাম্মদপুরের স্মার্ট এক্সপোর্ট লিমি[illegible] পোশাক [illegible] স্মার্ট এক্সপো[illegible] শ্রমিক ন[illegible] বোন [illegible]। [illegible] সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা ক[illegible] স্বজন। ছবিটি [illegible] মেডিকেল [illegible] জরুরি [illegible] বারান্দা থেকে তোলা [illegible]

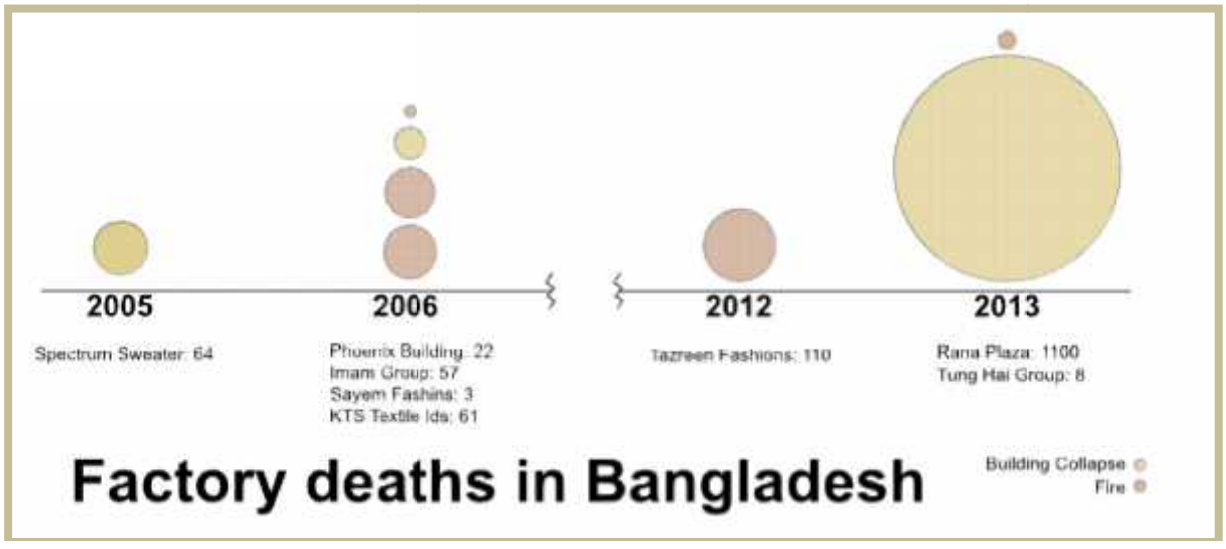

Source : Anders Pedersen June 4, 2013 (Data Expedition story: Why garment retailers need to do more in Bangladesh)

৪ । দুর্ঘটনাকবলিত গার্মেন্টসটির কোনো □□□□□□□□□□ □□□ □□। □ □□□ □□□ গার্মেন্টস □□□, সাম্প্রতিক □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□। □□□ অবশ্যই □□□□□ □□□।

স্মার্ট এক্সপোর্ট লি□□□□ গার্মেন্টসটি রা□□□ □□□□ □□□ □□□□□ চিহ্নিত □□□□□। □□□□□ □□□ □□□□□□□ ফের □□□□□ □□□□, □□□□ □□□□, □□ প্রকাশ □□□ □□□□□। আগুন নেভানোর আবশ্যিক ব্যবস্থাও □□□□ □□□ □□। □□ গার্মেন্টসে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কা□□□ দুর্ঘটনা □□□□□ কারখানাগুলোর □□□ □ □□□□□ □□□ □□□□ পোশাক ক্রেতা □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ গ্রুপগুলোর মধ্যে □□□□□□□□□□□ বিষয়টি □□□□□□□□□□ পোশাক □□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□। কিন্তু অবস্থা □□□ □□ যে □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ অভ্যন্তরীণভাবে শ্রমিকদের আন্দোলনে □□□ □□, দেশের পোশাক □□□□□ সার্বিকভাবে শক্ত ভিত্তির □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ থেকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা □□□□□ যাচ্ছে; □□□□ সর্বাগ্রে তা□□ □□ চেষ্টা দেখতে □□□। □□ □□ □□ অগ্নিকাণ্ড □□□□, □□ □□□□ লোক প্রাণ হারাচ্ছে, সেটা □□□ সুষ্ঠু □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ প্রতীয়মান হচ্ছে। □□□□□□□ □□□□ পোশাক □□□□ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের □□□□□□□ পোশাককর্মীদের □□□□□□ গ্যারান্টি দেওয়া। □□□□ □□□□ □□□ সস্তা □□□ □□□□□।

যে পোশাকশ্রমিকেরা দেশের অর্থনীতিতে বি□□ □□□□□ রেখে □□□□□□, □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ উপযুক্ত ব্যবস্থা কা□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□। □□□□ ভোরে বা □□□□ কর্মস্থলে □□□□□-□□□ □□□□ □□। □□□ সর্বদাই □□□ বিভিন্ন □□□ □□□□ □□□□ □□□□□। □ □□□ অবস্থায় □□□□□□ মানিকগঞ্জে চলন্ত □□□□ পোশাকশ্রমিকের ধর্ষণের □□□□□ □□□□ □□□ উদ্বেগজনক □□□□। □□ □□ মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা □□□□ □□□□□ জন্য □□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ সর্বোচ্চ শক্তি □□□□ □□□□□ □□□□?

গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের সমস্যাবলী

দেশের রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্প সীমাহীন অনিশ্চয়তায় পড়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির দীর্ঘস্থায়ী মন্দা, বাজার সংকুচিত হওয়া, পণ্যের মূল্য কমে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের ভেতরে সরকারের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পেয়ে রপ্তানী আয়ের এই প্রধান খাতটি এখন গভীর সংকটের মুখোমুখি। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই খাতে কর্মসংস্থান হওয়া প্রচুর শ্রমিক বেকার হয়েছে ও হচ্ছে, একই সাথে তা দেশের অর্থনীতির জন্য নতুন বিপদ তৈরী করছে (দৈনিক প্রথম আলো; ১৪ই অক্টোবর, ২০১২)।

বিজিএমইএ-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ৩ লাখ ১০ হাজার ১৫৪ জন শ্রমিক তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছে। এদের মধ্যে আবার ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক। এ হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২ লাখ ৪৮ হাজার নারী শ্রমিক তাদের চাকরী হারিয়েছে। চাকরী হারিয়ে এসব শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত।

সরেজমিনে দেখা গেছে যে, চাকরীচ্যুত এসব গার্মেন্টস কর্মীর বেশিরভাগই গরীব-অসহায়, তাদের থাকার জায়গা নেই, খাদ্যের অভাব। চাকুরীচ্যুত হয়ে তারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরীর সন্ধানে, কিন্তু কোথাও চাকরী নেই। প্রয়োজন মেটাতে এখন অনেক গার্মেন্টস কর্মী দেহ ব্যবসা শুরু করেছে। আবার অনেকে বাড়ি বাড়ি কাজ করছে। চাকরী না থাকার কারণে সামাজিক অপরাধও অনেক বেড়ে গেছে। চুরি, মাদক ব্যবসা, দেহ ব্যবসা ছাড়াও অনেক কর্মীই এখন সমাজবিরোধী কাজকর্ম করছে (সাপ্তাহিক ২০০০, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০২)। গতানুগতিক কিছু সমস্যা বৈষম্য বাংলাদেশের গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের সবসময়ই রয়েছে। আর তাছাড়া অন্যান্য আরও অনেক সমস্যা তাদের রয়েছে। গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তা পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

- <u>স্বল্প মজুরী এবং মজুরীতে লিঙ্গ বৈষম্য</u>

স্বল্প মজুরীর জন্য শ্রমিকরা দারুনভাবে মানসিক যন্ত্রনায় ভোগেন। কারণ দৈনিক ১২ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৭ দিন পরিশ্রম করেও তারা যা উপার্জন করেন তা দিয়ে তাদের ভরণ-পোষণ যথাযথভাবে

করতে পারছেন না। দেখা গেছে স্বল্প মজুরীর কারণে প্রায় ৩৪ শতাংশ অসুস্থ্য নারী শ্রমিক চিকিৎসা গ্রহন করতে পারছেন না (পাল-মজুমদার, ১৯৯৮)। একই কারণে প্রায় অর্ধেক নারী শ্রমিক তাদের খাবারে কোন প্রোটিন গ্রহণ করতে পারেন না। প্রায় ৩৮ শতাংশ নারী এবং পুরুষ শ্রমিক স্বল্প মজুরীকে তাদের চাকুরীতেঅসন্তোষের প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নারী শ্রমিকরা কেবল মজুরীর জন্যই মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন না। মজুরীতে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্যও তাদের মানসিক যন্ত্রণাকে অনেক উস্কে দেয়। মালিকরা উল্লেখ করেছেন নারী পুরুষের মধ্যে এই বিরাট মজুরী পার্থক্য হয়েছে তাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার পার্থক্যের কারণে। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষায় যথাযথ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, এই মজুরী পার্থক্যেও অনেকাংশের জন্য দায়ী মজুরীতে নারী পুরুষ ভিত্তিক বৈসম্য (পাল-মজুমদার এবং জহির, ১৯৯৪; পাল-মজুমদার, এবং বেগম, ১৯৯৯)। এটা সত্যি যে, এই স্বল্প মজুরী দিয়ে কর্মজীবিরা বিশেষ করে মহিলা কর্মজীবিরা অ-কর্মজীবি মহিলাদের চাইতে বেশী খেতে এবং পরতে পারছেন, কিন্তু এই স্বল্প মজুরী দিয়ে কিছুতেই তারা তাদের কর্মের জন্য হৃত কর্মশক্তি ফিরিয়ে আনতে পাছেন না। একই কারণে কর্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি (বাসস্থান, চিকিৎসা) ক্রয় করতে পাছেন না। স্বল্প মজুরীর কারণে অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা চাকুরী ছেড়ে দিতেও বাধ্য হন। (পাল-মজুমদার,২০০১)।

- মজুরী প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা

কেবল স্বল্প মজুরী এবং মজুরীতে লিঙ্গ বৈষম্যই নয়, মজুরী প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তাও পোষাক শ্রমিকের আরও একটা বড় সমস্যা। নিয়মিতভাবে বেতন না পাওয়ার কারণে ৪ শতাংশ

নারী শ্রমিক তাদের চাকুরী নিয়ে অসন্তুষ্ট। দেখা গেছে প্রায় ৬৪ শতাংশ কারখানায় মাসের প্রথম সপ্তাহের পর শ্রমিকদেরকে তাদের নিয়মিত মজুরী প্রদান করা হয়। যেখানে শ্রম আইনানুযায়ী মাসের প্রথম সপ্তাহে মজুরী প্রদানের কথা। কোন কোন কারখানায় মাসের তৃতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহেও মজুরী প্রদান করা হয়ে থাকে। আবার কোন কোন কারখানায় মজুরী প্রদানের কোন নির্ধারিত সময়ই নেই। অতিরিক্ত শ্রমের মজুরী প্রাপ্তিতে অনিয়ম আরও বেশী পরিলক্ষিত হয়। দেখা গেছে প্রতিটি

কারখানাতেই এক কিংবা দুই মাসের "অতিরিক্ত শ্রমের মজুরী" আটকে রাখা হয় সিকিউরিটি হিসাবে, যাতে শ্রমিক অন্য কারখানায় কাজ নিয়ে চলে যেতে না পারেন। শ্রমিকরা অন্য কারখানায় চলে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এই টাকা কোনদিনই পাননা। এক কিংবা দুই মাস অন্তর "অতিরিক্ত শ্রমের মজুরী" প্রদানের ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাওনা এবং প্রাপ্তির মধ্যে কিছুটা গড়মিল সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কেননা এই ক্ষেত্রে শ্রমিককে একই সঙ্গে দুই/তিন মাসের অতিরিক্ত শ্রম ঘন্টার হিসাব রাখতে হয়, যা অল্প শিক্ষিত এবং প্রায় অশিক্ষিত শ্রমিকদের পক্ষে কঠিন কাজ (পাল-মজুমদার, ২০০১)।

- দীর্ঘ শ্রমঘন্টা ও ছুটির অভাব

শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিক এক ঘন্টার দুপুরের খাওয়ার সময়সহ কেবল ৮ ঘন্টা শ্রম প্রদান করতে বাধ্য, কিন্ত বাংলাদেশের বহু কর্মক্ষেত্রেই বিশেষভাবে শিল্পক্ষেত্রে এই আইনটির বিস্তর লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে দেখা গেছে যে, যেসব কর্মক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকরা বেশি সংখ্যায় নিয়োজিত সেসব কর্মক্ষেত্রেই শ্রমঘন্টা দীর্ঘ হয়েছে, পোষাক শিল্পে দৈনিক শ্রমঘন্টার ব্যাপ্তি হচ্ছে ১২ ঘন্টা (পাল-মজুমদার, ২০০১)।

শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিক বছরে ১৪ দিন বেতনসহ ছুটি পেতে পারেন এবং নারী শ্রমিকরা ১২ সপ্তাহ প্রসূতি ছুটি পেতে পারেন। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে পোষাক কারখানায় বেতনসহ ছুটির দিনের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। ছুটি চাইলে ছুটির অনুমোদন পাওয়া যায় না। ছুটির অনুমোদন না পেয়ে বহুক্ষেত্রে তারা অনোনুমোদিত ছুটি ভোগ করেন। এর শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে জরিমানা করা হয় বিভিন্ন হারে। এক দিন অনোনুমোদিত ছুটির জন্য তাদের ২ দিনের মজুরী কাটা হয়। কখনো অতিরিক্ত মজুরী কাটা হয়। কখনও বা শাস্তি হিসাবে তাদের মজুরী আটকে রাখা হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য অথবা মজুরী দেওয়া হয় অনেক দেরী করে। কখনও আবার এই অপরাধের জন্য চাকুরী থেকেও বরখাস্ত করা হয় (পাল-মজুমদার, ১৯৯৪)।

অসংখ্য গার্মেন্টস রয়েছে সেখানে সাপ্তাহিক ছুটি, চিকিৎসা ছুটি, বার্ষিক ছুটি, প্রসূতি ছুটি ইত্যাদি কোন ছুটিরই অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আবার লক্ষণীয় ব্যাপার হল, শিল্পক্ষেত্রে যেটুকু ছুটির সুবিধা রয়েছে তার বেশিরভাগটাই ভোগ করেন পুরুষ শ্রমিক (জহির এবং পাল-জুমদার, ১৯৯৬)।

- <u>পদোন্নতিতে সমস্যা ও লিঙ্গ বৈষম্যঃ</u>

নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের পদোন্নতি এবং মজুরী বৃদ্ধির গতি প্রকৃতির মধ্যেও খোঁজ করা যেতে পারে প্রকৃত পক্ষে নারী এবং পুরুষ শ্রমিকরে মধ্যে কোন দক্ষতা পার্থক্য আছে কিনা। যেহেতু দক্ষতার উপর নির্ভর করেই পোষাক শ্রমিকের পাদোন্নতি। পদোন্নতির ব্যাপরে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় পুরুষ শ্রমিকরা নারী শ্রমিকদের তুলনায় একটু বেশী সংখ্যায় পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। দেখা গেছে গত তিন বছরে নারী শ্রমিকদের মধ্যে যেখানে শতকরা ২৫ জনের পদোন্নতি হয়েছে সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের বেলায় এই সংখ্যা শতাকরা ৩০ জন। একাধিকবার পদোন্নতি প্রাপ্তদের সংখ্যা বিচার করলে অবশ্য নারী এবং পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য দেখা যায় (পাল-মজুমদার, ১৯৯৪)।

অন্য এক গবেষণায় দেখা যায় পদোন্নতির যতটুকু সুযোগ রয়েছে তার বেশিরভাগটাই দেওয়া হয় পুরুষ কর্মজীবিকে। বিআইডিএস এর ১৯৯৭ সালের জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় পোষাক শিল্পে উচ্চপদগুলির (সুপারভাইজার, প্রোডাকশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার ইত্যাদি) মাত্র ১৭ শতাংশ মহিলাদের ভাগ্যে জুটেছে। আরও দেখা গেছে যদিও নিম্নস্তরের পদগুলিতে মহিলারাই অধিক সংখ্যায় (৭৫ শতাংশ) নিয়োজিত, তথাপি পুরুষরাই সেই পদগুলি হতে বেশী সংখ্যায় পদোন্নতি পান। পদোন্নতির অভাবও মহিলা শ্রমিকদের দক্ষতাকে দারুন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে পদোন্নতির অভাবের কারণে মহিলা শ্রমিকরা এক কারখানা ছেড়ে অন্য কারখানায় ছুটে যান (পাল-মজুমদার, ১৯৯৮)।

অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় লিঙ্গ বৈষম্যের সব চাইতে প্রকট চেহারটা দেখা যায় কর্মজীবন উন্নত করার জন্য যে যে উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরী সেগুলি প্রদানের ব্যাপারে। পদোন্নতি কর্মজীবন

উন্নত করার একটি অন্যতম উপাদান। দেখা গেছে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের মাত্র ১৮ শতাংশ পদোন্নতি পেয়েছেন সেখানে পুরুষদের মধ্যে পেয়েছেন ২৯ শতাংশ (পাল-মজুমদার এবং চৌধুরী জহির, ১৯৯৩)। মহিলা অধ্যুষিত শিল্পগুলিতে এ ব্যবধান দূর হয়নি। পোষাক শ্রমিকদের উপর জরিপের তথ্য হতে দেখা যায় যে, পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে যেখানে ৩০ শতাংশ পদোন্নতি পেয়েছেন সেখানে মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে পদোন্নতি পেয়েছেন ২৫ শতাংশ। এই পার্থক্য আরো বিস্তৃত হয় যখন পদোন্নতি প্রাপ্ত মহিলা শ্রমিকদের ৫৬ শতাংশের বিপরীতে ৮০ শতাংশ পুরুষ শ্রমিককে একাধিকবার পদোন্নতি পেতে দেখা যায় (পাল-মজুমদার, ১৯৯৯)।

- খাদ্য সমস্যাঃ

স্বল্প বেতনের কারণে পোষাক শ্রমিকরা সকালে যে নাস্তা করেন তার কিয়দাংশ দুপুরের খাবারের জন্য নিয়ে যান। তাতে থাকে সামান্য সব্জি, কিছু ভাত ও মরিচ। আবার এদের অনেকেই বলেছেন যে, গরমের দিনে তারা যে খাবার নিয়ে গার্মেন্টস এ যায় তার অধিকাংশ দুর্গন্ধ হয়ে যায় অথব নষ্ট হয়ে যায়। কারণ তারা খুব ভোরে উঠে রান্না করেন এবং খাওয়ার পর অবশিষ্ট্য অংশ নিয়ে কাজে চলে যান। তারা চাইলেই বাইরের কোন রেষ্টুরেন্টে খাবার গ্রহণ করতে পারেন না। অনেকেই রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করেন যার জন্য সন্ধ্যায় কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তারা মুড়ি বা পুরি এ জাতীয় কিছু খেয়ে নেয়। যা তাদের পরিশ্রমের তুলনায় খুবই অল্প। আবার রমজান মাসে তারা সকলে কিছু কিছু করে চাঁদা দিয়ে ইফতারের আয়োজন করেন। তাছাড়া /স্বল্প মজুরীর কারণে তারা তাদের শরীরের চাহিদা মোতাবেক খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন না। তাদের কায়িক পরিশ্রমের জন্য যতটা ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের দরকার ইচ্ছা থাকলেও ততটা ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার তারা গ্রহণ করতে পারেন না। তাছাড়া অধিকাংশ গার্মেন্টস থেকে শ্রমিকদের জন্য কোন টিফিন বা খাদ্য সরবরাহ করা হয় না, যা থেকে তারা কিছু সাশ্রয় করবেন। (পাল-মজুমদার, ১৯৯৯)।

- স্বাস্থ্য সমস্যাঃ

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারী পুরুষ ভিত্তিক বৈষম্য ও সমস্যা রয়েছে। উভয়ের স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকলেও মহিলাদের স্বাস্থ্য অবস্থা, পুরুষের স্বাস্থ্য অবস্থার চাইতে অনেক বেশী খারাপ। বিআইডিএস কর্তৃক সম্পাদিত এক জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে যেখানে শতাকরা ১০.৫ জন বিভিন্ন রোগের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে মহিলা সদস্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন শতকরা ১১.৭ (M.R. Khan, 1994)। তবে নগদ অর্থ উপার্জনের জন্য শ্রম বাজারে প্রবেশের পরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের এই ফারাকটি আরও বিস্তৃত হয়েছে। এই পার্থক্যটি সবচাইতে বেশী হয়েছে ২০-২৯ বছরের শ্রমিকদের মধ্যে, যারা কিনা মহিলা শ্রমিকদের ৪৬ শতাংশ জুড়ে আছেন (পাল-মজুমদার;চৌধুরী, জহির, ১৯৯৩)। পোষাক শ্রমিকদের রোগ নমুনা এবং রোগ ভোগের প্রবনতা বিচার করলে দেখা যায় পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে মহিলা শ্রমিকরাই বেশী সংখ্যক নানা কঠিন রোগের শিকার হয়েছেন। প্রতিটি রোগ বিচারেই দেখা গেছে মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশী ভোগেন। রোগ ভোগের সংখ্যা দিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় মহিলা শ্রমিকরা পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে বেশী রোগে ভোগে।

- কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব (দুর্ঘটনার ঝুঁকি)

পোষাক শিল্পের বেশিরভাগ নিরাপত্তাহীনতা উত্থিত হয় অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত কারখানা বিল্ডিং হতে। পোষাক কারাখানা বিল্ডিং গুলোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে তৈরী করা হয়নি। তাছাড়া বেশিরভাগ কারখানা বিল্ডিং কারখানা করার

উদ্দেশ্যে তৈরী হয়নি। বিদেশী চাহিদা মেটানোর জন্য নির্মিত বিল্ডিংগুলোই তাড়াহুড়া করে কারখানায় রূপান্তর করা হয়েছে। ফলে পোষাক কারখানাগুলোর ভৌত পরিবেশ শিল্পোৎপাদনের উপযোগী নয়। বহুক্ষেত্রেই অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয়েছে সামন্যই। বেশিরভাগ কারখানাতে একটি সরু সিঁড়ি পথ বহির্গমনের দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই (পাল-মজুমদার, ২০০২) । শ্রম আইন যথাযথভাবে না মানার ফলে বাংলাদেশের শিল্প কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি ব্যাপক। পোষাক কারখানায় প্রতিদিন শ্রমিকরা বেশ কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। পোষাক কারখানায় অগ্নি-

দুর্ঘটনা আজ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বৈদ্যুতিক শট সার্কিট থেকেই এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে। আর এতে প্রাণ দিতে হয় অসহায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের। আবার আহত এবং নিহত শ্রমিকদের মধ্যে ৯০ শতাংশই মহিলা শ্রমিক। আহত শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে আবার পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে আছেন। সুপারভাইজারের অনবরত চাপের জন্যও অনেক সময় শ্রমিকরা কাজে ভুল করে ফেলেন অথবা নানাবিদ ছোট খাট দুর্ঘটনার (আঙ্গুলে সূচ ফোটা, উড়না মেশিনে জড়িয়ে যাওয়া, মেশিনে আঙ্গুল থেঁতলে যাওয়া ইত্যাদি) শিকার হয়ে থাকেন। ("এম এস এস (১৯৯৯-২০০০) " সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

শিল্প স্বাস্থ্যবিদদের মতে, কেউ যদি দিনের পর দিন মানসিক চাপের মধ্যে (কাজ সংক্রান্ত তাড়াহুড়া, তাগাদা দেওয়া) থাকেন তারমধ্যে এক ধরনের বিষন্নতার জন্ম হবে। (Goetsch, 1996) আর এই বিষন্নতা নানাবিধ দুর্ঘটনার জন্ম দিয়ে থাকে।

নিম্নে একটি সারনীতে পোষাক শ্রমিকদের বিভিন্ন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার প্রবণতার তালিকা তুরে ধরা হল ঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে দুর্ঘটনায় সম্মুখীন হওয়া শ্রমিকদের সংখ্যা

বিভিন্ন দুর্ঘটনা	পুরুষ	মহিলা	উভয়ে
আঙ্গুলে সূঁচ ফোঁড়া	৭	৫৪	৬১
শতকরা হার	৩.২	৯.২	৭.৫
আঙ্গুলে পিষ্ট হওয়া	১১	১৪	২৫
শতকরা হার	৫	২.৪	৩.১
সেলাই মেশিনে উড়না পেচিয়ে যাওয়া	-	৯	৯
শতকরা হার		১.৫	১
বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়া	১০	৩২	৪২
শতকরা হার	৪.৭	৫.৪	৫.২
পড়ে যাওয়া/হোঁচট খাওয়া	-	৬	৬

শতকরা হার		১	০.৭
পথে দুর্ঘটনা	৮	২৬	৩৪
শতকরা হার	৩.৬	৪.৪	৪.২
গত মাসে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়নি এমন শ্রমিকের সংখ্যা	১৯	৪৪৯	৬০৯
শতকরা হার	৮৬.৮	৭৬.২	৭৫.৪
মোট শ্রমিক	২১৯	৫৭৯	৮০৮
শতকরা হার	১০০	১০০	১০০

উৎসঃ ১৯৯৭ সালে BIDS কর্তৃক অনুষ্ঠিত পোষাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দুঘটনা উপর জরিপ।

- চাকুরীর অনিশ্চয়তা

পোষাক শ্রমিকদের অন্যতম একটি সমস্যা তাদের চাকুরীর অনিশ্চয়তা। পোষাক শিল্পের চাকুরীগুলো বিশেষ করে যে চাকুরীগুলোতে নারী শ্রমিকরা অধিক সংখ্যায় নিয়োজত সে চাকুরীগুলো একেবারেই অস্থায়ী। এই চাকুরীগুলোতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় যেখান বিদেশের পোশাকের চাহিদা

ঋতুভিত্তিক। তাই পোষাক কারখানাগুলোতে বছরের ১২ মাসেই কাজ থাকে না, যখন কাজ থাকেনা অথবা অল্প কাজ থাকে তখন শ্রমিক ছাটাই করা হয়। অনেক শ্রমিককে বছরের ২/৩ মাস বসে থাকতে হয়। তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু অপ্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় সেহেতু চাকুরীর অবস্থা ও শর্ত সম্বলিত কোন নিয়োগপত্রও শ্রমিককে দেওয়া হয়না। ফলে শ্রমিক জানেনই না তার চাকুরীর শর্ত কি? কতদিন তিনি চাকুরী করতে পারবেন? ইত্যাদি। তাছাড়া অসুস্থ্যতার কারণে কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য অথবা কোন কারণে কর্মক্ষেত্রে দেরী করে পৌঁছানোর জন্য পোষাক মালিকগণ অহরহই শ্রমিক ছাঁটাই করেন। চাকুরীর এই অবস্থা পোষাক শ্রমিককে সব সময় একটা মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। চাকুরী চলে যাওয়ার ভয়ে পোষাক শ্রমিকরা সব সময়েই উদ্বিগ্ন থাকেন এবং মানসিক স্বস্থি হারিয়ে ফেলেন (পাল-মজুমদার, ২০০০)।

শ্রম আইন অনুযায়ী একজন শ্রমিক এক বছর চাকুরী করলেই স্থায়ী পদ পাওার দাবী রাখেন এবং সেই সঙ্গে চাকুরীর অন্যান্য সুযোগ- সুবিধাদি যেমন বেতনসহ ছুটি, বেতন বৃদ্ধি, বোনাস ইত্যাদি দাবী করতে পারেন। কিন্তু পোষাক কারখানাতে এক বছরের বেশী কাজ করলেও শ্রমিকদের চাকুরীর প্রকৃতি থাকে অস্থায়ী এবং যেকোন সময় বিনা নোটিশে মালিক তাদেরকে বরখাস্ত করতে পারেন এবং বরখাস্ত করলেও তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারে না। যেহেতু চাকুরীর কোন নথিপত্র তাদের থাকে না (পাল-মজুমদার-১৯৯৪)

চাকুরীর অনিশ্চয়তা শ্রমিকের দক্ষতাকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। কেননা চাকুরী অনিশ্চিত হওয়ার কারণে তাদের কর্মের প্রতি কোন নিষ্ঠা থাকে না। ভবিষ্যতে উন্নতির কোন সম্ভাবনা না থাকায় তারা কোনরূপ দক্ষতা অর্জনে উদ্যোগী হন না। দেখা গেছে পোষাক শিল্পে নিয়োজিত মহিলারা তাদের কাজের প্রতি তেমন কোন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। অথচ কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা দক্ষতা অর্জনের জন্য অতীব জরুরী। বেশিরভাগ মহিলা পোষাক শ্রমিক উল্লেখ করেছেন তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবেন যাতে ভবিষ্যতে পদোন্নতি পান (পাল-মজমুদার, ২০০১)

- <u>সহকর্মীর খারাপ ব্যবহার</u>

পোষাক শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা তাদের সহকর্মীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহকর্মীদের মাধ্যমেই তারা পোষাক কারখানায় কাজ গ্রহণ করেছেন। পরিবার পরিজন ছেড়ে শহরে এসে তার সহকর্মীদেরই আত্মীয় এবং বন্ধু হিসাবে গ্রহন করেন। অথচ বহুক্ষেত্রে সহকর্মীরাই তাদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আসলে কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার অনেকটাই নির্ভর করে কারখানার মধ্যে তার স্বজন বেষ্টনীর (Social Netowork) উপর। দেখা গেছে শক্ত স্বজন বেষ্টনী পাওয়ার আশায় নারী শ্রমিকরা ঐ সমস্ত কারখানাতেই চাকুরী করতে পছন্দ করেন, যেখানে বেশী সংখ্যায় রয়েছে তার আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব। বিআইডিএস এর সমীক্ষাগুলোর ফলাফল থেকে দেখা যায় শতকরা প্রায় অর্ধেক নারী শ্রমিকই চাকুরী নিয়েছেন ঐ

সমস্ত কারখানায় যেখানে আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব বর্তমানে কাজ করেছেন (পাল-মজুমদার, ২০০০)।

- কারখানা কর্তৃপক্ষের খারাপ ব্যবহার

কারখানা কর্তৃপক্ষের ভাল ব্যবহার পোষাক শ্রমিকদের চাকুরী সন্তোষের একটি প্রধান কারণ। অথচ পোষাক শিল্পে অনেক ক্ষেত্রেই এই কারণটি অবর্তমান। একটি গবেষণা হতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩২ শতাংশ নারী পোষাক শ্রমিক তাদের মানসিক হয়রানির জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের খারাপ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের খারপ ব্যবহার এত চরমে উঠে যে, বহুক্ষেত্রে তারা শ্রমিকের উপর শারীরিক অত্যাচার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। প্রায় ৫ শতাংশ নারী শ্রমিক উল্লেখ করেছেন সুপারভাইজাররা তাদেরকে হর-হামেশাই মারধোর করেন। অথচ মাত্র ২ শতাংশ পুরুষ শ্রমিকের উপর সুপারভাইজার শারীরিক অত্যাচার করার প্রয়াশ পেয়েছেন। অবশ্য গত কয়েক বছরে এই উৎস হতে মানসিক হয়রানীর ব্যাপ্তি অনেক কমে গেছে। তবে নারী শ্রমিকের উপর মৌখিক অত্যাচারে (Verbal Abuse) ব্যাপ্তিও ব্যাপক। সুপারভাইজার হরহামেশাই অপারেটর এবং হেল্পার শ্রেনীর শ্রমিকের উপর অকথ্য গালমন্দ করেন। তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুপারভাইজারের অনবরত চাপও পোষাক শ্রমিকদের সমস্যার আর একটি উৎস (পাল-মজুমদার, ২০০০)।কারখানা কর্তৃপক্ষের ভাল ব্যবহার নারী পোষাক শ্রমিকদের চালিয়ে নেয়ার জন্য এতই জরুরী যে এজন্য তারা কম মজুরী নিতেও প্রস্তুত থাকেন। দেখা গেছে শতকরা ১৭ জন নারী শ্রমিক, যারা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের কারণে চাকুরী ছেড়েছেন এবং তারা অন্য কারখানায় আগের কারখানায় চাইতে কম মজুরী পেয়েও খুশি আছেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কর্তৃপক্ষের ভাল ব্যবহার (পাল-মজুমদার, ১৯৯৮)। একই সমীক্ষা থেকে আরও দেখা গেছে শতকরা ২১ জন নারী শ্রমিক ন্যূনতম মজুরীর চাইতে কম উপার্জন করেও চাকুরীতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যেহেতু কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ভালো। তাই কর্তৃপক্ষের খারাপ ব্যবহার শ্রমিকদের জন্য একটা যন্ত্রণাদায়ক মানসিক অবস্থা যা অনেক সমস্যারও কারণ (পাল-মজুমদার, ২০০০)।

- বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত শ্রম প্রদান

বাড়তি শ্রম পোষাক কারখানাগুলির প্রায় নিত্ত-নৈমিত্তিক ঘটনা। বাড়তি শ্রমের পরিমান নির্ভর করে কারখানার মোট উৎপাদন পরিমানের উপর, যা আবার নির্ভর করছে আদেশ প্রাপ্তির উপর। যে কারখানা যতবেশী পোষাক তৈরীর আদেশ গ্রহন করে, সে কারখানা ততবেশী অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে। কেননা আদেশটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই তামিল করতে হবে, আর একই শ্রমিক দিয়ে আদেশকৃত পুরো পোষাকগুলো তৈরী করিয়ে নিতে হবে, আর তখনই প্রয়োজন হবে অতিরিক্ত শ্রম প্রদানের (পাল-মজুমদার, ১৯৯৪)।

শ্রমিকদের মতে পোষাক কর্মের সব চাইতে কঠিন শর্তটি হচ্ছে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত শ্রম প্রদান। আর এই শর্ত হতেই উত্থিত হয় পোষাক শ্রমিকের বহু প্রকার সমস্যা। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ ঘন্টা শ্রম প্রদান করতে হয় পোষাক শ্রমিককে। তাছাড়া বেশিরভাগ কারাখানায় ছুটি নেই। তাই পোষাক শ্রমিককে সপ্তাহের ৭ দিনই কাজ করতে হয়। দেখা গেছে শতকরা ২৫ জন নারী পোষাক শ্রমিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগের দিন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ে কাজ করেছেন (পাল-মজুমদার, ১৯৯৮)। পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত শ্রম প্রদানের সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশ। অতিরিক্ত শ্রম শ্রমিকের শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকার স্বাস্থ্যের উপরই বিরূপ প্রভাব ফেলে। দীর্ঘ শ্রমঘন্টা নারী শ্রমিকদের জন্যই মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয় বেশী। ১৯ শতাংশ নারী শ্রমিক দীর্ঘ শ্রমঘন্টাকে তাদের চাকুরী অসন্তোষের মূখ্য বা গৌন কারণ হেসাবে চিহ্নিত করেছেন। এক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৯ শতাংশ। দীর্ঘ শ্রমঘন্টা যে নারী শ্রমিকের ঘুম এবং বিশ্বাস কেড়ে নিয়ে তাদেরকে মানসিক যন্ত্রণা দেয় তা নয় দীর্ঘ শ্রমঘন্টার জন্য নারী শ্রমিকদের বেশী অসন্তুষ্ট হওয়ার পেছনে প্রধান কারণটি হচ্ছে এই দীর্ঘ শ্রম ঘন্টার জন্য তারা স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে গালমন্দ শোনেন। অতিরিক্ত সময় কাজ শেষ করে যে নারী শ্রমিক যতবেশী রাত করে বাড়ী ফিরেছেন, তত বেশী তার পরিবারের লোকজন তার প্রতি বিরূপ আচরণ করেছেন।

তাছাড়া যাদের ছোট সন্তান আছে তারা অতিরিক্ত শ্রমের কারনে সন্তানের যত্ন নিতে পারছেন না বলেও মনের কষ্টে ভোগেন (পাল মজুমদার; জহির, ১৯৯৬)।

- উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের সীমিত শ্রমের উপর অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করণ

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা হতে পোষাক শিল্প মালিকগনের ধারণা হয়েছে অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার জন্য শ্রমিকেরা কাজে খুব ফাঁকি দেয়। তাই ইদানিং বহু কারখানাতেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উৎপাদনের একটি লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে দেওয়া হয়। ঐ লক্ষ্যমাত্রার উপরে যে যত উৎপাদন করবেন সে তত অতিরিক্ত মজুরী পাবেন। কিন্ত এত উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয় যে শ্রমিকেরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা যাদের শিক্ষা এবং দক্ষতা তাদের পুরুষ সহকর্মীর চাইতে কম, তারা কোন মতেই তাদের স্বাভাবিক ৮ ঘন্টা কাজের সময়ের মধ্যে সেই লক্ষ্যমাত্রায় উৎপাদন সম্পন্ন করতে পারে না। প্রায় অর্ধেক নারী শ্রমিকই উল্লেখ করেছেন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা তাদের জন্য অত্যন্ত সাধ্যাতীত (Paul-Majumder, 1998) । তারা ১০ ঘন্টা সময়ের কমে কিছুতেই লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন সম্পন্ন করতে পারেন না। তারা দু'ঘন্টা অতিরিক্ত শ্রম করেছেন। অথচ এই অতিরিক্ত শ্রমের জন্য কোন মজুরী পাচ্ছেন না। অনেক সময়ে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে শ্রমিকগন কাজে ভুল করে থাকেন, ফলে কাজ আরও ধীরগতিতে সম্পাদিত হয়। তার উপর ভুল করার জন্য সুপারভাইজারের গালমন্দ শুনতে হয়, অথবা শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়। বড় সর্বনাশ হয় তখনই, যখন তাদের ভুলের জন্য চাকুরী হতে বরখাস্ত হতে হয় (পাল-মজুমদার, ২০০০)।

- বৈচিত্রহীন কাজের প্রকৃতি

পোষাক তৈরীর কাজ বিশেষ করে যে কাজগুলোতে শ্রমিকরা নিয়োজতি আছে সেই কাজগুলো অত্যন্ত বৈচিত্রহীন। সমন্বয়ধর্মী একটি পোষাক তৈরী করতে ২০-৩০ জন শ্রমিকের কাজের সমন্বয় করতে হয়। একই লাইনে বসে এই কাজ বারংবার করতে হয়। এ ধরণের কাজে শ্রমিকগণ কোন আনন্দ পান না। যেহেতু পুরো পোষাকটির তৈরী সম্পন্ন করার যে আনন্দ তা পাওয়ার সম্ভাবনা এখানে নেই। তাছাড়া কাজ পছন্দ করার ব্যাপারেও শ্রমিকের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। গড়ে মাত্র ৪৫

মিনিটের দুপুরের খাবারের বিরতি নিয়ে এক নাগাড়ে ১২ ঘন্টা একই ধরনের একঘেয়ে কাজ করে করে পোষাক শ্রমিকরা অল্প দিনের মধ্যে কাজ করতে বিরক্ত বোধ করতে আরম্ভ করেন। অবশেষে দারুন অবসাদগ্রস্থতায় ভুগতে শুরু করেন। (পাল-মজুমদার, ২০০০)।

- সমাজ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতিকূল ব্যবহার

তরুণী পোষাক শ্রমিকরা অধিকরাত অব্দি কারখানায় কাজ করেন বলে "খারাপ মেয়ে" -এই ধারণাটি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যদিও সময়ের অতিক্রমনে এই ধারণার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সমাজে বিদ্যমান এই ধারণাটি নারী পোষাক শ্রমিককে দারুন মানসিক যন্ত্রনা দেয়। বিআইডিএস-এর জরিপটির ফলাফল হতে দেখা গেছে প্রায় ৩৫ শতাংশ নারী পোষাক শ্রমিক এই জন্য নিজের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। ১২ শতাংশ অবিবাহিত নারী শ্রমিক মনে করেন তাদের এই দূর্নামের জন্য তাদের বিয়ের সম্ভাবনা একেবারে কমে গেছে। পাঁচ শতাংশ উল্লেখ করেছেন তারা বর্তমানে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই দূর্নামের জন্য কোন ছেলে তাদের বিয়ে করতে চাইছেন না। আরও ৯ শতাংশ উল্লেখ করেছেন তাদের পরিচিত ছেলেরা কেউ তোদেরকে স্ত্রী হিসাবে পছন্দ করেন না। এ সমস্ত কারণে অবিবাহিত নারী পোষাক শ্রমিকদের সমস্যার যন্ত্রণা মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তখন তারা আত্মহত্যা করেন। বিআইডিএস-এর জরিপটির আওতায় কেস স্টাডি করার সময় এমন একটি ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যদিও পুরুষদের বেলায় এমনটি খুব কম হয়। সমাজ এখনও পোষাক কারখানার কাজকে সম্মানের চোখে দেখতে পারছেনা। তাই মেয়েরা পোষাক কারখানায় কাজ নিতে চাইলেই পরিবারের তীব্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। জরিপটির ফলাফল হতে দেখা যায় প্রায় ৩৭ শতাংশ নারী শ্রমিক পরিবারের বিরোধিতার মুখে পোষাক কারখানায় চাকুরি গ্রহণ করেছেন। তাদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। পোষাক কারখানায় কাজ নেওয়ার ফলে ৬ শতাংশ বিবাহিত মহিলার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। সমাজে এবং পরিবারের বিরোধীতা তাদের বহুবিধ সমস্যার একটি বড় কারণ (পাল-মজুমদার, ২০০০)।

- পোষাক তৈরীর কাজ ও গৃহস্থালী কাজের দ্বৈত বোঝা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পোষাক শ্রমিকরা গড়ে দৈনিক প্রায় ১২ ঘন্টা কারখানায় কাজ করেন। পুরুষ আর নারী শ্রমিকের দৈনিক শ্রমঘন্টার ব্যাপ্তি প্রায় একই সমান। তবে পুরুষদেরকে ঘরে এসে দ্বিতীয় দফা কাজে নিযুক্ত হতে হয় না, যেমনটি হতে হয় তার সহকর্মী নারী শ্রমিককে। একটি সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে একজন নারী পোষাক শ্রমিক ঘরে এসে গৃহস্থালী কাজে গড়ে দৈনিক প্রায় তিন ঘন্টা সময় ব্যয় করেন যখন তার সহকর্মী পুরুষ শ্রমিক একই কাজে ব্যয় করেন মাত্র প্রায় ১ ঘন্টা (Paul-Majumder and Zohir, 1994) । এই দ্বৈত বোঝার চাপের কারণেই নারী পোষাক শ্রমিকরা ঘুম এবং বিশ্রাম হতে বঞ্চিত হন। যে নারী শ্রমিকদের ছোট সন্তান আছে তাদের উপর দীর্ঘ সময় পোষাক তৈরীর কাজ অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি করে। ঘরে ফেলে আসা ছোট সন্তানের জন্য তারা দুশ্চিন্তগ্রস্থ থাকেন। দেখা গেছে ৩১ শতাংশ বিবাহিত নারী শ্রমিক কারখানায় কাজের সময়ে ছোট সন্তানের চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকনে (পাল-মজুমদার, ১৯৯৮)।

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যর সারণী তালিকা

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্য	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
বয়স ভিত্তিক শ্রেনী ভাগ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১	৯০
শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২	৯২
ধর্মসংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৩	৯৪
বৈবাহিক অবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৪	৯৫
মাসিক আয় সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৫	৯৬
পরিবারের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৬	৯৭
স্বামী/ অভিভাককের পেশার ধরনের সংক্রান্ত তথ্য	৭	৯৮
বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৮	১০০
বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৯	১০২

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্যর লেখচিত্রের তালিকা

উত্তরদাতার জনমিতিক ও পারিবারিক তথ্য	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
বয়স ভিত্তিক শ্রেনী ভাগ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১	৯১
শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২	৯৩
স্বামী/ অভিভাককের পেশার ধরনের সংক্রান্ত তথ্য	৩	৯৯
বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৪	১০১
বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	৫	১০৩

বয়স ভিত্তিক শ্রেনী ভাগ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস সারণী ১

বয়স ভিত্তিক শ্রেনী ভাগ	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শতকরা হার
১৫ - ১৯	১৫	১৫	৩০	২৮.৮৫
২০ - ২৪	১০	১৩	২৩	২২.১২
২৫ - ২৯	৫	৮	১৩	১২.৫০
৩০ - ৩৪	৮	৭	১৫	১৪.৪২
৩৫ - ৩৯	৭	৫	১২	১১.৫৪
৪০ - ৪৪	৪	২	৬	৫.৭৭
৪৫ - ৪৯	৩	২	৫	৪.৮১
	৫২	৫২	১০৪	১০০
গড় বয়স				**২৬.৭১**

সারনী -১ ঃ

বয়স সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, সার্বোচ্চ ২৮.৮৫% শ্রমিকের বয়স ১৫-১৯ বছরের মধ্যে। এবং ২২.১২% শ্রমিকের বয়স ২০-২৪ বছরের মধ্যে সারনী বিশ্লেষনে আরো দেখা যাচ্ছে যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও কমতে থাকে, এবং ১৫-২৪ বছরের নারী শ্রমিকরাই গার্মেন্টস শিল্পের কজে বেশি নিয়োজিত থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গবেষনা এলাকার অনেক শ্রমিককে তাদের বর্নিত বয়সের চেয়ে অনেক ছোট বলে মনে হয়েছে কারন বিশ্লেষনে জানা গেছে যে অনেক শ্রমিক জীবনের তাগিদে তাদের প্রকৃত বয়স লুকিয়ে কাজে যোগদান করেছে কেননা ১০-১৪ বছর বয়সকে শিশু হিসাবে গন্য করা হয় এবং শিশুশ্রম একটি দন্ডনীয় অপরাধ্।উত্তরদাতা শ্রমিকদের সম্মিলিত গড় বয়স ২৬.৭১ বছর।

বয়স সংক্রান্ত সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১

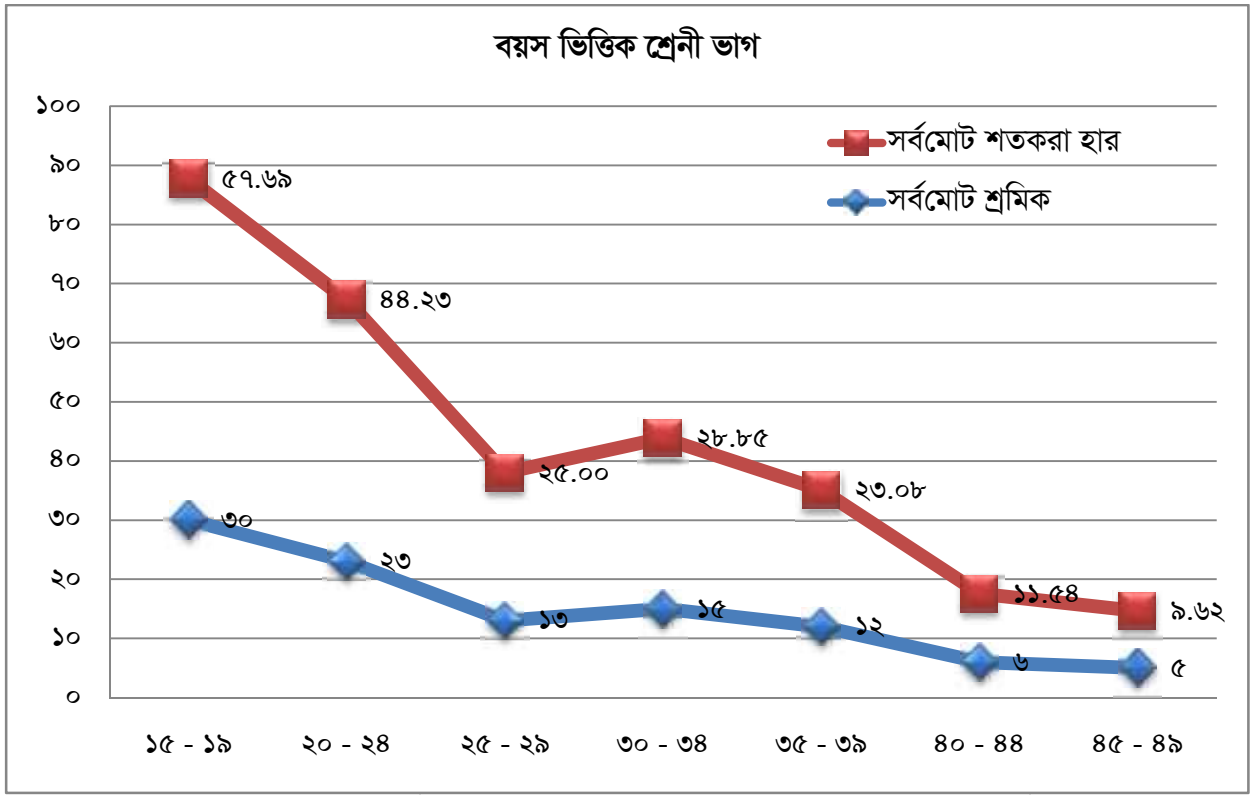

লেখচিত্র -১ ঃ

বয়স সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, সার্বোচ্চ ২৮.৮৫% শ্রমিকের বয়স ১৫-১৯ বছরের মধ্যে। এবং ২২.১২% শ্রমিকের বয়স ২০-২৪ বছরের মধ্যে সারনী বিশ্লেষনে আরো দেখা যাচ্ছে যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও কমতে থাকে, এবং ১৫-২৪ বছরের নারী শ্রমিকরাই গার্মেন্টস শিল্পের কজে বেশি নিয়োজিত থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গবেষনা এলাকার অনেক শ্রমিককে তাদের বর্নিত বয়সের চেয়ে অনেক ছোট বলে মনে হয়েছে কারন বিশ্লেষনে জানা গেছে যে অনেক শ্রমিক জীবনের তাগিদে তাদের প্রকৃত বয়স লুকিয়ে কাজে যোগদান করেছে কেননা ১০-১৪ বছর বয়সকে শিশু হিসাবে গন্য করা হয় এবং শিশুশ্রম একটি দন্ডনীয় অপরাধ্।উত্তরদাতা শ্রমিকদের সম্মিলিত গড় বয়স ২৬.৭১ বছর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
অশিক্ষিত	০	২	২	১.৯২
স্বাক্ষর জ্ঞান	২২	৩০	৫২	৫০.০০
প্রাথমিক	২৮	১৫	৪৩	৪১.৩৫
মাধ্যমিক	২	৩	৫	৪.৮১
উচ্চ মাধ্যমিক	০	২	২	১.৯২
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী -২ ঃ

উল্লেখিত সারনী বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যাক অর্থাৎ ৫০.০০% শ্রমিক স্বাক্ষর করতে পারে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে নিরক্ষরতার হার ১.৯২% । প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা ৪২.৩৫%। মাধ্যমিক পাসের ক্ষেত্রে দুটি কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ৪.৮২%। উচ্চ মাধ্যমিক পাস শ্রমিকের সংখ্যা ১.৯২%। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য হতে লক্ষ্যনীয় যে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার বেশি না হলেও নিরক্ষর শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। স্বাক্ষর করতে পারা ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি তাই বলা যায় গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা কোন মুখ্য বিষয় নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	২

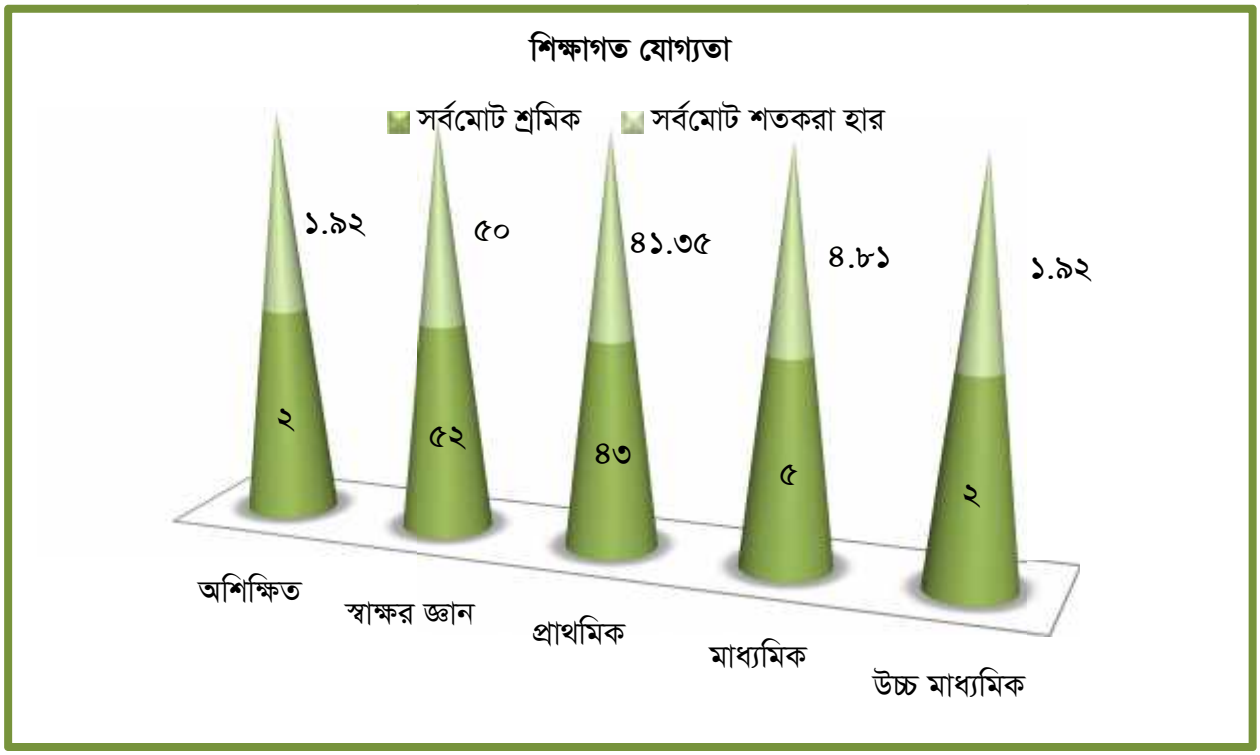

লেখচিত্র -২ ঃ

উল্লেখিত লেখচিত্র বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যাক অর্থাৎ ৫০.০০% শ্রমিক স্বাক্ষর করতে পারে । এখানে লক্ষ্যনীয় যে নিরক্ষরতার হার ১.৯২% । প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা ৪২.৩৫% মাধ্যমিক পাসের ক্ষেত্রে দুটি কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা ৪.৮২% । উচ্চ মাধ্যমিক পাস শ্রমিকের সংখ্যা ১.৯২% । সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য হতে লক্ষ্যনীয় যে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার বেশি না হলেও নিরক্ষর শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম। স্বাক্ষর করতে পারা ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশি তাই বলা যায় গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা কোন মুখ্য বিষয় নয়।

ধর্মসংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস **সারণী ৩**

ধর্মের নাম	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্য	গনসংখ্য	গনসংখ্যা	শতকরা
ইসলাম	৪৯	৫১	১০০	৯৬.১৫
হিন্দু	২	১	৩	২.৮৮
অন্যান্য	১	০	১	০.৯৬
মোট	৫২	৫২	১০৪	১০০

অন্যান্য - উপজাতি।

সারনী -৩ ঃ

উল্লেখিত সারনীর বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের লোকজনই বেশি। সেই হিসাবে ১০৪ জনের মধ্যে ১০০ জনেরই ধর্ম ইসরাম যার হার ৯৬.১৫%। হিন্দু ধর্মাবলম্বী (২.৮৮%) এবং ১জন উপজাতি মহিলা পাওয়া গিয়াছে। বিশ্লেষণের শেষে বলা যাচ্ছে যে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে গার্মেন্টস মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের শ্রমিকদের আধিক্যই বেশি।

বৈবাহিক অবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস **সারণী ৪**

বৈবাহিক অবস্থা	ফ্লেক্সেন গ্রেস		কালার বো		সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	শতকরা হার	গনসংখ্যা	শতকরা হার	শ্রমিক	শতকরা হার
অবিবাহিত	২১	৪০.৩৮	২৫	৪৮.০৮	৪৬	৪৪.২৩
বিবাহিত	১৭	৩২.৬৯	২০	৩৮.৪৬	৩৭	৩৫.৫৮
তালাক প্রাপ্তা	৭	১৩.৪৬	৫	৯.৬২	১২	১১.৫৪
স্বামী পরিতাক্ত	৭	১৩.৪৬	২	৩.৮৫	৯	৮.৬৫
	৫২	১০০	৫২	১০০	১০৪	১০০

সারনী-৪ ঃ

উত্তরদাতা শ্রমিকের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৪৪.২৩% শ্রমিক অবিবাহিত। এবং বিবাহিত শ্রমিক ৩৫.৫৮%। তালাক প্রাপ্তা ১১.৫৪% ও স্বামী পরিত্যাক্তা ৮.৬৫%। সারনী বিশ্লেষনে বলা যায়, বাংলাদেশে বিয়ের পর বাচ্চা লালন-পালনে সমস্যা ও কম বয়সি শ্রমিকদের স্বল্প বেতনে নিয়োগ দেয়া (মালিক পক্ষের) সহজ বলে গার্মেন্টস শিল্পে অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি।

মাসিক আয় সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস সারণী ৫

মাসিক আয়		ফ্লেক্সেন গ্রেস		কালার বো		সর্বমোট	
		গনসংখ্যা	শতকরা হার	গনসংখ্যা	শতকরা হার	শ্রমিক	শতকরা হার
২৫০১	৩০০০	০	০.০০	৫২	১০০.০০	৫২	৫০.০০
৩০০১	৩৫০০	২২	৪২.৩১	০	০.০০	২২	২১.১৫
৩৫০১	৪০০০	১৮	৩৪.৬২	০	০.০০	১৮	১৭.৩১
৪০০১	৪৫০১	১০	১৯.২৩	০	০.০০	১০	৯.৬২
৪৫০১	৫০০০	২	৩.৮৫	০	০.০০	২	১.৯২
		৫২	১০০	৫২	১০০	১০৪	১০০

সারনী -৫ ঃ

উল্লেখিত সারনী বিশ্লেষনে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫০.০০% শ্রমিকের মাসিক মজুরী সর্বনিম্ন ২৫০০-৩০০০ টাকার মধ্যে। অন্যদিকে উচ্চ মজুরীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৪৫০১-৫০০০ টাকার মধ্যে মজুরী পায় মাত্র ২জন নারী শ্রমিক। সুতরাং প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, স্বল্প মজুরীর কাজে নারী শ্রমিকরা অধিকমাত্রায় নিয়োজিত।

পরিবারের ধরন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস **সারণী ৬**

পরিবারের ধরন	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
একক পরিবার	১৪	২০	৩৪	৩২.৬৯
যৌথ পরিবার	৩০	২৮	৫৮	৫৫.৭৭
অনাথ	০	২	২	১.৯২
পেয়িং গেস্ট	৮	২	১০	৯.৬২
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-৬ ঃ

পরিবারের ধরন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষেনে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৫.৭৭% শ্রমিক যৌথ পরিবারে থাকে। সর্বনিম্ন অনাথ ১.৯২% এবং পেয়িংগেষ্ট ৯.৬২%। সারনী বিশ্লেষনে বলা যায় বাংলাদেশে নারী শ্রমিকরা অল্প বয়সে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয় বলে অবিবাহিত শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। তাই গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকদের পরিবারের ধরনটাও হয় যৌথ পরিবার কেন্দ্রিক।

স্বামী/অভিভাককের পেশা **সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস** **সারণী ৭**

স্বামী/অভিভাককের পেশা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শতকরা
চাকুরী	৩	৯	১২	১১.৫৪
ব্যবসা	৬	৯	১৫	১৪.৪২
রিকশা চালক	১৫	১২	২৭	২৫.৯৬
দিনমজুর	১৭	১৪	৩১	২৯.৮১
অন্যান্য	১১	৮	১৯	১৮.২৭
মোট	৫২	৫২	১০৪	১০০

অন্যান্য- অবসরপ্রাপ্ত, বৃদ্ধ, কৃষিকাজ, কোন কাজই করতে পারেনা, অভিভাবক/ স্বমী নেই, ইত্যাদি।

সারনী-৭ ঃ

উত্তরদাতা শ্রমিকদের অভিভাবক/ স্বামী পেশা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বাধিক ২৯.৮১% রয়েছে দিন মজুর তালিকায় এর কারণ হল ঢাকা শহর কেন্দ্রিক গার্মেন্টস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে দিন মজুরের পরেই রিকশা চালক রয়েছে ২৫.৯৬% ও ব্যবসা ১৪.৪২%। অন্যদিকে দেখা গেছে তাদের অভিভাবকদের অধিকাংশরই বসবাস গ্রামে যার দরুন গ্রামে তাদের পেশা কৃষি কাজ, বৃদ্ধ, কোন কাজ করতে পারেনা, অবসরপ্রাপ্ত ইত্যাদি, এর হার ১৮.২৭%। চাকুরী সবথেকে কম যার হার ১১.৫৪%। আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে বেশীরভাগ শ্রমিকদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই ঢাকা শহরে অস্থায়ি পেশার সাথে জড়িত ।

স্বামী/অভিভাককের পেশা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	৩

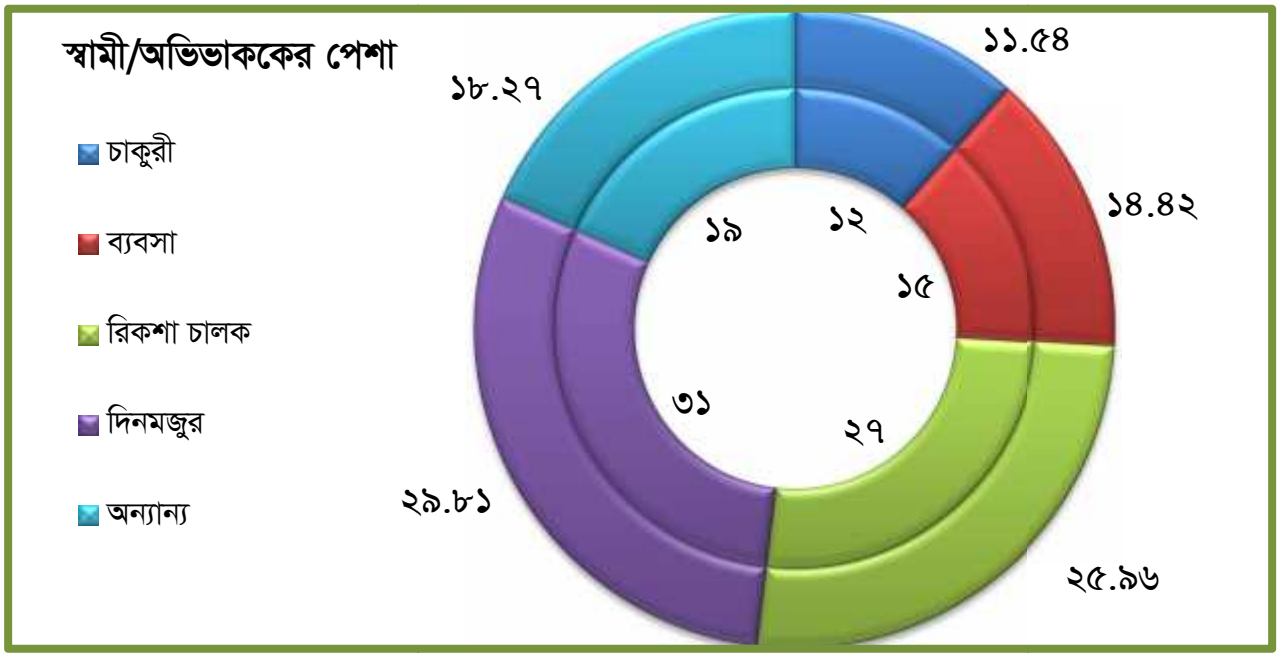

অন্যান্য- অবসরপ্রাপ্ত, বৃদ্ধ, কৃষিকাজ, কোন কাজই করতে পারেনা, অভিভাবক/ স্বামী নেই, ইত্যাদি।

লেখচিত্র-৩ ঃ

উত্তরদাতা শ্রমিকদের অভিভাবক/ স্বমীর পেশা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সর্বাধিক ২৯.৮১% রয়েছে দিন মজুর তালিকায় এর কারণ হল ঢাকা শহর কেন্দ্রিক গার্মেন্টস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে দিন মজুরের পরেই রিকশা চালক রয়েছে ২৫.৯৬% ও ব্যবসা ১৪.৪২%। অন্যদিকে দেখা গেছে তাদের অভিভাবকদের অধিকাংশরই বসবাস গ্রামে যার দরুন গ্রামে তাদের পেশা কৃষি কাজ, বৃদ্ধ, কোন কাজ করতে পারেনা, অবসরপ্রাপ্ত ইত্যাদি, এর হার ১৮.২৭। চাকুরী সবথেকে কম যার হার ১১.৫৪%। আলোচিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে বেশীরভাগ শ্রমিকদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই ঢাকা শহরে অস্থায়ি পেশার সাথে জড়িত ।

বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৮

বাসস্থানের ধরন	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শতকরা
টিনসেড	৯	৭	১৬	১৫.৩৮
টিনের ঘর	২৯	৩৫	৬৪	৬১.৫৪
পাকা ঘর	৪	২	৬	৫.৭৭
অন্যান্য	১০	৮	১৮	১৭.৩১
মোট	৫২	৫২	১০৪	১০০

অন্যান্য - বেড়ার ঘর।

সারণী - ৮

উত্তরদাতা শ্রমিকদের বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬১.৫৪% শ্রমিকই টিনের ঘরে বসবাস করে। পাকা ঘরে বসবাস করে ৫.৭৭%। আবার টিনসেডের বাড়িতে বসবাসের হারও একেবারেই কম নয় (১৫.৩৮%) । তবে এখানে লক্ষণীয় যে কাঁচা বা আধাঁ পাকা ঘরে বসবাসকারী কোন উত্তর দাতা পাওয়া যায়নি। তার কারণ উত্তরদাতারা যেহেতু সবাই ঢাকা শহরে বসবাস করেন এবং গার্মেন্টস এলাকার কাছাকাছি থাকেন যাতে সময়মত গার্মেন্টসে পৌঁছাতে পারেন যার জন্য এধরনের বাসগৃহে বসবাসকারী শ্রমিক পাওযা যায়নি। তবে সারণীটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, স্বল্প মজুরি ও দুর্বল আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে টিনের ঘরে বসবাসকারী উত্তরদাতা বেশী পাওয়া গিয়াছে।

বাসস্থানের ধরন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	৪

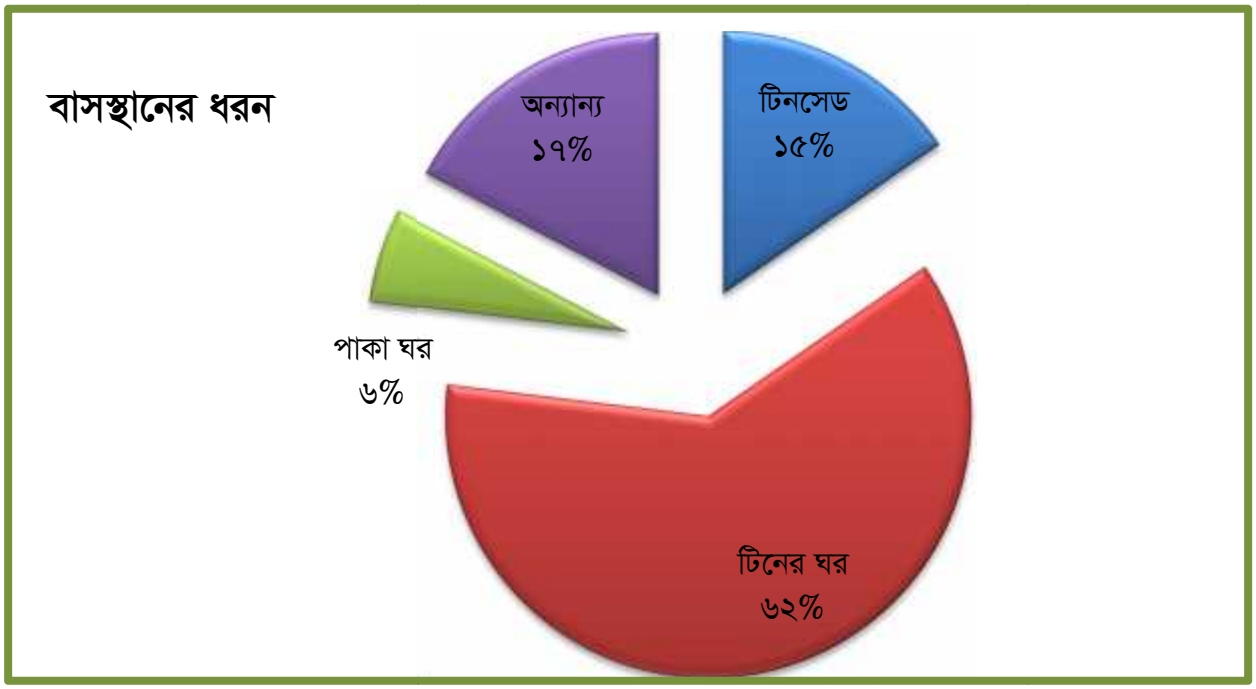

অন্যান্য - বেড়ার ঘর।

লেখচিত্র-৪ ঃ

উত্তরদাতা শ্রমিকদের বাসস্থানের ধরন সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬১.৫৪% শ্রমিকই টিনের ঘরে বসবাস করে। পাকা ঘরে বসবাস করে ৫.৭৭। আবার টিনসেডের বাড়িতে বসবাসের হারও একেবারেই কম নয় (১৭.৩১%) । তবে এখানে লক্ষণীয় যে কাঁচা বা আধাঁ পাকা ঘরে বসবাসকারী কোন উত্তর দাতা পাওয়া যায়নি। তার কারণ উত্তরদাতারা যেহেতু সবাই ঢাকা শহরে বসবাস করেন এবং গার্মেন্টস এলাকার কাছাকাছি থাকেন যাতে সময়মত গার্মেন্টসে পৌঁছাতে পারেন যার জন্য এধরনের বাসগৃহে বসবাসকারী শ্রমিক পাওযা যায়নি। তবে সারণীটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, স্বল্প মজুরি ও দুর্বল আর্থ সামাজিক অবস্থার কারণে টিনের ঘরে বসবাসকারী উত্তরদাতা বেশী পাওয়া গিয়াছে।

বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৯

বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা	ফ্লেক্সেন গ্রেস		কালার বো		সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	শতকরা	গনসংখ্যা	শতকরা	গনসংখ্যা	শতকরা
গ্যাস	২২	৪২.৩১	১৬	৩০.৭৭	৩৮	৩৬.৫৪
পানি	৪৮	৯২.৩১	৩৫	৬৭.৩১	৮৩	৭৯.৮১
বিদ্যুৎ	৫২	১০০.০০	৫২	১০০.০০	১০৪	১০০.০০
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৫২	১০০.০০	৪৭	৯০.৩৮	৯৯	৯৫.১৯

সারনী-৯ ঃ

উল্লেখিত সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা মহিলা শ্রমিকদের বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ১০০% বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগকরতে পারছেন। গ্যাসের ক্ষেত্রে ৩৬.৫৪ ও পানির ক্ষেত্রে পারছেন ৭৯.৮১%। অন্য দিকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধা ভোগ করছেন ৯৫.১৯%। যেহেতু গবেষণাটি ঢাকা শহর কেন্দ্রিক করা হয়েছে তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সিটি কর্পোরেশনের সুবিধা থাকার কারণে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা গ্রামের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই অনেক ভালো। তবে অধিকাংশ শ্রমিকই টিনসেড, টিনের ঘর এ জাতীর বাসায় বসবাস করলেও আলোচিত সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য খুব কম একথা বলা যায়না।

বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	৫

একাধিক উত্তর সম্ভব ছিল।

লেখচিত্র-৫ ঃ

উল্লেখিত লেখচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা মহিলা শ্রমিকদের বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ১০০% বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগকরতে পারছেন। গ্যাসের ক্ষেত্রে ৩৬.৫৪ ও পানির ক্ষেত্রে পারছেন ৭৯.৮১% । অন্য দিকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সুবিধা ভোগ করছেন ৯৫.১৯% । যেহেতু গবেষণাটি ঢাকা শহর কেন্দ্রিক করা হয়েছে তাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সিটি কর্পোরেশনের সুবিধা থাকার কারণে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা গ্রামের তুলনায় স্বাভাবিক ভাবেই অনেক ভালো। তবে অধিকাংশ শ্রমিকই টিনসেড, টিনের ঘর এ জাতীর বাসায় বসবাস করলেও আলোচিত সুযোগ সুবিধা তাদের জন্য খুব কম একথা বলা যায়না।

উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণী তালিকা

উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্য	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
নিয়োগ পত্র সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১০	১০৭
সময় সূচী সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১১	১০৯
কর্ম বিরতির সময় সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১২	১১০
অতিবিক্ত কাজ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৩	১১১
ছুটি সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৪	১১৩
ঊৎসব ভাতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৫	১১৫
বাৎসরিক পিকনিক সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৬	১১৬
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৭	১১৭
প্রশিক্ষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৮	১১৮
অগ্নী নির্বাপন ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৯	১২০
লোডশেডিং সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২০	১২২
শাস্তি/ জরিমানা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২১	১২৩
শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটি	২২	১২৫
শ্রমিকের অভিযোগ	২৩	১২৭
শ্রম আইন সর্ম্পকে সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৪	১২৯

উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা		
উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশের তথ্য	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
নিয়োগ পত্র সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৬	১০৮
অতিবিক্ত কাজ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৭	১১২
ছুটি সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৮	১১৪
প্রশিক্ষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৯	১১৯
অগ্নী নির্বাপন ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১০	১২১
শাস্তি/ জরিমানা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১১	১২৪
শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটি	১২	১২৬
শ্রমিকের অভিযোগ	১৩	১২৮
শ্রম আইন সর্ম্পকে সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৪	১৩০

নিয়োগ পত্র সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১০

নিয়োগ পত্র	গনসংখ্যা		সর্বমোট	
	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	গনসংখ্যা	শতকরা হার
নিয়োগ পত্র পেয়েছ	৪০	৩০	৭০	৬৭.৩১
নিয়োগ পত্র পায় নি	১২	২২	৩৪	৩২.৬৯
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারণী - ১০ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উভয় গার্মেন্টস শিল্পের ৬৭.৩১ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পেয়েছে। উভয় গার্মেন্টসে শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৩২.৬৯ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পায় নি। নিয়োগপত্র পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ায় বল যায় যে দু'টি শিল্পেই নারী শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশ (নিয়োগপত্র পাপ্তিতে) ভলো।

নিয়োগ পত্র সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	৬

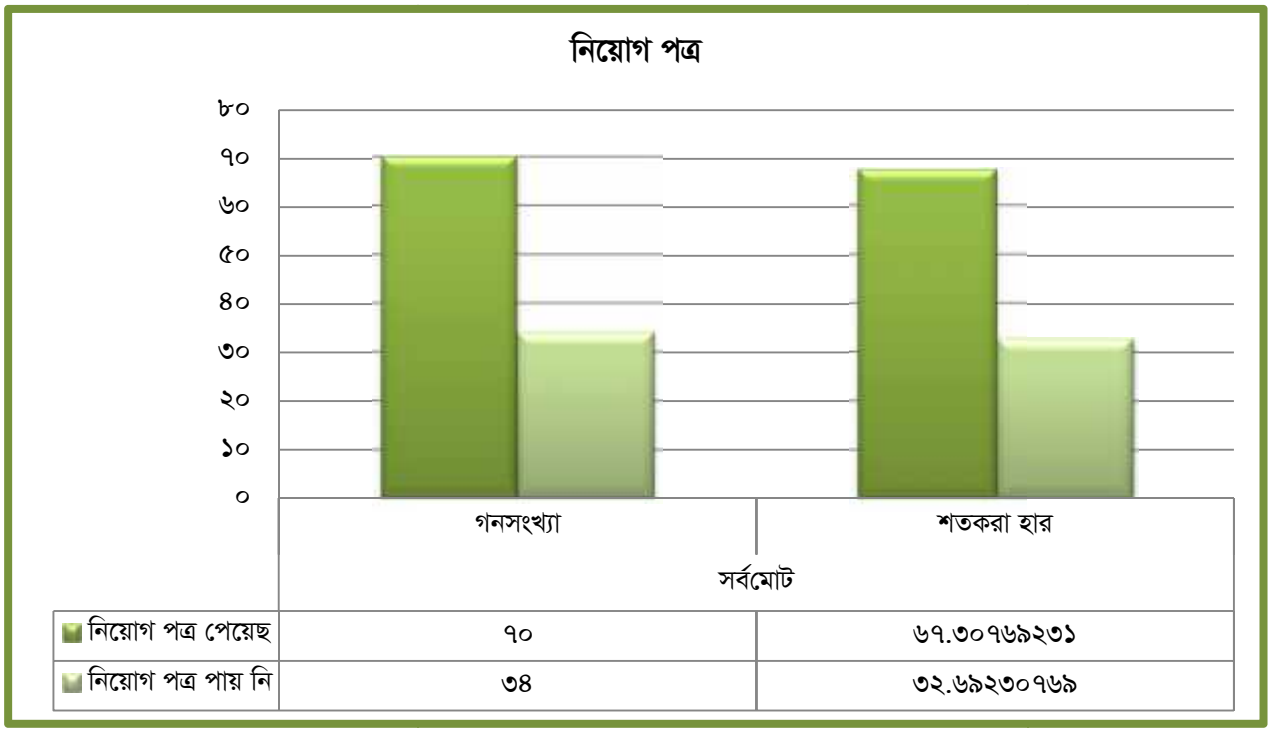

লেখচিত্র-১০ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে নিয়োগপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উভয় গার্মেন্টস শিল্পের ৬৭.৩১ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পেয়েছে। উভয় গার্মেন্টসে শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৩২.৬৯ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র পায় নি। নিয়োগপত্র পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ায় বল যায় যে দু'টি শিল্পেই নারী শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পরিবেশ (নিয়োগপত্র পাপ্তিতে) ভলো।

সময় সূচী সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১১

দৈনিক সময় সূচী		দৈনিক কর্মঘন্টা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
			গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
০৮০০	২০০০	১২	২৮	১১	৩৯	৩৭.৫
০৮০০	২২০০	১৪	২০	২৭	৪৭	৪৫.১৯
০৮০০	২৪০০	১৬	৪	১৪	১৮	১৭.৩১
			৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-১১ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, উভয় কারখানায় মোট ৩৭.৫% শ্রমিক দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজ করে। ৪৫.১৯% শ্রমিক দৈনিক ১৪ ঘন্টা কাজ করে। আর ১৭.৩১% শ্রমিক দৈনিক ১৬ ঘন্টা কাজ করে। শ্রম আইনে যে কোন শ্রমিকের জন্য শ্রম ৮ ঘন্টা নির্ধারিত করা হলেও আমাদের দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে তা মানা হচ্ছে না। আমাদের দেশের নারী শ্রমিকরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা কাজ করে কাটিয়ে দেয়। যা নারী শ্রমিকদের সাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকর। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় আমাদের গার্মেন্টসে নারী শ্রমিকরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রতিনিয়তই দৈনিক ৮ ঘন্টার বেশি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের স্বাথের পাশাপাশি শ্রমিকদের তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত কাজ করে থাকে।

কর্ম বিরতির সময় সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১২

কর্ম বিরতির সময়	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
আছে	৫২	৫২	১০৪	১০০.০০
নাই	০	০	০	০.০০
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-১২ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে গবেষনা এলাকার ফ্যাক্টরিতে কর্মসময়ে বিরতির ব্যবস্থা আছে।শ্রমিকের মতা মতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১ ঘন্টা করে কর্মবিরতি আছে এবং এই বিরতির সময়ে অথিকাংশ শ্রমিক তাদের বাসায় চলে যায়। যাদের সন্তান আছে তাদের জন্য বিরতির সময়ে বাসায় গিয়ে সন্তানের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহনের সুযোগ একটি বিশেষ প্রাপ্তি বলে মা শ্রমিকরা মনে করেন। এবং প্রতিটি শ্রমিক ১ ঘন্টা করে কর্ম বিরতিকে যথেষ্ট বলেই মনে করেন।

অতিরিক্ত কাজ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১৩

অতিরিক্ত কাজ সর্ম্পকিত তথ্য		ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
		গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
অতিরিক্ত কাজের সুবিধা	আছে	৫২	৫২	১০৪	১০০
	নাই	০	০	০	০
অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থা	নিয়মিত	৪০	৪৮	৮৮	৮৪.৬২
	মাঝে মাঝে	১২	৪	১৬	১৫.৩৮
অতিরিক্ত কাজের মজুরি	সর্ম্পূন পরিশোধ	৫২	৫২	১০৪	১০০
	বকেয়া	০	০	০	০

সারনী-১৩ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যায় দুটি কারখানাতেই অতিরিক্ত কাজের সুবিধা আছে এবং মোট ৮৪.৬২% শ্রমিক নিয়মিতই অতিরিক্ত কাজ করেন যার মধ্যে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত কাজ করার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৫.৩৮ শতাংশ যা নিতান্তই কম। তাই বলা যায়। শ্রমিকদের কাজের জন্য শ্রম আইনে শ্রম ঘন্টা নির্দিষ্ট থাকলেও আমাদের দেশের কারখানাগুলোর তা মেনে চলে না যা শ্রমিকের সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের পরিপন্থি। অতিরিক্ত কাজের মজুরী বিশ্লেষনে দেখা যায়, ১০০% শ্রমিক অতিরিক্ত কজের মজুরী নির্ধারিত সময়ে পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বেতন প্রতি মাসের ৫-১১ তারিখের মধ্যে এবং অতিরিক্ত কাজের মজুরী ২০-২৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করা হয়।

অতিরিক্ত কাজ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	৭

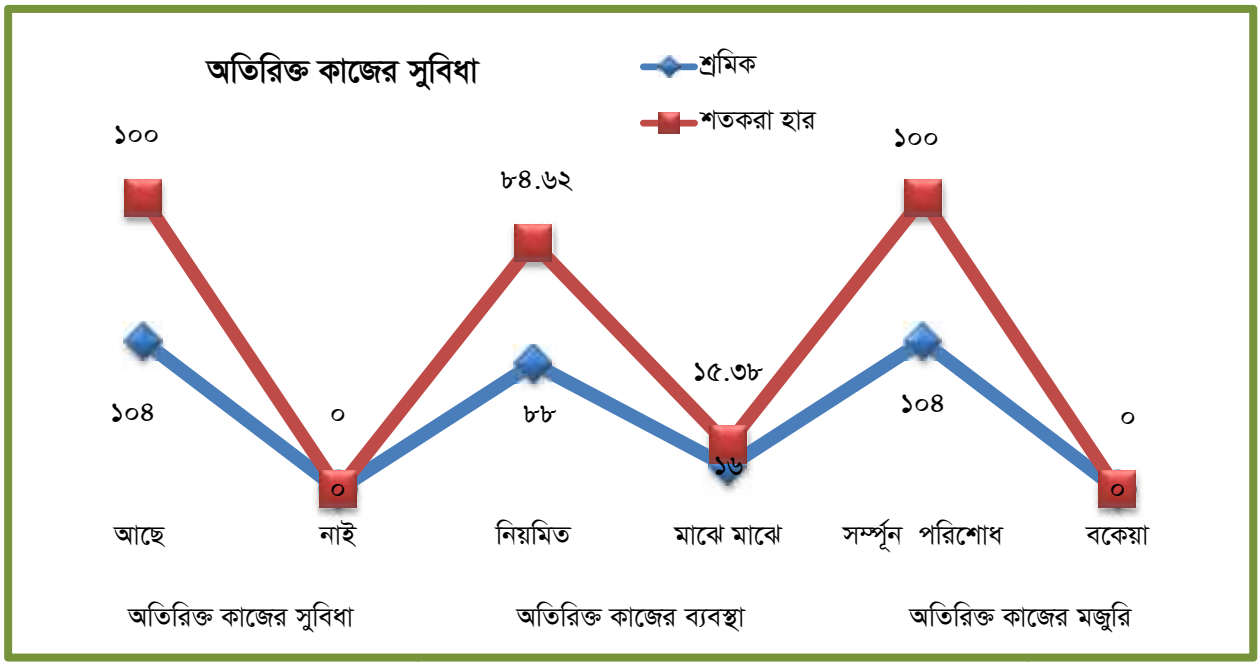

লেখচিত্র -১৩ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যায় দুটি কারখানাতেই অতিরিক্ত কাজের সুবিধা আছে এবং মোট ৮৪.৬২% শ্রমিক নিয়মিতই অতিরিক্ত কাজ করেন যার মধ্যে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত কাজ করার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৫.৩৮ শতাংশ যা নিতান্তই কম। তাই বলা যায়। শ্রমিকদের কাজের জন্য শ্রম আইনে শ্রম ঘন্টা নির্দিষ্ট থাকলেও আমাদের দেশের কারখানাগুলোর তা মেনে চলে না যা শ্রমিকের সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের পরিপন্থি। অতিরিক্ত কাজের মজুরী বিশ্লেষনে দেখা যায়, ১০০% শ্রমিক অতিরিক্ত কজের মজুরী নির্ধারিত সময়ে পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বেতন প্রতি মাসের ৫-১১ তারিখের মধ্যে এবং অতিরিক্ত কাজের মজুরী ২০-২৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করা হয়।

ছুটি সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১৪

QwU	‡d‡· b †Mm	Kvjvi ‡ev	me†gvU	
	MbmsL¨v	MbmsL¨v	kwgK	kZKiv nvi
mvßvwnK QwU,Drme QwU, miKvix QwU cvq	48	20	68	65.38
QwU cvq bv	4	32	36	34.62
	52	52	104	100

সারনী-১৪ ঃ

উত্তরদাতা শ্রমিকদের ছুটি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় মোট ৩৪.৬২ শতাংশ শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব ছুটি, সরকারী ছুটি পায় না। তবে এধরনের ছুটি না পাওয়ার জন্য ওভারটাইম ও কারন হিসাবে নির্ধার্রিত সময়ে শিপমেন্টের কাজ শেষ করতে না পারা দায়ি কারেছে। অনেক নারী শ্রমিক ওভার টাইম ও ওভারটামের অতিরিক্ত কাজ করেও তার টার্গেট পূরন করতে পারেনা শারীরিক অসুস্থ্যতা বা পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার কারনে। আর এই টার্গেট পূরন করতে না পারার কারনে শিপমেন্ট পিছিয়ে পরে ফলে তাদের সাপ্তহিক ও উৎসব ছুটিগুলো ফ্যাক্টরী থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

ছুটি সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	৮

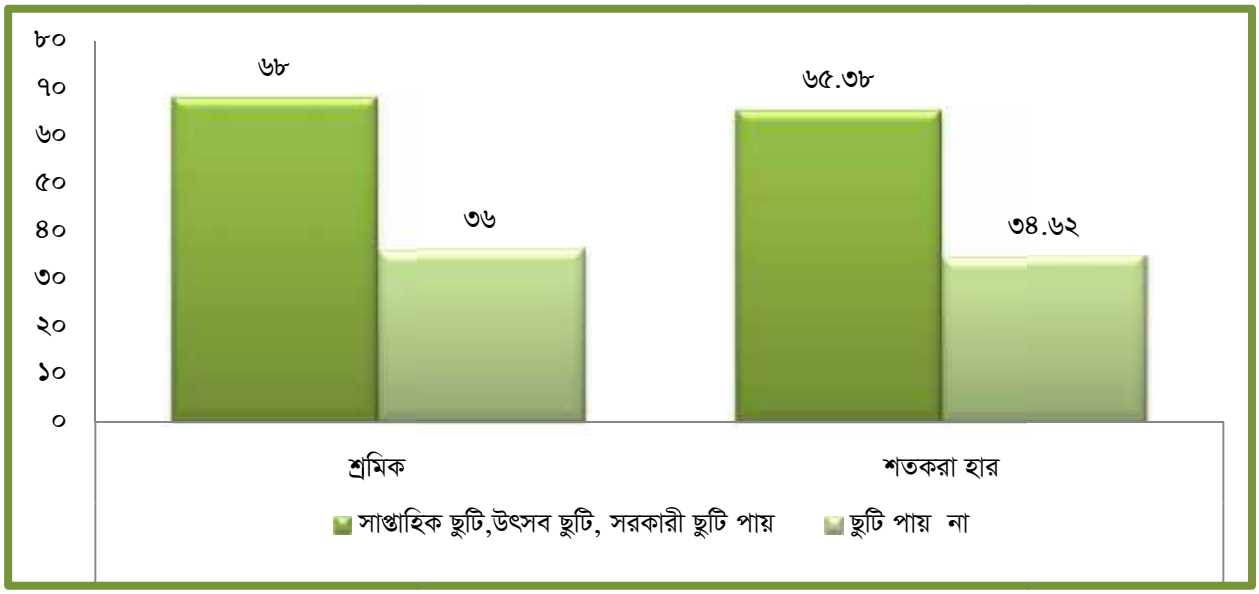

লেখচিত্র -১৪ ঃ

উত্তরদাতা শ্রমিকদের ছুটি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় মোট ৩৪.৬২ শতাংশ শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব ছুটি, সরকারী ছুটি পায় না। তবে এধরনের ছুটি না পাওয়ার জন্য ওভারটাইম ও কারন হিসাবে নির্ধার্রিত সময়ে শিপমেন্টের কাজ শেষ করতে না পারা দায়ি কারেছে। অনেক নারী শ্রমিক ওভার টাইম ও ওভারটামের অতিরিক্ত কাজ করেও তার টার্গেট পূরন করতে পারেনা শারীরিক অসুস্থ্যতা বা পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার কারনে। আর এই টার্গেট পূরন করতে না পারার কারনে শিপমেন্ট পিছিয়ে পরে ফলে তাদের সাপ্তহিক ও উৎসব ছুটিগুলো ফ্যাক্টরী থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়।

উৎসব ভাতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১৫

উৎসব ভাতা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
আছে	৫২	৫২	১০৪	১০০.০০
নাই	০	০	০	০.০০
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-১৫ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে উৎসব ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ শ্রমিক উৎসব ভাতা আছে বলেছে। উৎসব ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম নেই বলেই শ্রমিকদের মত। দুটি ঈদের প্রতিটিতেই তারা ঈদবোনাস পেয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হিসাবে বলা যায় যে বেতন ঈদের আগে না পেলেও ঈদ বোনাস তার ঈদের আগেই পেয়ে থাকে।

বাৎসরিক পিকনিক সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১৬

বাৎসরিক পিকনিক	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
আছে	৪০	৫০	৯০	৮৬.৫৪
জানা নাই	১২	২	১৪	১৩.৪৬
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-৪৬ ঃ

উত্তরদাতা শ্রমিকদের তথ্য বিশ্লেষনে বলা যায়, মোট ৮৬.৫৪% শ্রমিকের বাৎসরিক পিকনিকের ব্যবস্থা আছে বলেছে। এবং ১৩.৪৬% শ্রমিক ভিন্নমত পোষন করেছেন। স্বল্প সংখ্যক শ্রমিকের ভিন্ন মতামতের ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সময় স্বল্প মেয়াদকেই মনে করা যায়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১৭

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
টয়লেটে সাবান, পানি, সেন্ডল, টিসুর সুবিধা আছে	৩৭	২৫	৬২	৫৯.৬২
নাই	১৫	২৭	৪২	৪০.৩৮
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-১৬ ঃ

উল্লেখিত সারনী বিশ্লেষনে দেখা যায় সর্বমোট শতকরা ৫৯.৬২% নারী শ্রমিকের মতে তাদের কর্মপরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছিন্ন। এবং ৪০.৩৮% নারী শ্রমিক মনে করেন তাদের কর্মপরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নাই। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকার জন্য শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব এবং মালিক পক্ষের স্বতঃস্ফুর্ততার অভাবই দায়ী।

প্রশিক্ষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১৮

প্রশিক্ষন	গনসংখ্যা		সর্বমোট	
	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	গনসংখ্যা	শতকরা হার
প্রশিক্ষন দাতা আছে	৪২	৩২	৭৪	৭১.২
প্রশিক্ষন দাতা নাই	১০	২০	৩০	২৮.৮
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-১৮ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, গবেষনা এলাকার ৭১.২ শতাংশ নারী শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা আছে। অন্যদিকে ২৮.৮ শতাংশ শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা নেই। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষন দাতার কাজটি ফ্যাক্টরীর সুপার ভাইজারই অধিকাংশ কারখানায় করে থাকে। সার্বিক ভাবে তাই বলা যায় যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষন একটি গুরুত্বপূন্য ব্যপার হলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় প্রশিক্ষনের ব্যপারটি গুরুত্বেও সাথে বিবেচিত হয় না। যার কারনে অনেক অনাকাংখিত দূর্ঘটনার শিকার হতে হয় গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদেরকে।

প্রশিক্ষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	৯

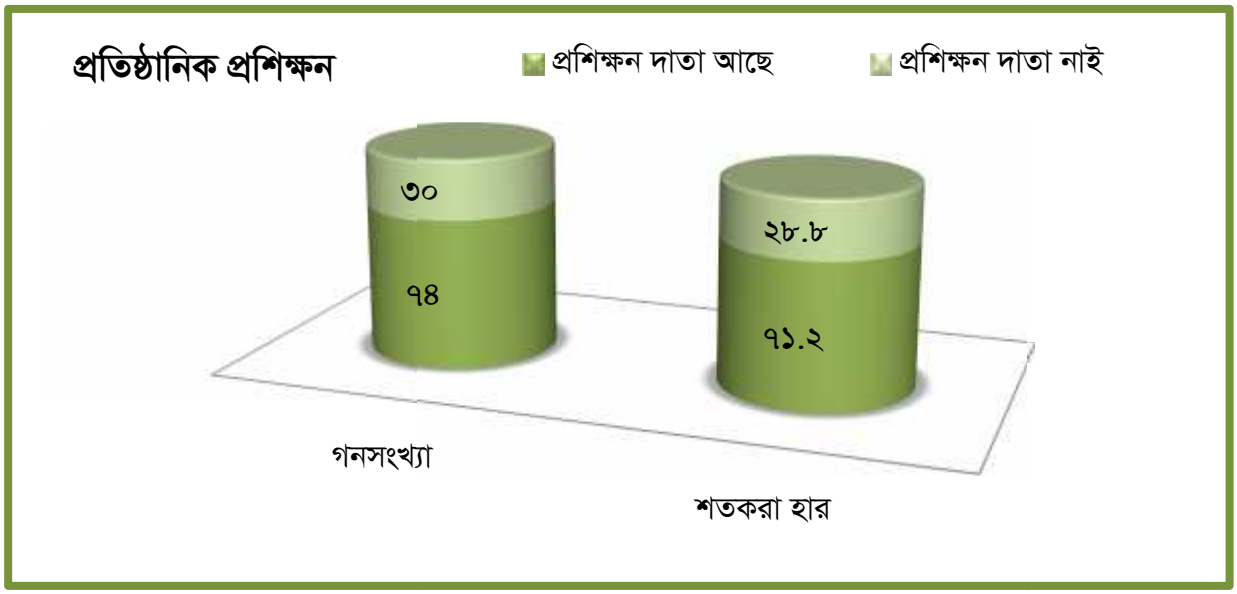

লেখচিত্র- ৯ ঃ

উল্লেখিত লেখচিত্রতে দেখা যাচ্ছে যে, গবেষনা এলাকার ৭১.২ শতাংশ নারী শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা আছে। অন্যদিকে ২৮.৮ শতাংশ শ্রমিকের মতে প্রশিক্ষন দাতা নেই। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষন দাতার কাজটি ফ্যাক্টরীর সুপার ভাইজারই অধিকাংশ কারখানায় করে থাকে। সার্বিক ভাবে তাই বলা যায় যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষন একটি গুরুত্বপূন্য ব্যপার হলেও আমাদের দেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস কারখানায় প্রশিক্ষনের ব্যপারটি গুরুত্বেও সাথে বিবেচিত হয় না। যার কারনে অনেক অনাকাংখিত দূর্ঘটনার শিকার হতে হয় গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদেরকে।

অগ্নী নির্বাপন ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	১৯

অগ্নী নির্বাপন ব্যবস্থা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
অগ্নী নির্বাপন যন্ত্র আছে	৫২	৫২	১০৪	১০০
অগ্নী নির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে	৫২	৫২	১০৪	১০০
বিপদ জনক পরিস্থিতে জরুরী বর্হিগমনে বিকল্প ব্যবস্থা আছে	৫২	৫২	১০৪	১০০
জরুরী বর্হিগমন দড়জাটি সব সময় খোল থাকে না	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-১৯ ঃ

সারনীর তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় গবেষনা এলাকায় অগ্নির্নিবাপক যন্ত্র আছে। শতর্ক ঘন্টা বাজার ব্যবস্থা আছে, সকল শ্রমিককেই অগ্নিনির্বাপন কৌশল শিখানো হয়ে থাকে তবে এই সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছরই বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জরুরী বর্হিগমন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায়, জরুরী বর্হিগমনের ব্যবস্থা থাকলেও তা সব সময় খোলা থাকে না। বিপদ জনক পরিস্থিতিতে বর্হিগমন ব্যবস্থার মান নিরাপদ নয় বলে মনে করে প্রায় ১৭.৩১% শ্রমিক। এর কারন হিসাবে বলা যায় দক্ষ প্রশিক্ষন দাতার অভাব বা প্রতিটি কারখানায় নিজস্ব অগ্নির্নিবাপক দল থাকার অভাব। তাই বলা যায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক কারখানা গুলোতে জরুরী বহির্গর্মনের ব্যবস্থা রয়েছ তা অনিরাপদ ও অকার্যকর।

অগ্নী নির্বাপন ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১০

লেখচিত্র -১০ ঃ

লেখচিত্রের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় গবেষনা এলাকায় অগ্নির্নিবাপক যন্ত্র আছে। শতর্ক ঘন্টা বাজার ব্যবস্থা আছে, সকল শ্রমিককেই অগ্নিনির্বাপন কৌশল শিখানো হয়ে থাকে তবে এই সকল ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছরই বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জরুরী বর্হিগমন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষনে দেখা যায়, জরুরী বর্হিগমনের ব্যবস্থা থাকলেও তা সব সময় খোলা থাকে না। বিপদ জনক পরিস্থিতিতে বর্হিগমন ব্যবস্থার মান নিরাপদ নয় বলে মনে করে প্রায় ১৭.৩১% শ্রমিক। এর কারন হিসাবে বলা যায় দক্ষ প্রশিক্ষন দাতার অভাব বা প্রতিটি কারখানায় নিজস্ব অগ্নির্নিবাপক দল থাকার অভাব। তাই বলা যায় বাংলাদেশের তৈরী পোশাক কারখানা গুলোতে জরুরী বহির্গর্মনের ব্যবস্থা রয়েছ তা অনিরাপদ ও অকার্যকর।

লোডশেডিং সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২০

লোডশেডিং	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
আছে	৫২	৫২	১০৪	৫০
বিকল্প ব্যবস্থা আছে	৫২	৫২	১০৪	৫০

সারনী-২০ ঃ

উল্লেখিত সারনীর ব্যাখ্যানুযায়ী বলা যায় আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের প্রায় প্রতিটি কারখানার লোডশেডিং রয়েছে এবং এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেটরের ব্যবস্থাও রয়েছে। যা কখনো কখনো দূর্ঘটনার কারন হতে পারে। বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া কোন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানই চালানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে যে শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের প্রায় সিংহভাগই উপার্যিত হয়। তাছাড়া আমাদের বেশির ভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অবকাঠামোগত দিক দিয়ে বাসাবাড়ি উপযোগি বাড়িতে গড়ে উঠে বলে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য বৈদ্যুতিক আলোর উপর অনেক বেশি নির্ভর করতে হয় ফলে লোডশেডিং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেটর প্রায় প্রতিটি শিল্প কারখানাতেই রয়েছে। অধিক হারে জেনারেটরের উপর নির্ভরতার জন্য অনেক সময় উচ ভবন ধঁসেরও ঘটনা ঘটে যা কখনোই কাম্য নয়।

শাস্তি / জরিমানা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২১

শাস্তি/ জরিমানা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
শাস্তির ব্যবস্থা আছে	৫২	৫২	১০৪	১০০
কখনো শাস্তি পেয়েছেন / জরিমানা দিয়েছেন	১০	১৫	২৫	২৪.০৪
জরিমানা দেন নাই	৪২	৩৭	৭৯	৭৫.৯৬

সারনী-২১ ঃ

শ্রমিকদের শাস্তি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষনে সার্বিক ভাবে বলা যায় সকল গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এবং ২৪.০৪ শতাংশ শ্রমিক শাস্তি পেয়েছেন বা জরিমানা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে জরিমানা বা শাস্তি হিসাবে বেতন কেটে রাখা ও ওভারটাইম না দেয়া ইত্যাদি করে।

শাস্তি/ জরিমানা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১১

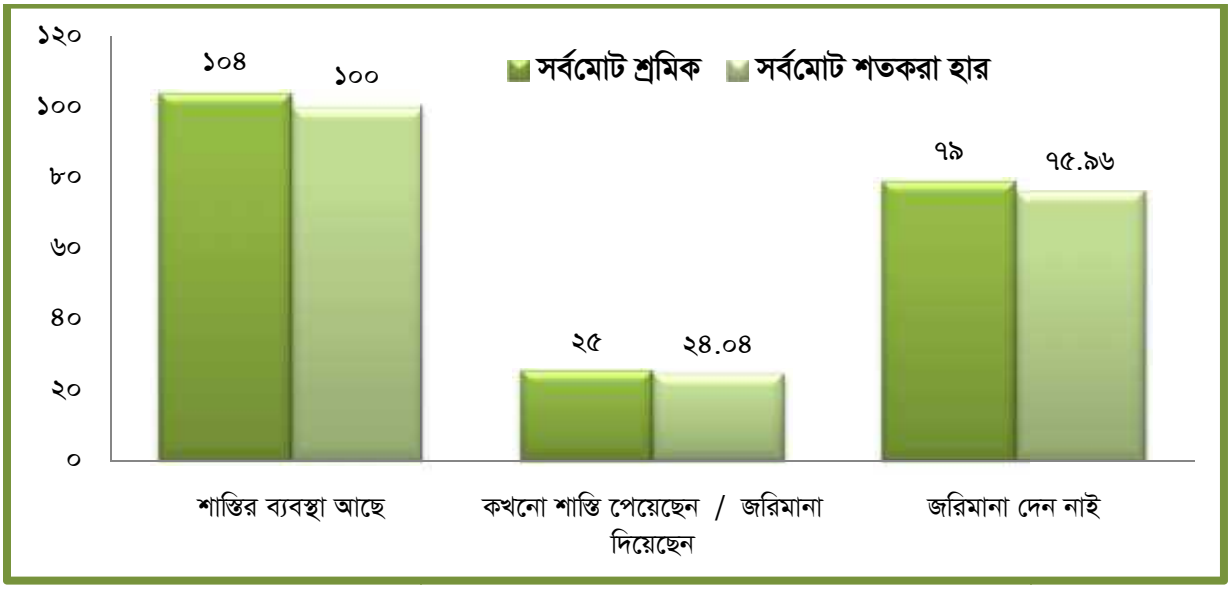

লেখচিত্র **-১১ ঃ**

উত্তরদাতা নারী শ্রমিকদের শাস্তি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষনে সার্বিক ভাবে বলা যায় সকল গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এবং ২৪.০৪ শতাংশ শ্রমিক শাস্তি পেয়েছেন বা জরিমানা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে জরিমানা বা শাস্তি হিসাবে বেতন কেটে রাখা ও ওভারটাইম না দেয়া ইত্যাদি করে।

শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটি	সারণী	২২

শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটি	গনসংখ্যা		সর্বমোট	
	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	গনসংখ্যা	শতকরা হার
আছে	৫২	৫২	১০৪	১০০
জানা নাই	০	০	০	০
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-২২ ঃ

উল্লেখিত সারনীর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে উভয় ফ্যাক্টরিতে ১০০ ভাগ নারী শ্রমিকের মতে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটি আছে। তাই বলা যায় যে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটির মাধ্যমে উভয় ফ্যাক্টরিতেই নারী শ্রমিকরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটি	লেখচিত্র	১২

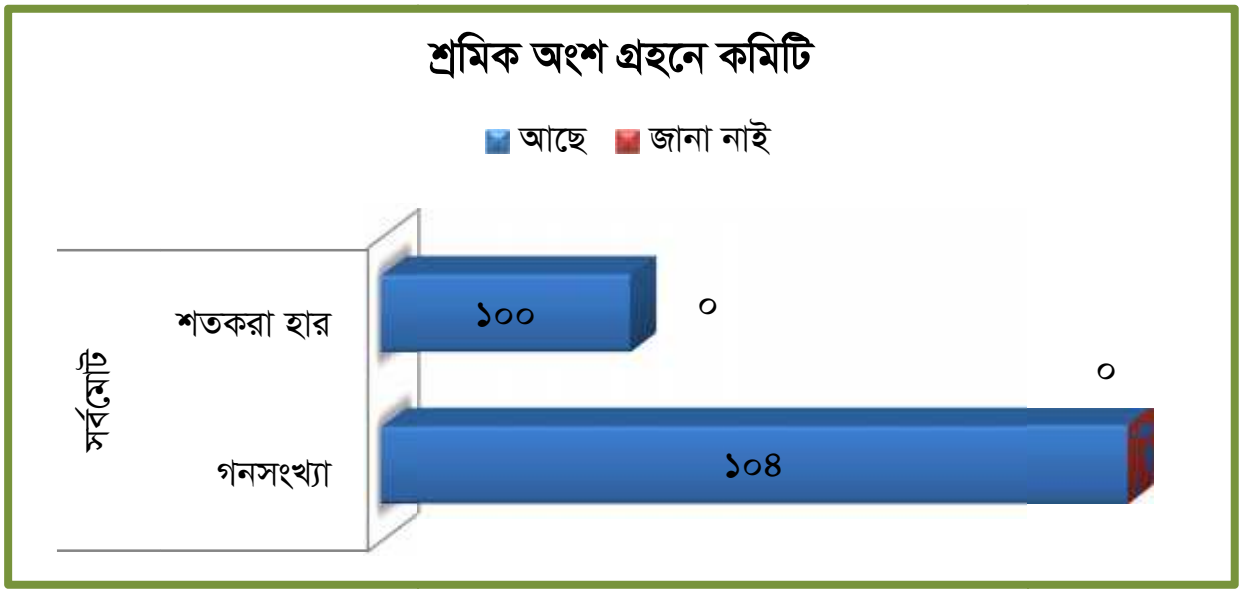

লেখচিত্র -**১২** ঃ

উল্লেখিত সারনীর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে উভয় ফ্যাক্টরিতে ১০০ ভাগ নারী শ্রমিকের মতে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটি আছে। তাই বলা যায় যে শ্রমিক অংশ গ্রহন কমিটির মাধ্যমে উভয় ফ্যাক্টরিতেই নারী শ্রমিকরা তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

শ্রমিকের অভিযোগ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২৩

শ্রমিকের অভিযোগ	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
শ্রমিকরা তাদের অভিযোগের কথা জানাতে পারে	৫২	৫২	১০৪	১০০
অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার ভয় থাকে না	৫২	৫২	১০৪	১০০
জানানোর পর তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী -২৩ ঃ

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যায় দেখা যায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহনে তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। সমস্যা জানানোর পর তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শ্রমিকরা অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না বলে সাচ্ছ্যন্দে কাজ করতে পারে। তাই বলা যায় কর্ম পরিবেশে শ্রমিক অধিকারকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

শ্রমিকের অভিযোগ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১৩

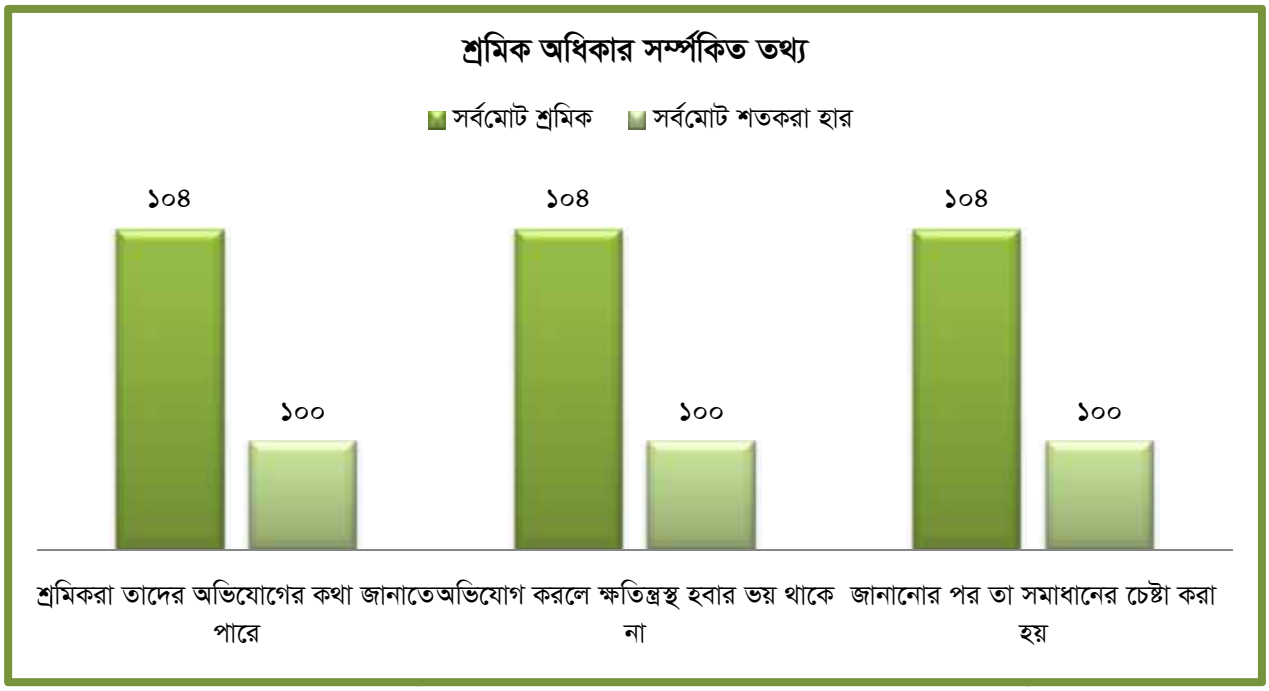

লেখচিত্র **-১৩ ঃ**

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যায় দেখা যায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহনে তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার জন্য কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। সমস্যা জানানোর পর তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শ্রমিকরা অভিযোগ করলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না বলে সাচ্ছ্যন্দে কাজ করতে পারে। তাই বলা যায় কর্ম পরিবেশে শ্রমিক অধিকারকে যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

শ্রম আইন সর্ম্পকে সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২৪

শ্রম আইন সর্ম্পকিত তথ্য	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
নিজ থেকে জানে	৪	০	৪	৩.৮৫
কোম্পানি থেকে জানায়	৮	২	১০	৯.৬২
জানে না	৪০	৫০	৯০	৮৬.৫৪
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী- ২৪ ঃ

উল্লেখিত শ্রম আইন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় সর্বমোট ৮৬.৫৪% নারী শ্রমিকই শ্রম আইন সম্পর্কে জানেনা। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য মাত্র ৩.৮৫% শ্রম আইন সম্পর্কে নিজ থেকে জানে এবং ৯.৬২% শ্রমিকের মতে কোম্পানি থেকে শ্রম আইন সম্পর্কে জানানো হয়। তাই বলা যায় অশিক্ষা বা অজ্ঞ্যানতার কারনে শ্রম আইন সর্ম্পকে শ্রমিক জানে না বা যতুটক জানে তা সঠিক ভাবে জানে না বলে নারী শ্রমিকরা কর্ম পরিবেশে বঞ্চিত হচ্ছে।

শ্রম আইন সর্ম্পকে সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১৪

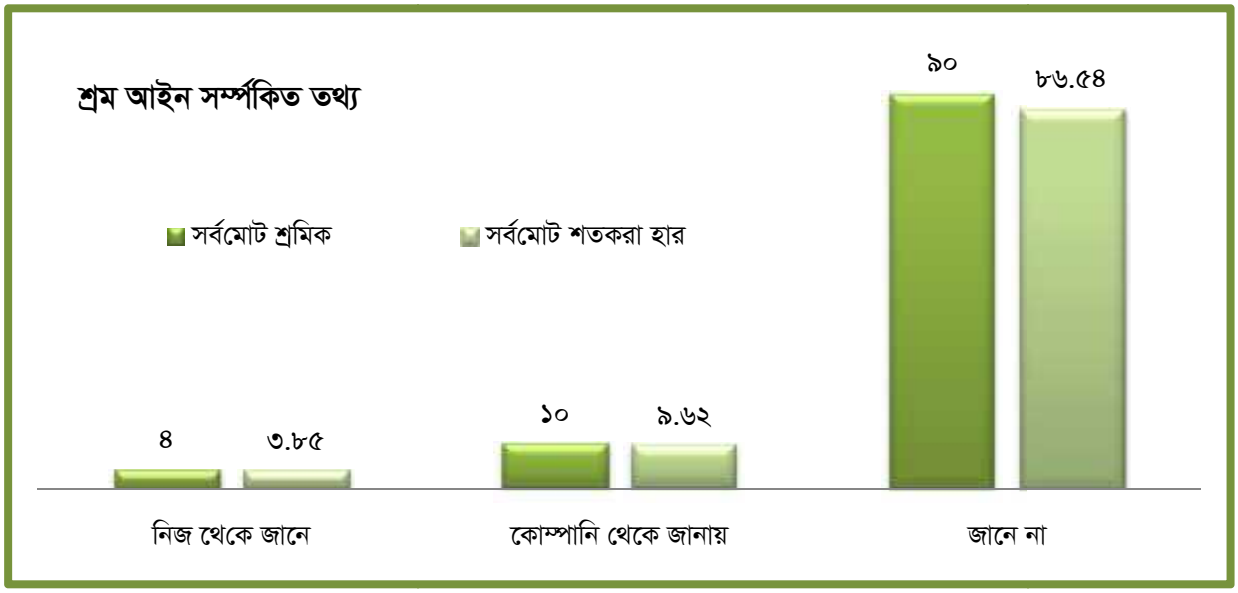

লেখচিত্র - **১৪ ঃ**

উল্লেখিত শ্রম আইন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় সর্বমোট ৮৬.৫৪% নারী শ্রমিকই শ্রম আইন সম্পর্কে জানেনা। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য মাত্র ৩.৮৫% শ্রম আইন সম্পর্কে নিজ থেকে জানে এবং ৯.৬২% শ্রমিকের মতে কোম্পানি থেকে শ্রম আইন সম্পর্কে জানানো হয়। তাই বলা যায় অশিক্ষা বা অজ্ঞ্যানতার কারনে শ্রম আইন সর্ম্পকে শ্রমিক জানে না বা যতুটক জানে তা সঠিক ভাবে জানে না বলে নারী শ্রমিকরা কর্ম পরিবেশে বঞ্চিত হচ্ছে।

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণীর তালিকা

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্য	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
শারীরিক সুস্থ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৫	১৩৩
প্রয়োজনিয় ঔষধের বাবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৬	১৩৪
জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৭	১৩৫
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২৮	১৩৬
অতিরিক্ত কাজে সম্মতি	২৯	১৩৮
দূষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩০	১৪০
মাতৃত্বকালীন সুবিধা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩১	১৪২
শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩২	১৪৩

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা

উত্তরদাতার শারীরিক কর্ম পরিবেশের তথ্য	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৫	১৩৭
অতিরিক্ত কাজে সম্মতি	১৬	১৩৯
দূষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৭	১৪১

শারীরিক সুস্থ্যতা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২৫

শারীরিক সুস্থ্যতা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
শারীরিক সুস্থ্যতা আছে	১২	৮	২০	১৯.২৩
শারীরিক সুস্থ্যতা নাই	৪০	৪৪	৮৪	৮০.৭৭
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী -২৫ ঃ

উল্লেখিত সারনী বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বমোট ৮০.৭৭% নারী শ্রমিক শারীরিক ভাবে সুস্থ্য নাই । শ্রমিকদের মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে দীর্ঘ শ্রম ঘন্টা, সল্প পরিসরে অধিক সংখ্যাক শ্রমিকের এক সাথে কাজ করা এবং অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে কাজ করে বলে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা শারীরিক ভাবে সুস্থ্য থাকে না।

প্রয়োজনিয় ঔষধের বাবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২৬

প্রয়োজনিয় ঔষধের বাবস্থা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
আছে	৩৭	৪২	৭৯	৭৫.৯৬
নাই	১৫	১০	২৫	২৪.০৪
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-২৬ ঃ

প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় ৭৫.৯৬% শ্রমিকের মতে প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা আছে। তবে ২৪.০৪% শ্রমিক ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই বলে মত দিয়েছে এ ক্ষেত্রে তাদের মতানুযায়ী মাঝে মাঝে একজন ডাক্তার আসে ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে যায় তবে সব সময়ের জন্য তারা ডাক্তারকে পান না। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় চিকিৎসা সুবিধা মানুষের মৌলিক অধিকার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের সুসাস্থ্যের জন্য বা সুচিকিৎসার জন্য সার্বক্ষনিক একজন ডাক্তারের সেবা পাবার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে যা শ্রম অধিকার পরিপন্থি।

জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২৭

জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার জন্যে এম্বোলেন্সর / বিকল্প ব্যবস্থা আছে	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
আছে	৫০	২২	৭২	৬৯.২৩
জানা নাই	২	৩০	৩২	৩০.৭৭
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারণী -২৪ ঃ

উপরোক্ত লেখচিত্র বিশ্লেষনে দেখা যায় জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার জন্য এম্বুলেন্স বা বিকল্প ব্যবস্থা আছে প্রায় ৬৯.২৩% শ্রমিকের মে ত । বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে ৩০.৭৭% শ্রমিক জরুরী প্রয়োজনে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা আছ কি নেই তারা তা জানে না। তবে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার জন্য সর্বোক্ষনিক এ্যম্বুলেন্সের কোন ব্যবস্থা না থাকলেও প্রয়োজনে মালিকের নিজস্ব গাড়ি বা কারখানার কাজে ব্যবহৃত গাড়ি আহতকে হাসপাতালে নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। যা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহনযোগ্য। তাই বলা যায় চিকিৎসা সুবিধা যে কোন মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও, রোগীকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থাটি তার প্রথম ধাপ যা আমাদের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে যথাযথ ভাবে দেখা যায় না বা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	২৮

কাজ করার প্রক্রিয়া	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
বসে কাজ করে	২০	০	২০	১৯.২৩
দাড়িয়ে কাজ করে	২৫	৫০	৭৫	৭২.১২
বসে এবং দাড়িয়ে কাজ করে	৭	২	৯	৮.৬৫
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী- ২৫ ঃ

কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রমিকদের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, দুটি কারখানায় মোট ১৯.২৩% শ্রমিক বসে কাজ করে, ৭২.১২% শ্রমিক দাড়িয়ে কাজ করে এবং ৮.৬৫% শ্রমিক বসে ও দাড়িয়ে কাজ করে। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, দাড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। সারাক্ষন দাড়িয়ে কাজ করার ফলে আমাদের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থ্যতায় ভোগে। তাই বলা যায় দাড়িয়ে কাজ করা কখনোই সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের লক্ষন হতে পরে না যা আমাদের প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে।

কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১৫

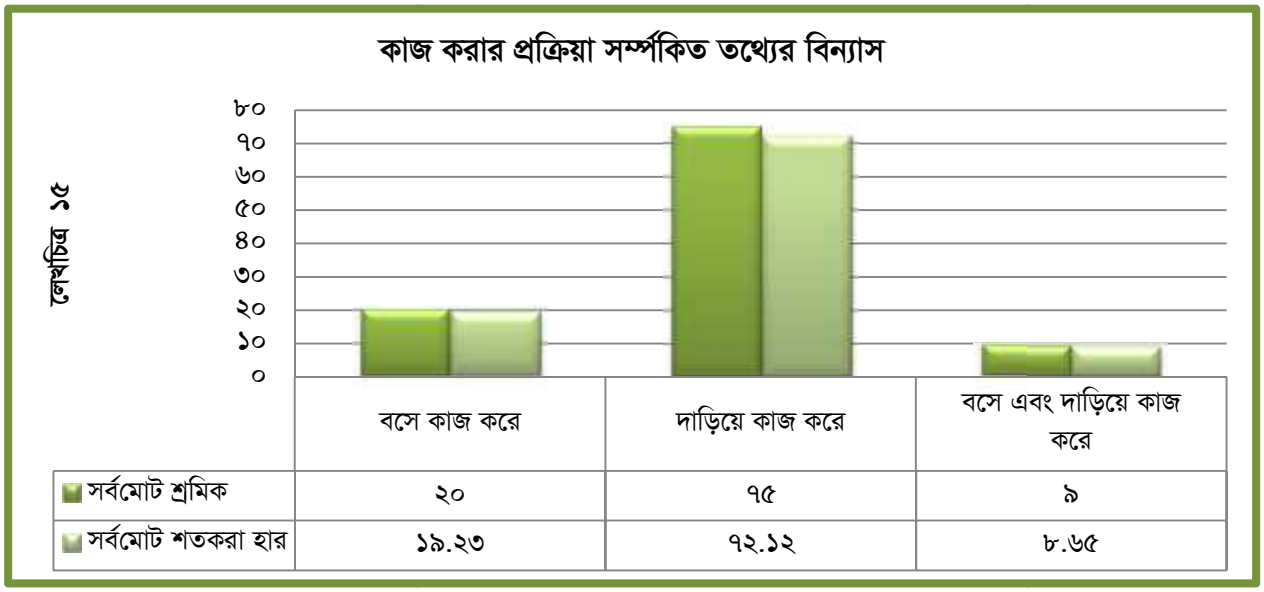

লেখচিত্র- ১৫ ঃ

কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রমিকদের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, দুটি কারখানায় মোট ১৯.২৩% শ্রমিক বসে কাজ করে, ৭২.১২% শ্রমিক দাড়িয়ে কাজ করে এবং ৮.৬৫% শ্রমিক বসে ও দাড়িয়ে কাজ করে। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, দাড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। সারাক্ষন দাড়িয়ে কাজ করার ফলে আমাদের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থ্যতায় ভোগে। তাই বলা যায় দাড়িয়ে কাজ করা কখনোই সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের লক্ষন হতে পরে না যা আমাদের প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে।

অতিরিক্ত কাজে সম্মতি	সারণী	২৯

অতিরিক্ত কাজে সম্মতি	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
পুর্ন সম্মতি ছিল	৪২	৩৬	৭৮	৭৫.০০
পুর্ন সম্মতি ছিল না	১০	১৬	২৬	২৫.০০
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী-২৯ ঃ

অতিরিক্ত কাজে সম্মতি সম্পর্কিত সারনী বিশ্লেষনে বলা যায় গবেষনা ত্রলাকার মোট ৭৫.০০% শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি ছিল। কারন হিসাবে তারা জীবনের প্রয়োজনে শারীরিক সুস্থতার চেয়ে অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে গুরত্ব দিয়ে অতিরিক্ত কাজের পূর্ণ সম্মতি ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অন্য দিকে মোট ২৫.০০% শ্রমিকের পূর্ণ সম্মতি ছিল না। পারিবারিক বিভিন্ন প্রয়োজন বা শারীরিক বিভিন্ন সুস্থ্যতার জন্য পূর্ণ সম্মতি না থাকলেও তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় যা শ্রম আইনের পরিপন্থি। পরিশেষে বলা যায়, শ্রমিকদের জন্য আইন আছে কিন্তু কারনে অকারনে সেই আইন প্রতিনিয়তই ভঙ্গ করে চলেছে আমেদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ঠরা যা মোটেই কাম্য নয়।

অতিরিক্ত কাজে সম্মতি	লেখচিত্র	১৬

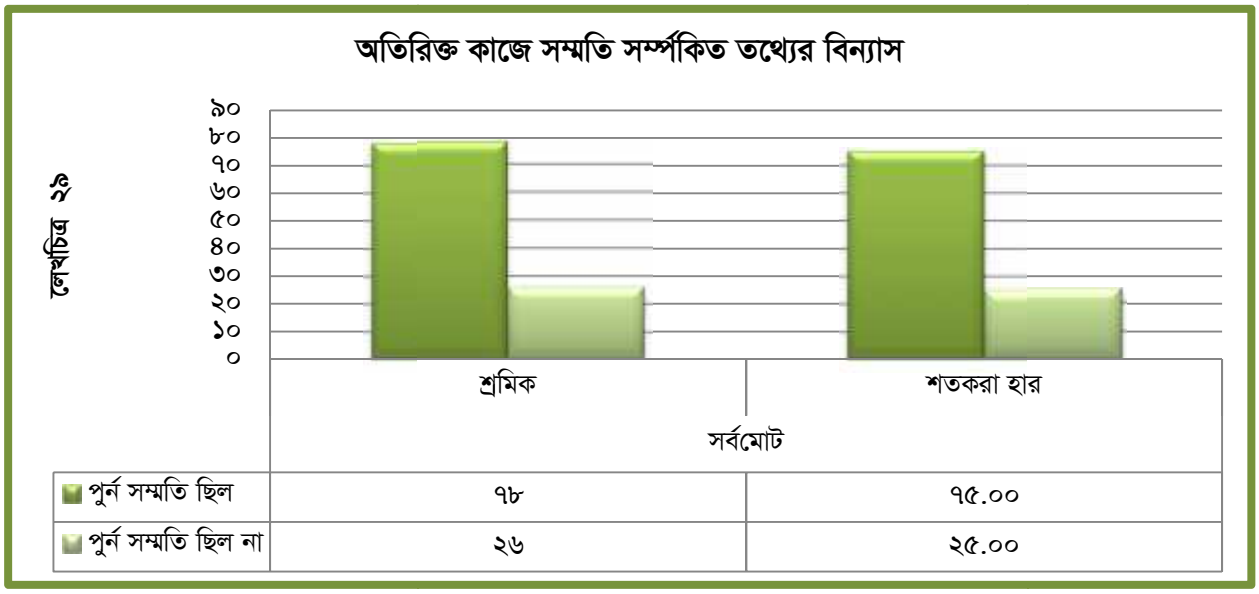

লেখচিত্র- ১৬ ঃ

উপরোক্ত লেখচিত্রতে অতিরিক্ত কাজে সম্মতি সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষনে বলা যায় দুটি কারখানায় মোট ৭৫.০০% শ্রমিকের মধ্যে ফ্লেক্সেন গ্রেসের ৪২ জন এবং কালার বো এর ৩৬ জনের অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্মতি ছিল। কারন হিসাবে তারা জীবনের প্রয়োজনে শারীরিক সুস্থতার চেয়ে অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে গুরত্ব দিয়ে অতিরিক্ত কাজের পূর্ণ সম্মতি ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অন্য দিকে মোট ২৫.০০% শ্রমিকের মধ্যে ১০ জন ফ্লেক্সেন গ্রেসের এবং ১৬ জন কালার বো এর নারী শ্রমিকের পূর্ণ সম্মতি ছিল না। পারিবারিক বিভিন্ন প্রয়োজন বা শারীরিক বিভিন্ন সুস্থ্যতার জন্য পূর্ণ সম্মতি না থাকলেও তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয় যা শ্রম আইনের পরিপন্থি। পরিশেষে বলা যায়, শ্রমিকদের জন্য আইন আছে কিন্তু কারনে অকারনে সেই আইন প্রতিনিয়তই ভঙ্গ করে চলেছে আমেদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ঠরা যা মোটেই কাম্য নয়।

দূষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩০

দূষন সর্ম্পকিত তথ্য	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
শব্দ দূষন আছে	৫২	৪৮	১০০	৯৬.১৫
শব্দ দূষন নাই	০	৪	৪	৩.৮৫
বায়ু দূষন আছে	৪০	৫২	৯২	৮৮.৪৬
বায়ু দূষন নাই	১২	০	১২	১১.৫৪

সারনী -৩০ ঃ

দুষন সম্পর্কিত সারনী বিশ্লেষনে বলা যায়, গবেষণা এলাকার মোট ৯৬.১৬% শ্রমিক শব্দ দূষণ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। স্বল্প পরিসরে এক সাথে অনেক শ্রমিক মেশিনের সাহায্য কাজ করে বলে গার্মেন্টস সেক্টরে শব্দ দূষণের পরিমান বেশি ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে মাত্র ৩.৮৫% শ্রমিক শব্দ দূষণ নাই বলে মনে করেন। অন্যদিকে দেখা যায় দুটি কারখানায় মোট ৮৮.৪৫% শ্রমিকের মধ্যে ৮০ জন ফ্লেক্সেন গ্রেসের এবং ৫২ জন্য কালার বো এর শ্রমিক বায়ু দূষণ আছে বলে মনে করেন কারন হিসাবে তৈরী পোশাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলিকনা এবং রং এর উৎকট গন্ধকে মনে করেন। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে প্রায় ১১.৫৪% শ্রমিক বায়ু দূষণ নাই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের চেয়ে ভিন্ন রকম। তাই বলা যায় দূষণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশে সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশ বিরাজ করছে না।

দূষন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১৭

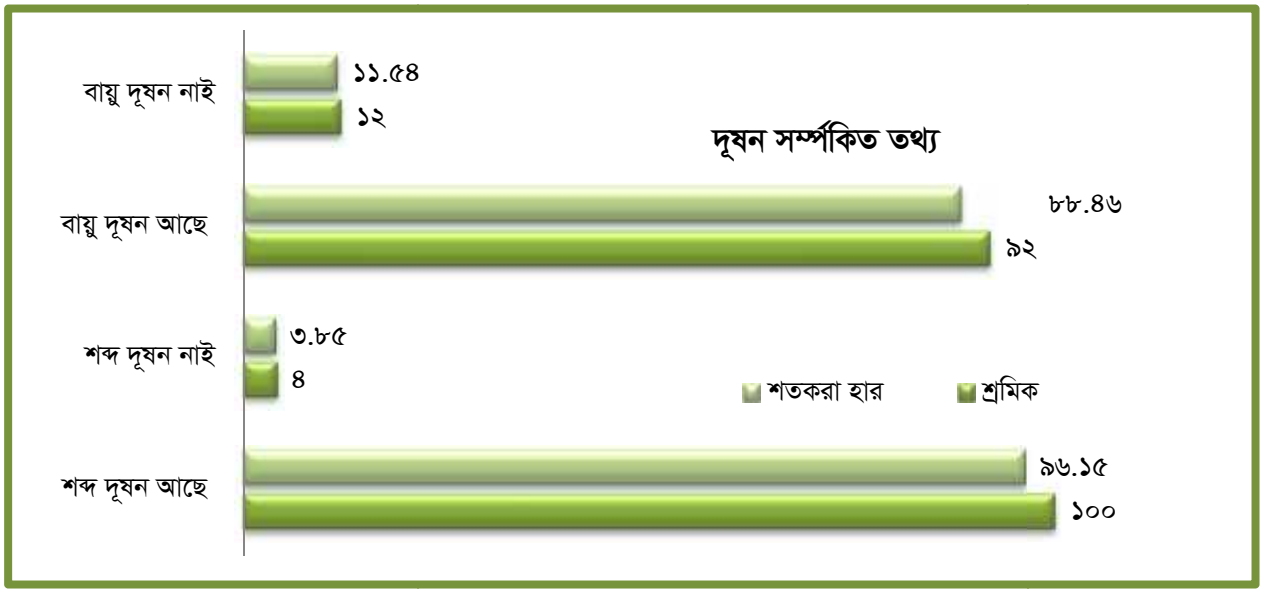

লেখচিত্র- ১৭ ঃ

দুষন সম্পর্কিত লেখচিত্র বিশ্লেষনে বলা যায়, গবেষণা এলাকার মোট ৯৬.১৬% শ্রমিক শব্দ দূষণ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। স্বল্প পরিসরে এক সাথে অনেক শ্রমিক মেশিনের সাহায্য কাজ করে বলে গার্মেন্টস সেক্টরে শব্দ দূষণের পরিমান বেশি ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে মাত্র ৩.৮৫% শ্রমিক শব্দ দূষণ নাই বলে মনে করেন। অন্যদিকে দেখা যায় দুটি কারখানায় মোট ৮৮.৪৫% শ্রমিকের মধ্যে ৮০ জন ফ্লেক্সেন গ্রেসের এবং ৫২ জন্য কালার বো এর শ্রমিক বায়ু দূষণ আছে বলে মনে করেন কারন হিসাবে তৈরী পোশাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলিকনা এবং রং এর উৎকট গন্ধকে মনে করেন। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ্য যে প্রায় ১১.৫৪% শ্রমিক বায়ু দূষণ নাই বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন যা সংখ্যাগরিষ্ট মতামতের চেয়ে ভিন্ন রকম। তাই বলা যায় দূষণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশে সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশ বিরাজ করছে না।

মাতৃত্বকালীন সুবিধা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩১

মাতৃত্বকালীন সুবিধা সর্ম্পকিত তথ্য		ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
		গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
গর্ভাবস্থায় কর্মস্থলে বিশ্রমের ব্যবস্থা	আছে	১০	৫	১৫	১৪.৪২
	নাই	৪২	৪৭	৮৯	৮৫.৫৮
মাতৃত্ব কালীন ছুটি	আছে	৩৫	৫	৪০	৩৮.৪৬
	জানা নাই	১৭	৪৭	৬৪	৬১.৫৪
মাতৃত্বকালীন ছুটিতে বেতন প্রপ্তির সুবিধা	আছে	১৭	৫	২২	২১.১৫
	জানা নাই	৩৫	৪৭	৮২	৭৮.৮৫

সারনী-৩১ ঃ

মাতৃত্ব কালীন সুবিধা সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষনে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ মোট ৮৫.৫৮% নারী শ্রমিক কর্মস্থলে গভার্বস্থায় বিশ্রামের সুবিধা নাই বলেছেন। মাতৃত্ব কালীন ছুটির সুবিধা আছে মোট ৩৮.৪৬% শ্রমিকের মতে। এবং মোট ৬১.৫৪% শ্রমিক জানে না মাতৃত্ব কালীন ছুটির সুবিধা আছে কি নাই । মাতৃত্ব কালীন ছুটিতে বেতন প্রাপ্তির সুবিধা সর্ম্পকে জানে না মোট প্রায় ৭৮.৮৫% শ্রমিক। সুতরাং সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেশির ভাগ শ্রমিক তাদের কর্মস্থলে মাতৃত্ব কালীন সুবিধাগুলো জানে না, কারন দুটি কারখানাতেই অবিবাহিত নারী শ্রমিককের সংখ্যা বেশি।

শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩২

শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
আছে	০	০	০	০.০০
জানা নাই	৫২	৫২	১০৪	১০০.০০
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী -৩৪ ঃ

শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র সংক্রান্ত সারনী বিশ্লেষনে দেখা যায়, গবেষণা এলাকায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হওয়া সত্বেও শিশুদিবা যত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা নেই। কারন কারাখানাগুলোতে অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তাছারা কাজে যোগদানের আগে অধিকাংশ নারী শ্রমিক তাদের বিয়ের কথা লুকিয়ে কাজে যোগদেয় ফলে স্বল্প সংখ্যাক নারী শ্রমিকের জন্য শিশুদিবা যত্ন কেন্দ্রের প্রয়োজন পরে না।

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্য বিশ্লেষন

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্যের সারণী তালিকা

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্য	সারণী সূচী	পৃষ্ঠা
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৩	১৪৬
ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তার সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা	৩৪	১৪৮
চাকরীর মেয়াদ কাল সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৫	১৫০
সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৬	১৫১
নিয়োজিত হবার কারন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৭	১৫৩
কাজের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	৩৮	১৫৫

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্যের লেখচিত্রের তালিকা

উত্তরদাতার মানবীয় কর্ম পরিবেশের তথ্য	লেখচিত্র সূচী	পৃষ্ঠা
কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	১৮	১৪৭
ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তার সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা	১৯	১৪৯
সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২০	১৫২
নিয়োজিত হবার কারন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২১	১৫৪
কাজের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	২২	১৫৬

কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩৩

কাজ করার প্রক্রিয়া	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
বসে কাজ করে	২০	০	২০	১৯.২৩
দাড়িয়ে কাজ করে	২৫	৫০	৭৫	৭২.১২
বসে এবং দাড়িয়ে কাজ করে	৭	২	৯	৮.৬৫
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী - ৩৩ ঃ

কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রমিকদের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, গবেষনা এলাকার মোট ১৯.২৩% শ্রমিক বসে কাজ করে, ৭২.১২% শ্রমিক দাড়িয়ে কাজ করে এবং ৮.৬৫% শ্রমিক বসে ও দাড়িয়ে কাজ করে। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, দাড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। সারাক্ষন দাড়িয়ে কাজ করার ফলে আমাদের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থ্যতায় ভোগে। তাই বলা যায় দাড়িয়ে কাজ করা কখনোই সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের লক্ষন হতে পরে না যা আমাদের প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে।

কাজ করার প্রক্রিয়া সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	১৮

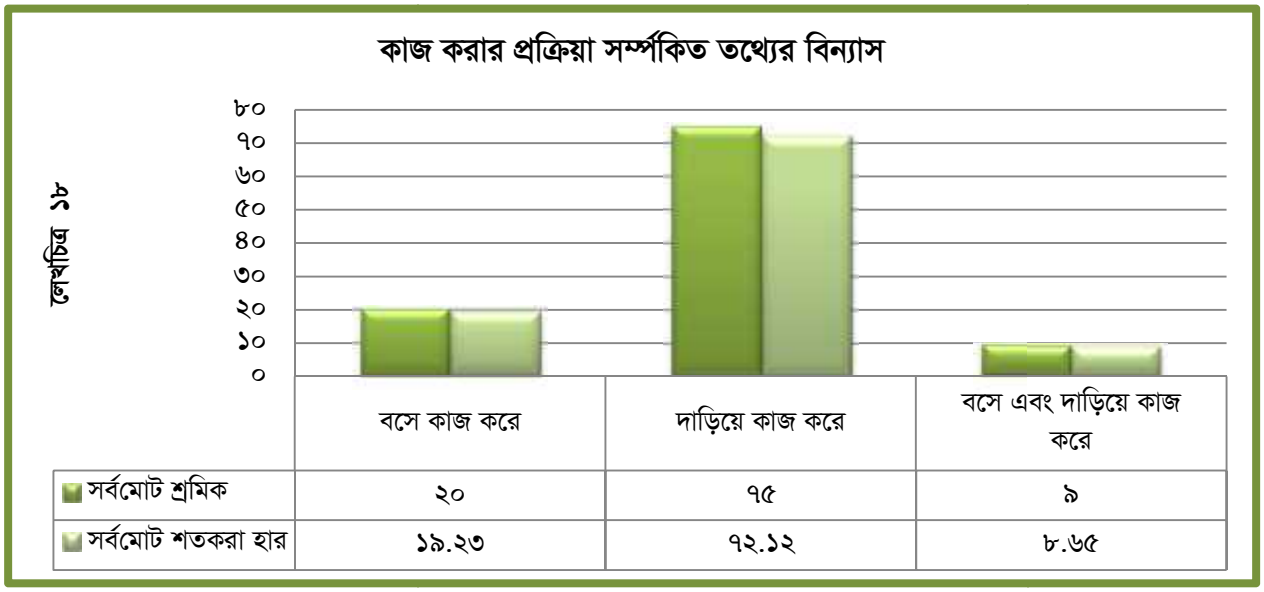

লেখচিত্র- ১৮ ঃ

কাজ করার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শ্রমিকদের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, গবেষনা এলাকার মোট ১৯.২৩% শ্রমিক বসে কাজ করে, ৭২.১২% শ্রমিক দাড়িয়ে কাজ করে এবং ৮.৬৫% শ্রমিক বসে ও দাড়িয়ে কাজ করে। বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে যে, দাড়িয়ে কাজ করতে হয় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। সারাক্ষন দাড়িয়ে কাজ করার ফলে আমাদের নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থ্যতায় ভোগে। তাই বলা যায় দাড়িয়ে কাজ করা কখনোই সুষ্ঠ কর্ম পরিবেশের লক্ষন হতে পরে না যা আমাদের প্রতিটি গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে বিরাজ করছে।

ঝুকি অনুসারে নিরাপত্ত সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা	সারণী	৩৪

ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তার সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা	গনসংখ্যা		সর্বমোট	
	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	গনসংখ্যা	শতকরা হার
আছে	৫২	৫	৫৭	৫৪.৮
নাই	০	৪৭	৪৭	৪৫.২
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী- ৩৪ ঃ

ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা উত্তরদাতার নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির সারনী বিশ্লেষণে দেখা যায়। গবেষণা এলাকার মোট ৫৪.৮% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রীক প্রাপ্তির সুবিধা পেয়ে থাকে। ব্যাক্রিম হিসাবে ৪৫.২% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির সুবিধা পায়না বালে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে ৪৫.২% নারী শ্রমিক খুব কম নয়। নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তি সুবিধা সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও ৫৪.৮% নারী যেহেতু এই সুবিধা পাচ্ছেন তাই সার্বিক ভাবে বলা যায় বেশির ভাগ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের কে নিরাপত্তা সামগ্রী সরবারাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে শ্রমিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনের ভুলে এবং অবহেলায় নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করে না।

ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তার সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা	লেখচিত্র	১৯

লেখচিত্র- ৩৬ ঃ

ঝুকি অনুসারে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রপ্তির সুবিধা উত্তরদাতার নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির সারনী বিশ্লেষণে দেখা যায়। গবেষণা এলাকার মোট ৫৪.৮% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রীক প্রাপ্তির সুবিধা পেয়ে থাকে। ব্যাক্রিম হিসাবে ৪৫.২% নারী শ্রমিক নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তির সুবিধা পায়না বালে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও সংখ্যার দিক দিয়ে ৪৫.২% নারী শ্রমিক খুব কম নয়। নিরাপত্তা সামগ্রী প্রাপ্তি সুবিধা সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও ৫৪.৮% নারী যেহেতু এই সুবিধা পাচ্ছেন তাই সার্বিক ভাবে বলা যায় বেশির ভাগ গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের কে নিরাপত্তা সামগ্রী সরবারাহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে শ্রমিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনের ভুলে এবং অবহেলায় নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার করে না।

চাকরীর মেয়াদ কাল সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩৫

চাকরীর মেয়াদ কাল (মাস)	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	(f)	(x)	fx	শতকরা হার
১ - ১২	১০	১৮	২৮	৭	১৮২	২৬.৯২
১৩ - ২৪	১১	১৪	২৫	১৯	৪৬৩	২৪.০৪
২৫ - ৩৬	১০	১৬	২৬	৩১	৭৯৩	২৫.০০
৩৭ - ৪৮	৯	৪	১৩	৪৩	৫৫৩	১২.৫০
৪৯ - ৬০	১২	০	১২	৫৩	৬৩০	১১.৫৪
	N		১০৪		২৬২০	১০০.০০
গড় মেয়াদ কাল (মাস)	২৫.১৯					

সারনী - ৩৫ ঃ

উল্লেখিত সারনীতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ১১.৫৪ শতাংশ শ্রমিক ৪৯-৬০ মাস যাবৎ কাজ করছে এবং প্রায় ২৬.৯২ শতাংশ নারী শ্রমিক ১-১২ মাস যাবৎ কাজ করছে। ফ্যাক্টরির নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অতিবাহিত সময়ের গড় ২৫.১৯ মাস। বশ্লেষনেদেখা যাচ্ছে যে, গবেষনা এলাকার অধিকাংশ নারী শ্রমিক ২ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছে। সার্বিক ভাবে তাই বলা যায়, মালিক পক্ষের ব্যবহার, বেতন প্রাপ্তি ও বঞ্চিত না হওয়া পরিমান যে সকল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে তুলনামুলক কম সেখানে নারী শ্রমিকরা অনেক বছর ধরে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে থাকে।

সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩৬

সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ	গনসংখ্যা		সর্বমোট	
	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	শ্রমিক	শতকরা হার
সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদে পরেছে	২	৫	৭	৬.৭৩
পরে নাই	৫০	৪৭	৯৭	৯৩.২৭
	৫২	৫২	১০৪	১০০.০০

সারনী - ৩৬ ঃ

সহকমীর মাধ্যমে বিপদ সম্পকির্ত মতামত বিশ্লেষনে দেখো যায় প্রায় ৯৩.২৭% শ্রমিক সহকর্মীর মাধধ্যমে কোন বিপদে পরে নাই। মোট ৬.৭৩% শ্রমিক বিপদে পরেছে নারী সহমকর্মীর মাধ্যমে। অন্য নারী শ্রমিকের মধ্যে টাকা চুরির অপবাদের জন্য বা যে সকল নারী শ্রমিক নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরাতন শ্রমিকগন কাজে ভুল করার ফলে প্রডাকশনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা পূরাতন প্রশিক্ষকগন আগত শ্রমিকদের নাম দিয়ে দেয় যারা মূলত হেল্পার শ্রেরীর নারী শ্রমিক। যদিও পূরুষ সহকর্মী দ্বারা শারীরিক নির্যাতন মূলক কোন সমস্যা গবেষণা এলাকার নারী শ্রমিকদের হয়নি, তবে উল্লেখিত এ ধরনের অনেক মিথ্যা অপবাদ জনিত বিপদের মুখে পরতে হয়েছে অনেক নারী শ্রমিককে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান সময়ে গার্মেন্টস শিল্পে পূরুষ সহকর্মী দ্বারা নারী শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতি দিন বিভিন্ন সংবাদ মাধমে প্রকাশিত হওয়া সত্বেও কিছু কিছু গার্মেন্টস শিল্প যে তা থেকে ব্যতিক্রম তা গবেষনা এলাকার তথ্য বিশ্লেষনে স্পষ্টতাই প্রতিয়মান। তাই বলা যায় এখনো অনেক গার্মেন্টস শিল্পের কর্ম পরিবেশ নারী শ্রমিকদের জন্য কর্ম উপযোগী ও নিরাপদ।

সহকর্মীর মাধ্যমে বিপদ সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	২০

লেখচিত্র - ২০ ঃ

সহকমীর মাধ্যমে বিপদ সম্পকির্ত মতামত বিশ্লেষনে দেখো যায় প্রায় ৯৩.২৭% শ্রমিক সহকর্মীর মাধধ্যমে কোন বিপদে পরে নাই। মোট ৬.৭৩% শ্রমিক বিপদে পরেছে নারী সহমকর্মীর মাধ্যমে। অন্য নারী শ্রমিকের মধ্যে টাকা চুরির অপবাদের জন্য বা যে সকল নারী শ্রমিক নতুন কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুরাতন শ্রমিকগন কাজে ভুল করার ফলে প্রডাকশনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা পূরাতন প্রশিক্ষকগন আগত শ্রমিকদের নাম দিয়ে দেয় যারা মূলত হেল্পার শ্রেরীর নারী শ্রমিক। যদিও পূরুষ সহকর্মী দ্বারা শারীরিক নির্যাতন মূলক কোন সমস্যা গবেষণা এলাকার নারী শ্রমিকদের হয়নি, তবে উল্লেখিত এ ধরনের অনেক মিথ্যা অপবাদ জনিত বিপদের মুখে পরতে হয়েছে অনেক নারী শ্রমিককে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমান সময়ে গার্মেন্টস শিল্পে পূরুষ সহকর্মী দ্বারা নারী শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতি দিন বিভিন্ন সংবাদ মাধমে প্রকাশিত হওয়া সত্বেও কিছু কিছু গার্মেন্টস শিল্প যে তা থেকে ব্যতিক্রম তা গবেষনা এলাকার তথ্য বিশ্লেষনে স্পষ্টতাই প্রতিয়মান। তাই বলা যায় এখনো অনেক গার্মেন্টস শিল্পের কর্ম পরিবেশ নারী শ্রমিকদের জন্য কর্ম উপযোগী ও নিরাপদ।

নিয়োজিত হবার কারন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩৭

নিয়োজিত হবার কারন	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	সর্বমোট	
	গনসংখ্যা	গনসংখ্যা	শ্রমিক	শতকরা হার
অন্য চাকুরি না পাওয়া	১০	১০	২০	১৯.২৩
পরিবারকে সাহায্য করা	১৭	২০	৩৭	৩৫.৫৮
পিতা মাতার অসুস্থাতা	৮	৫	১৩	১২.৫০
শিক্ষার অভাব	১২	৮	২০	১৯.২৩
উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অভাব	৫	৯	১৪	১৩.৪৬
	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারনী- ৩৭ ঃ

গামেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হবার কারন সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বোচ্চ প্রায় ৩৫.৫৮% শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কাজে নিয়োজিত হয়েছে। শিক্ষার অভাব ও অন্য চাকুরী না পাওয়ার জন্য প্রায় ১৯.২৩% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়েছে। পরিবারের উপার্যন ক্ষম ব্যক্তির অভাবের কারনে প্রায় ১৩.৪৬% শ্রমিক এবং অতিমাত্রায় অসুস্থ্যতার জন্য প্রায় ১২.৫০% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষর উপর গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে এ শিল্পে শিক্ষার অভাবে অন্য চাকুরী না পাওয়ার কারনে পিতা-মাতার অসুস্থতায় পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অধিক হারে নারী শ্রমিকরা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয়ে থাকে।

নিয়োজিত হবার কারন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	২১

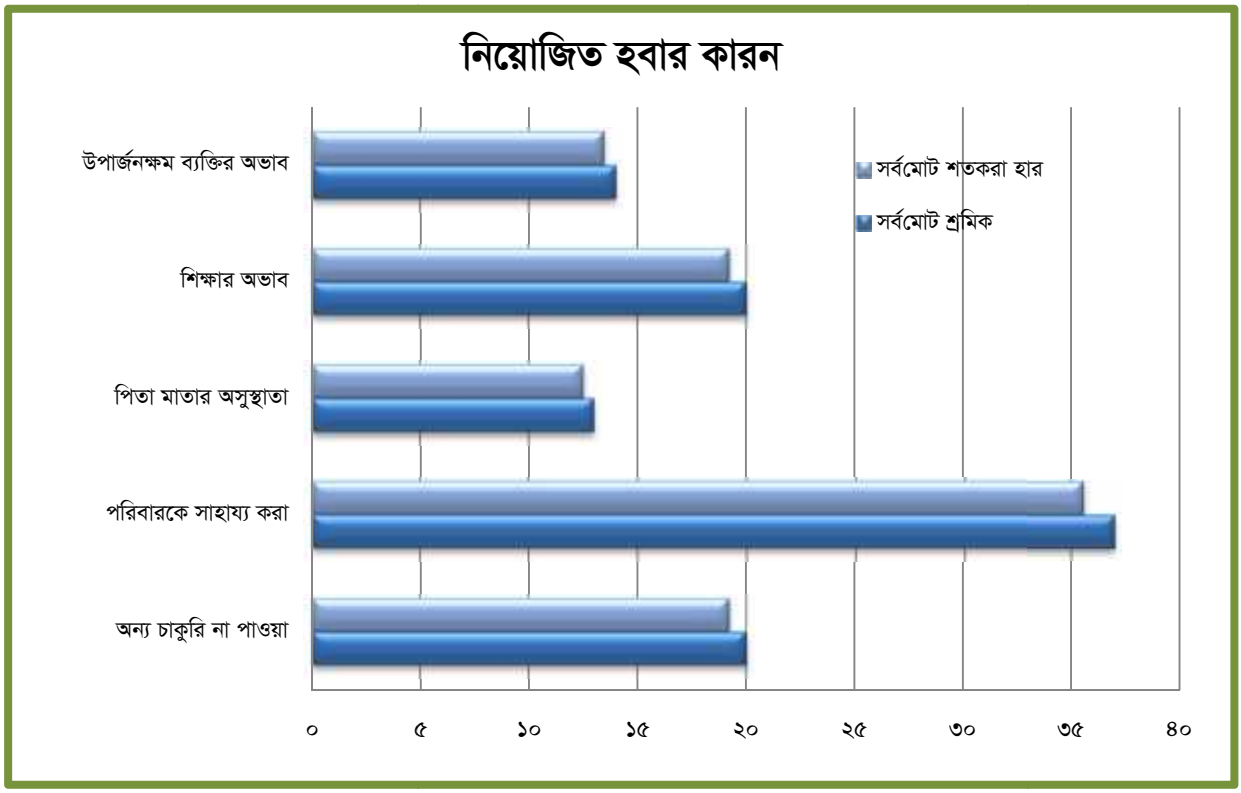

লেখচিত্র - ২১ ঃ

গামেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হবার কারন সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষনে দেখা যায়, সর্বোচ্চ প্রায় ৩৫.৫৮% শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কাজে নিয়োজিত হয়েছে। শিক্ষার অভাব ও অন্য চাকুরী না পাওয়ার জন্য প্রায় ১৯.২৩% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়েছে। পরিবারের উপার্যন ক্ষম ব্যক্তির অভাবের কারনে প্রায় ১৩.৪৬% শ্রমিক এবং অতিমাত্রায় অসুস্থ্যতার জন্য প্রায় ১২.৫০% শ্রমিক এ কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষর উপর গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে এ শিল্পে শিক্ষার অভাবে অন্য চাকুরী না পাওয়ার কারনে পিতা-মাতার অসুস্থতায় পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অধিক হারে নারী শ্রমিকরা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত হয়ে থাকে।

কাজের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	সারণী	৩৮

কাজের ধরন	ফ্লেক্সেন গ্রেস	কালার বো	গনসংখ্যা	শতকরা হার
সুপারভাইজার	১	০	১	০.৯৬
অপারেটর	২৮	১৬	৪৪	৪২.৩১
হেল্পার	২৩	৩৬	৫৯	৫৬.৭৩
সর্বমোট	৫২	৫২	১০৪	১০০

সারণী ৩৮ ঃ

উপরোক্ত সারনী বিশ্লেষনে দেখে বলা যায় প্রায় ৪২.৩১% নারী শ্রমিক অপারেটরের কাজে নিয়োজিত এবং মোট ৫৭.৬৯% নারী শ্রমিক হেল্পারের কাজ করে। গবেষণা এলাকার অধিকাংশ শ্রমিক হেল্পার হিসাবে কাজ করলেও এদেও প্রত্যেকের কাজের ধরনের আলাদা আলাদা নাম আছে। অর্থাৎ (হ্যান্ডিকম্যান পলিম্যান, ফিনিশিং ম্যান, ফোল্ডিংম্যান, স্পট ম্যান, ট্রায়াল ম্যান, মালবিছানো, মাল শুকানো, হ্যাংম্যান, ক্লিন ম্যান, ইত্যাদি)। গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকরা হেল্পর হিসাবেই বেশি নিয়োজিত হলেও ব্যতিক্রম হিসাবে গবেষণা এলাকায় ১জন নারী শ্রমিক সুপারভাইজার পদে নিয়োজিত আছেন। পরিশেষে বলাযায় গার্মেন্টস শিল্পে অপারেটর ও হেল্পারের সংখ্যা পর্যায়ক্রমিক ভাবে বেশি হলেও সুপারভাইজার ও ফ্লোর ম্যানেজার পদে নারী শ্রমিক একজনও নেই তা বলা যাবে না। সততা, একনিষ্টতা, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রে অধিক সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নারী শ্রমিকই পারে উচ্চ পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে।

কাজের ধরন সর্ম্পকিত তথ্যের বিন্যাস	লেখচিত্র	২২

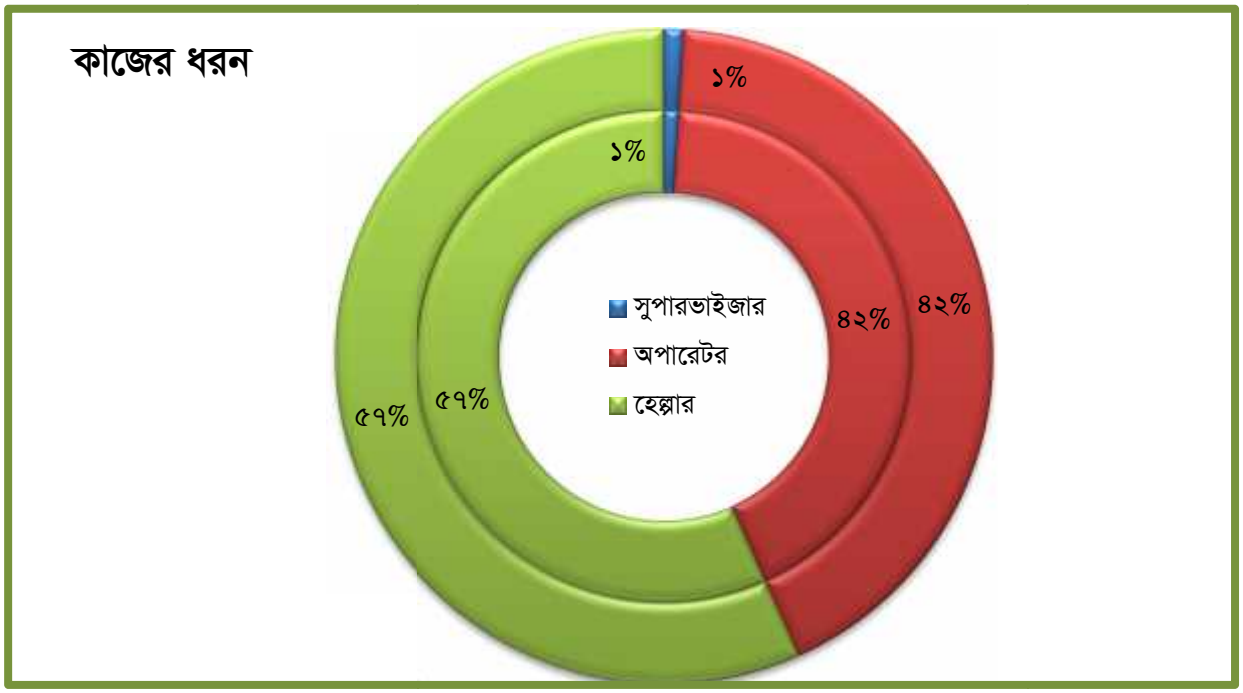

লেখচিত্র - ২২ ঃ

উপরোক্ত সারনী বিশ্লেষনে দেখে বলা যায় প্রায় ৪২.৩১% নারী শ্রমিক অপারেটরের কাজে নিয়োজিত এবং মোট ৫৭.৬৯% নারী শ্রমিক হেল্পারের কাজ করে। গবেষণা এলাকার অধিকাংশ শ্রমিক হেল্পার হিসাবে কাজ করলেও এদেও প্রত্যেকের কাজের ধরনের আলাদা আলাদা নাম আছে। অর্থাৎ (হ্যান্ডিকম্যান পলিম্যান, ফিনিশিং ম্যান, ফোল্ডিংম্যান, স্পট ম্যান, ট্রায়াল ম্যান, মালবিছানো, মাল শুকানো, হ্যাংম্যান, ক্লিন ম্যান, ইত্যাদি)। গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকরা হেল্পর হিসাবেই বেশি নিয়োজিত হলেও ব্যতিক্রম হিসাবে গবেষণা এলাকায় ১জন নারী শ্রমিক সুপারভাইজার পদে নিয়োজিত আছেন। পরিশেষে বলাযায় গার্মেন্টস শিল্পে অপারেটর ও হেল্পারের সংখ্যা পর্যায়ক্রমিক ভাবে বেশি হলেও সুপারভাইজার ও ফ্লোর ম্যানেজার পদে নারী শ্রমিক একজনও নেই তা বলা যাবে না। সততা, একনিষ্টতা, বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মক্ষেত্রে অধিক সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নারী শ্রমিকই পারে উচ্চ পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

গবেষনা এলাকায় তথ্য সংগ্রহের পূর্বে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সহায়তায় নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ হয়েছে। গবেষনা এলাকায় "ফ্লেক্সেন গ্রেস" ফ্যাক্টরিতে প্রতি ফ্লোরে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৪৫০, তার মাধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৩৮৫ জন এবং "কালার বো" ফ্যাক্টরির মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৪০ জন, তার মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৮০ জন। গবেষনা এলাকায়র অধিকাংশ নারী শ্রমিক এসেছে দারিদ্র ও নিম্ম আয়ের পরিবার থেকে এবং এদের অধিকাংশ শ্রমিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত। এস,এস,সি ও এই.এইচ. এস. সি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন নারী শ্রমিককের সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি তাদের কারিগরি অদক্ষতাও রয়েছে। গবেষনা এলাকায়র মধ্যে একটি প্রথম থেকেই গার্মেন্টস শিল্পের জন্য কাঠমোগতভাবে তৈরী। কাঠামোগতভাবে শিল্প উপযোগীভাবে তৈরী হলেও শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ যথোপযুক্ত নয়। অন্য ফ্যাক্টরিটি বসবাসের উপযোগি তৈরী বাড়িটি ভাড়া নিয়ে পরবর্তীতে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাই এখানেও শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশ যথোপযুক্ত নয়। গবেষনা এলাকায়তেই প্রবেশ করার ও বাহির হবার রাস্তাটা খুব চাপা। গবেষনা এলাকায়তে একসাথে অনেক শ্রমিক কাজ করে, তার উপর মেশিন, তৈরী পোষাক, সুতা, এলোমেলো ভাবে পরে থাকা বাতিল কাপড় ও বৈদ্যুতিক সংযোগের তার- সব কিছু মিলিয়ে একটি ঘিঞ্জি পরিবেশ বিরাজ করছে গার্মেন্টেস শিল্পে। গবেষনা এলাকার প্রতি ফ্যাক্টরিতেই জরুরী বর্হিগমনের ব্যবস্থা থাকলেও তা সবসময় বন্ধ

রাখা হয়, চুরির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্যবস্থা থাকলেও যে কোন ধরনের ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগুলো যথেষ্ঠ নয় এবং মানও ভালো নয়। অর্থাৎ বর্হিগমনের রাস্তাগুলো প্রসস্থ নয় এবং রাস্তাগুলো ছোট-বড় শুরকিতে ভরা এবং এখানে সেখানে ছোট ছোট গর্তও রয়েছে যা তাড়াহুড়োয় আরো বেশি বিপদের আশংকা থাকে।

শ্রমিকদের খাবার গ্রহন ও বিশ্রামের জন্য আলাদা কোন রুমের ব্যবস্থা গবেষনা ফ্যাক্টরির কোনটিতেই নেই। উত্তরদাতা শ্রমিকদের খাবার গ্রহনের ব্যবস্থা আছে বলতে, যে টেবিলে সে কাজ করে সেই জায়গা/টেবিলকে বুঝিয়েছে। গবেষনা ফ্যাক্টরির অধিকাংশ নারী শ্রমিক খাবার গ্রহনের জন্য বাড়িতে চলে যায়। আর যারা থাকে তারা খাবার গ্রহনের জন্য নিজ কর্মস্থলের টেবিলের নীচে বসে খাবার খায়। গবেষনা এলাকায়র নারী শ্রমিকরাই বিশুদ্ধ খাবার পানি গ্রহনের ক্ষেত্রে পানি বিশুদ্ধ করন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তারা অনেকেই জানে না। গবেষনা এলাকাতে ১টি মাত্র ফিল্টারের ব্যাবস্থা রয়েছে যা শ্রমিকদের পানির চাহিদা পূরনে যথেষ্ট নয় বলে মনে করা যায়। অন্যটিতে একটি বড় ড্রামের পানিকে বিশুদ্ধ পানি বলে জানে এবং পান করে। পানি বিশুদ্ধ করন প্রক্রিয়া হিসাবে তারা ড্রামের পানিতে পানি বিশুদ্ধ করন ট্যাবলেট ও ফিটকারীর ব্যবহারকে বুঝিয়েছে। অধিকাংশ শ্রকিকের মতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা থাকলেও প্রতি ৬৫ জন শ্রমিকের জন্য একটি টয়লেট হওয়ার কারনে বেশির ভাগ সময়ই তা পরিচ্ছন্ন থাকে না। তাছাড়া সাবান, সেন্ডেল, বদনা, টিস্যু ও তোয়ালে দিলেও তা চুরি হয়ে যায় ২/৩ দিনের মধ্যেই। তাই বেশির ভাগ সময় টয়লেটের এ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াই টয়লেট ব্যবহার করতে হয়। টয়লেটের নোংরা পরিবেশে না যাওয়ার জন্য অনেক নারী শ্রমিক বেশির ভাগ সময় টয়লেট আটকে রাখে ও পানি কম খায়, যার ফলে কিছু কিছু নারী শ্রমিক শারীরিকভাবে অসুস্থ্য হয়ে পড়েছে। গবেষনা এলাকায়র কর্ম পরিবেশে আলোবাতাসের পূর্ন সুবিধা থাকলেও তা সম্পূর্নভাবে আসে বৈদুতিকভাবে। অথচ বর্তমানে সারা বাংলাদেশে লোডশেডিং প্রকট আকার ধারন করেছে। লোডশেডিং এর সময় কাজ চালানোর জন্য গবেষনা এলাকায়গুলোতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। অধিকাংশ সময় জেনারেটরের উপর চাপ কমাতে দিনে অধিকহারে ফ্যান ও রাতে লাইট ব্যবহার করা হয়। চারপাশের পরিবেশ খুব খোলামেলা না হওয়ার কারনে ফ্যাক্টরিগুলোতে দিনে-রাতে উভয় সময়ে বৈদ্যুতিক আলোর প্রয়োজন পড়ে, যদিও অধিকাংশ সময়ে দিনে তা ব্যবহার করা হয় না, ফলে শ্রমিকদের চোখের সমস্যা ও মাথা ব্যাথ্যা দেখা দেয়। উৎসব ছুটি, সাপ্তাহিক ছুটি, সকাররি ছুটির ক্ষেত্রে গবেষনা এলাকায়র নারী শ্রমিকদের মতপার্থক্যর ভিত্তিতে বলা যায় যে, অধিকাংশ সময়

(বিশেষ করে শিপ্‌মেন্ট চলাকালে) নারী শ্রমিকেরা এ ধরনের ছুটি পান না। গবেষনা এলাকার উভয় ফ্যাক্টরিতেই অগিন্নর্নিবাপক ব্যবস্থা আছে এবং শ্রমিকদেরও সে সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেয়া হয়, যদিও অধিকাংশ নারী শ্রমিক মনে করেন যে. একা একজন নারীর পক্ষে এইসব ভারী যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শ্রমিকদের প্রশিক্ষন দেয়ার পাশাপাশি প্রতি তালার জন্য ৪/৫ জনের একটি পুরুষ দলকে অগ্নির্নিবাপক যন্ত্র চালনো ভালোভাবে প্রশিক্ষন প্রদান করা উচিৎ। শতর্কঘন্টা বাজার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত থাকলেও বিপদের সময় অশিক্ষত ও অর্ধশিক্ষিত নারী শ্রমিকেরা হতাশাগ্রস্থ

হয়ে পড়ে। ফলে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও কি করতে হবে বুঝে উঠতে পারে না। তাছাড়া গাবেষনা এলাকার ফ্যাক্টরি দু'টির কোনটিতেই এখনো কোন অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেনি বলে নারী শ্রমিকেরা উভয় ক্ষেত্রের কর্মপরিবশকে যথেষ্ট বলে মনে করে। প্রতি ফ্যাক্টরিতেই শ্রমিকেরা ১ ঘন্টা করে কর্মবিরতি পেয়ে থাকে। বিরতি সময় তারা বাসায় গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে আসে। কাজের মাঝে ১ ঘন্টা কর্মবিরতীকে নারী শ্রমিকেরা যথেষ্ট বলে মনে করেন। গবেষনা এলাকায়র নারী শ্রমিকেরা ওভার টাইম করছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওভার টাইম করনে তাদের পূর্ন সম্মতি ছিল। কারন হিসাবে বলা যায় যে শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি। গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের বেতন শ্রমিকদের প্রাপ্তির চেয়ে অনেক কম, তাই জীবনের প্রয়োজনে একটু বেশি অর্থ উর্পাজনের আশায় তারা নিজের ইচ্ছায় ওভার টাইম করে থাকে। তাছাড়া নারীদের কর্মপরিবেশ কর্ম উপযোগি না হওয়ায় একদিনের নির্ধারিত সময়ে নারী শ্রমিককেরা তাদের টার্গেট পূরন করতে পারে না, ফলে ওভার টাইমের মাধ্যমে টার্গেট পূরনে, কাজ করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সামর্থ না থাকলেও ওভার টাইম করতে আগ্রহী হয়। গবেষনা এলাকায়র নারী শ্রমিকদের বেতন ভাতা সর্ম্পূন ভাবে পরিশোধ করা হলেও তা মাসে ১/২ তারিখের মধ্যে দেয়া হয় না। ৫-১০ তারিখের মধ্যে যে কোন দিনে তাদের বেতন দেয়া হয় এবং বেতনের সাথে ওভার টাইনের ভাতা দেয়া হয় না। ওভার টাইমের জন্য গবেষনা এলাকায়গুলোতে ১১-২০ তারিখের যে কোন তারিখে দেয়া হয় এবং তা পূর্ব

নির্ধারিত কোন তারিখে দেয়া হয় না। এ ধরনের অনির্ধারিত সময় বেতন ও মজুরি দেয়া হয় বলে নারী শ্রমিকরা অর্থিক সমস্যায় পড়ে। গবেষনা এলাকায় শাস্তির ব্যবস্থা থাকালেও, শারীরিক ভাবে কোন শাস্তির ব্যবস্থা এখানে নেই। যে কোন ভূলের শাস্তি সরূপ ১ দিনের এক ঘন্টা ওভার টাইমের টাকা কাটা হয় এবং অনেক সময় শাস্তি মাফ হয়ে যায় তা পূর্ববতী ভাল কাজের ইতিহাসের মাধ্যমে। তাছাড়া প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় যে, গবেষনা এলাকায়র নারী শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক অংশগ্রহন কমিটি রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা তাদের বিভিন্ন রকম অভাব অভিযোগ, চাহিদার কথা মালিককে জানাতে পারে এবং এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, গবেষনা এলাকায়র নারী শ্রমিকেরা তাদের সমস্যার কথা মালিক পক্ষকে সরাসরি জানাতে পারে এবং এক্ষেত্রে চাকরি হারানো বা অন্যা কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার ভয় নাই। শ্রমিক, কমিটির মাধ্যমে বা সরাসরি যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তা সমাধানে মালিক পক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এখানে ভালো পায় বলে গবেষনা এলাকায়গুলোতে অধিকাংশ নারী শ্রমিক ২ থেকে ৫ বছর যাবৎ কাজ করছে। নিয়োগপত্র প্রাপ্তিতে নারী শ্রমিকদের মধ্যে মতপাথক্য থাকলেও প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে বলা যায় যে, নারী শ্রমিকরা (উভয় ফ্যাক্টরির) নিয়োগপত্র পায়নি, যা তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার আদায়ে ক্ষেত্রে লিখিত দলিল হিসাবে কাজ করে। নিয়োগপত্র না থাকার কারনে অনেক শ্রমিক হঠাৎ পূর্ব ঘোষনা ছাড়াই চাকরিচ্যুত হয়। তাছাড়া নিয়োগ পত্র না থাকার কারনে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকটির কাজ করার বৈধতা সর্ম্পকে সন্ধেহ থাকে। পূর্ব ঘোষনা ছাড়াই চাকরীচ্যুত হয় বলে অনেক শ্রমিক ওভারটাইমের টাকা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া শ্রম অধিকার সম্পর্কে অধিকাংশ নারী শ্রমিক জানেনা এবং প্রতিষ্ঠান থেকেও তা জানানোর প্রয়োজন মনে করেনা, কারন হিসাবে বলা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের কি কি অধিকার প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে তা শ্রমিকদের জানানো হলে মালিক স্বার্থ অর্জন ব্যহত হবে, তাই কোম্পানি থেকে শ্রমিকদেরকে শ্রম আইন সম্পর্কে জানানো হয় না। গবেষনা এলাকায়গুলোতে নারী শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবারাহের ব্যবস্থা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয় এবং তা সবসময়ের জন্য করা হয় না। মাঝে মাঝে একজন ডাক্তার এসে তাদের সমস্যার কথা শুনে (তাও পূরুষ ডাক্তার) কিছু ঔষধ দিয়ে যান। এভাবে হঠাৎ হঠাৎ মাত্র ১ জন ডাক্তারের

মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ সরবারহ করে নারী শ্রমিকদের প্রয়োজন সঠিক ভাবে পূরন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বলা যায় যে, শ্রমিকদের সুস্থ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে সার্বক্ষনিক ডাক্তারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া নারী শ্রমিকদের ছোটখাট দূর্ঘটনায় চিকিৎসার জন্য কোন ডাক্তারের স্মরনাপন্ন না হয়ে ফ্যাক্টরির Fist Aid Box ব্যবহার করা হয়। জরুরী প্রয়োজনের বড় ধরনের দূর্ঘটনায় শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য কোন এ্যম্বুলেন্সের ব্যবস্থা ফ্যাক্টরিতে না থাকলেও বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ফ্যাক্টরির বিভিন্ন কাজে ব্যবহারে গাড়ি, মালিক পক্ষের কারো গাড়ি বা ভাড়া গাড়ি দিয়ে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়। তাছাড়া ফ্যাক্টরিগুলোতে কর্মরত অবস্থায় কোন দূর্ঘটনায় আহত হলেই কেবল সেই শ্রমিককে চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হবে- অন্যাথায় নয়। এমনকি শারীরিক অসুস্থ্যতায় ছুটির আবেদন করলেও অনেক সময় তা নাকোচ হয়ে যায় ফ্যাাক্টরির কাজের ঝামেলার অজুহাতে। তাছাড়া অসুস্থ্যতা জনিত ছুটিতে নারী শ্রমিকদের বেতন কাটা হয় বলে অধিকাংশ নারী শ্রমিক অসুস্থ্য শরীরেও কর্মক্ষেত্রে আসে শুধুমাত্র সম্পূর্ন বেতন প্রাপ্তির আশায়।

গবেষনা এলাকায়র নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই হেল্পারও অপারেটার শ্রেনীর। যারা সাধারনত কাজ করে দাড়িয়ে এবং এক অপারেটর থেকে অন্য অপারেটরের কাছে ঘুরে ঘুরে। কাজের সময় নারী শ্রমিকরা অন্যান্য সহযোগিদের সাথে কথা বলতে ও বসতে পারেনা এবং এ ভাবেই দিনের পর দিন তাদেরকে দাড়িয়ে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে দাড়িয়ে কাজ করার জন্য তাদেরকে গবেষনা এলাকায়র একটি থেকে বালিশ প্রদান করলেও অন্যটিতে বালিস বা ম্যাট প্রদান করেনি। ঝুঁকি অনুসারে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কম করে হলেও গবেষনা এলাকায়গুলোতে থাকলেও শ্রমিকরা তা ব্যবহারে আগ্রহি হয় না । তাই বলা যায় যে, ফ্যাক্টরি থেকে নিরাপত্তা সামগ্রী (যেমন - হ্যান্ড গ্লোভস, হিয়ারিং প্যাড, মাস্ক, কুশন,) ব্যবহার বাধ্যতামূল করে দিলে ছোট খাটো দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব বলে মনে করা হয়। গবেষনা এলাকা দু'টি একটি পেইন্টিং ও অন্যাটি সেলাই এর মাধ্যমে পোষাক তৈরী সর্ম্পৃক্ত শিল্প। তাই উভয় ফ্যাক্টরিতে নারী শ্রমিককে প্রচন্ড শব্দের ও উৎকট বায়ু দূষনের মধ্যে কাজ করতে হয়। যা শ্রমিকদের শারীরিক সুস্থ্যতার অন্তরায়। গবেষনা

এলাকায়গুলোতে বিবাহিত শ্রমিকের চেয়ে অবিবাহিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তাই গবেষনা এলাকায়গুলোতে স্বল্প সংখ্যক মা-নারী শ্রমিকের সন্তানদের যত্নের দিকটি উপেক্ষিত রয়েছে। তাছাড়া মাতৃত্বকালিন ছুটির ব্যবস্থা এখানে থাকলেও তার প্রয়োগে মত পার্থক্য রয়েছে। মা শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ার কারনে অনেক অবিবাহিত শ্রমিক ও নতুন নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালিন ছুটি, বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রাপ্তি ও গর্ভাবস্থায় বিশ্রামের সুব্যবস্থা আছে কি না সে সম্পর্কে জানে না। যারা জানে তাদের অধিকাংশই সহকর্মীর কাছ থেকে শুনেছে বা কোন নারী শ্রমিককে দেখেছে। গবেষনা এলাকার নারী শ্রমিকেরা যৌথ পরিবার থেকে এসেছে এবং কাজে নিয়োজিত হবার পেছনে মূল কারন হল পরিবারকে সাহযোগিতা করা। গবেষনা এলাকায় দেখা গেছে যে, গড়ে ২৬ বছরের নারী শ্রমিককেরা এই শিল্পে নিয়োজিত। এবং নারী শ্রমিকদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে শ্রমিকদের সংখ্যা কমতে থাকে। তাছাড়া সংখ্যায় কম হলেও শতকরা ৭.৬৯ শতাংশ নারী শ্রমিকের বয়স ১০-১৪ বছরের মধ্যে, যা কিনা শিশু শ্রম হিসাবে গন্য। শিশুদের কাজে নিয়োগ দান আইনগত দন্ডনীয় হওয়া সত্ত্বেও এই শিল্পে প্রায়শঃই শিশু নারী শ্রমিক নিয়োজিত হচ্ছে। এর কারন হিসাবে গবেষনায় দেখা গেছে যে, উল্লেখিত নারী শ্রমিকদের তাদের সঠিক বয়স লুকিয়ে কাজে নিয়োজিত হয়েছে। সঠিক বয়স বললে কাজে যোগ দিতে পারে না। অন্যদিকে কাজ না করলে অভাবের করনে জীবন দিতে হবে। তাই জীবনকে বাঁচাতে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কাজে যোগ দিচ্ছে। উল্লেখিত গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, গবেষনা এলাকায় একটি নারী শ্রমিকের ন্যুনতম মজুরী ৩০০০ টাকা করা স্বত্ত্বেও ২৫০১ টাকা মজুরীতে নারী শ্রমিকদের কাজ করাচ্ছে। তাই বলা যায় যে, নারী শ্রমিকরা এই শিল্পক্ষেত্র থেকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ন্যুনতম মজুরীটুকুও সঠিকভাবে পাচ্ছে না। তাই বলা যায় যে, ন্যায্য মজুরী প্রাপ্তিতে এই শিল্পের নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চিত, গবেষনা এলাকায় নারী শ্রমিকদের কাজের ধরন ভিন্ন হলেও গবেষনায় দেখা যাচ্ছে যে, এই শিল্পের নারী শ্রমিকরা মূলতঃ হেল্পার ও অপারেটর শ্রেণীর এবং এই ক্ষেত্রে ভাল কাজ দেখানোর সুযোগ কম থাকে, এবং ভাল কাজ দেখিয়ে পদোন্নতির সুযোগ কম থাকে বলে কোন দায়িত্বশীল পদে নারী শ্রমিকরা নিয়োজিত হতে পারে না। গবেষনা এলাকায় নারী শ্রমিকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকলেও তা যথেষ্ট নয় বলে

মনে করা যায়, কারন প্রশিক্ষনের জন্য কোন প্রশিক্ষন দলের সাহায্য না নিয়ে সুপারভাইজারকে দিয়ে প্রশিক্ষনের কাজটি করানো হয়। তাই শ্রমিকদের প্রশিক্ষনের জন্য দলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফলের পর্যালোচনা শেষে বলা যায় যে, গার্মেন্টস শিল্প বিভিন্নমুখী সমস্যায় জর্জরিত একটি শিল্প। অথচ এই শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে গোটা দেশের অগ্রগতি নির্ভর করছে। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এই শিল্পের উন্নয়নে দ্রুত যথপোযুক্ত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

গার্মেন্টস শিল্পের সীমাবদ্ধতা

গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানসমূহের এমন অনেক দিক আছে যা যুগ যুগ ধরে বাইরে সামান্যই প্রকাশ পায়। তবে পজেটিভ দিক সমূহ খুব তাড়াতাড়িই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি সেটা নেগেটিভ বা নেতিবাচক হয়ে থাকে তবে তা যতদূর সম্ভব চাপিয়ে রাখা হয়। অনেক গার্মেন্টস কর্মী আছে যারা এসব ঘটনার কথা ভুলে যেতে চান (যেমনঃ যৌন হয়রানি) কারণ সেটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক বলে ভাবেন না তারা। সমাজে কোন মেয়েদের খারাপ কথা ছড়িয়ে পড়লে তার পক্ষে স্বাভাবিক জীবন ধারণ করা খবু কঠিন হয়ে পড়ে। সমাজের লোকজন খারাপ দৃষ্টিতে দেখে, এ সমস্যা অনেক নারী শ্রমিককে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। অনেকক্ষেত্রে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক নারী শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তবে অন্যান্য অনেক নেতিবাচক দিক রয়েছে যা গার্মেন্টস শিল্পের সীমাবদ্ধতার আওতায় পড়ে । তা হলোঃ-

- গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান সমূহের অবকাঠামোগত অবস্থা খুব বেশী উন্নত নয়, কারণ অধিকাংশ বাড়ীই করা হয়েছিল বসবাস বা অন্যকোন কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিন্তু সময়ের চাহিদা মেটাতে গিয়ে আজ সেগুলো গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান তাই যথাযথ অবকাঠামোগত অবস্থার উন্নয়ন সেখানে সম্ভব ছিল না।
- চলাচলের জন্য যে প্রশস্ত সিঁড়ির দরকার তা অনেক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে অপর্যাপ্ত। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুন লাগলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে সিঁড়ির তার দুরাবস্থা অধিকাংশ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে লক্ষণীয়।
- একজন শ্রমিকের কাজের জন্য যে পরিমাণ যায়গার প্রয়োজন তা প্রায় সব গার্মেন্টসেই নেই। বেশ ঠাসাঠাসি করে বসে তাদের কাজ করতে হয়। কোন রকম বসতে পারে এ রকম যায়গায় বসে তাদের ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করতে হয়।
- পুরুষ সহকর্মীর দ্বারা অনেক নারী শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হন যা অনেক ক্ষেত্রে কারও সাথে বলতে চান না মহিলা শ্রমিকরা।
- কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ পানি থাকা আবশ্যক কিন্তু অনেক গার্মেন্টসে বিশুদ্ধ পানির সু-ব্যবস্থা নেই।

- গার্মেন্টস সমূহের টয়লেটের ব্যবস্থা থাকলেও অনেক টয়লেটের মান খুবই নিম্মস্তরের, ফলে অনেকেই সেখানে যাওয়ার ইচ্ছ পোষণ করেন না।
- সুপারভাইজারদের বার বার কাজে তাগাদা দেওয়ার কারণে অনেক গার্মেন্টস শ্রমিক তাড়াহুড়া করে কাজ করতে গিয়ে ছোট খাট ভুল ত্রুটি করে ফেলেন। যার জন্য তাদের অনেক বকা শুনতে হয় এমনকি অনেকক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়।
- অনেক সময় তাড়াহুড়া করে কাজ করতে গিয়ে ছোট খাট দুর্ঘটনার (সূচ ফোটা, আঙ্গুল থেতলে যাওয়া, মেশিনে ওড়না জড়িয়ে যাওয়া) শিকার হন শ্রমিকরা যার জন্য তাদের কাজ করতে অসুবিধা হয়, এ সুযোগে অনেক মালিক তাদের কর্ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেন।
- শ্রমিকরা যানেন না তাদের শ্রম ঘন্টা কত বা ওভারটাইমের জন্য ঘন্টা প্রতি তাদের মজুরী কেমন আর এ সুযোগে মালিক পক্ষ তাদের ঠকিয়ে থাকেন।
- মালিক পক্ষ অনেক সময় তাদের খেয়াল খুশিমত অনেক শ্রমিককে বরখাস্ত করেন বা চাকুরী থেকে একেবারেই অব্যাহতি দেন যা সত্যিই অমানবিক।
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের Security Money হিসাবে অনেক টাকা (কয়েক মাসের বেতন) জমা রাখতে হয়, যা কোন কারণে চাকুরী চলে গেলে আর পাওয়া সম্ভব হয়না।
- অধিকাংশ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে কারখানা আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। ফলে শ্রমিকরা তাদের অনেক ন্যায্য দাবী দাওয়া থেকে বঞ্চিত হন।("এম এস এস (১৯৯৯-২০০০) " সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)
- উল্লেখিত বিভিন্ন নেতিবাচক দিকসমূহ ঢাকা শহরের অনেক গার্মেন্টসে পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে বিপরীত চিত্র অর্থাৎ ভালো কোন গার্মেন্টস প্রতিষ্টান নেই এমন কথা বলা যাবে না, অনেক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানই এসকল দিক দিয়ে যথেষ্ট ভালো অবস্থানে আছে। তবে ভালোর থেকে তুলনামুলকভাবে নেতিবাচকের পাল্লাটা মনে হয় একটু ভারী। ("এম এস এস (১৯৯৯-২০০০) " সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

সুপারিশ মালা

জনসংখ্যার একটি বিশাল নারী অংশ গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও এই শিল্পের কর্মপরিবেশ নারী শ্রমিকদের কাজের উপযোগি নয়। গবেষনায় দেখা গেছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে মাঝে দিন রাত ১২-১৮ ঘন্টা কাজ করতে হয়। দীর্ঘ সময় যে কর্ম পরিবেশে তারা তাদের জীবনের বেশির ভাগ সময় পার করে সেই কর্ম পরিবেশটাই নারী শ্রমিকদের কর্মের অনুকূল নয়। আর কর্মের প্রতিকূল পরিবেশে কঠোর পরিশ্রম করেও সঠিক সাফল্য সম্ভব নয়। গার্মেন্টস শিল্পকে আরো বেশি সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হলে গবেষকের ভাষায় যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে তা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো কে বসবাসের উপযোগি বাড়িকে ফ্যাক্টরিতে রূপান্তর না করে গার্মেন্টস শিল্প উপযোগি করে বানাতে হবে।
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোকে তৈরী করতে হবে। স্বল্প পরিসরে বাসাবাড়িতে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি না বানিয়ে বড় জায়গা নিয়ে বানাতে হবে। ফ্যাক্টরির সামনে পেছনে বেশ খোলা জায়গা রাখতে হবে।
- ফ্যাক্টরির চারপাশে ফল ও কঠের গাছ লাগালে পরিবেশ যেমন রক্ষা পাবে তেমনি শ্রমিকরাও ফল খেয়ে উপকৃত হবে।
- প্রতি ফ্যাক্টরিতে আলাদা করে কর্মস্থল থেকে একটু দুরে একটি গুদাম ঘর থাকবে যেখানে তৈরী কাপড়ের বান্ডিল, কার্টন রাখা যায়। এতে দূর্ঘটনায় ক্ষতির পরিমান কমবে।
- গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে সাধারনত ইলেকট্রিক শর্টসার্কিটের মাধ্যমেই বেশি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। তাই প্রতি মাসে ১৫ দিনে একবার করে ইলেকট্রিক মেক্যানিক এনে তা পরীক্ষা করে নিয়া উচিত।

- পর্যপ্ত পরিমানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষন দেয়ার পাশাপাশি প্রতি ফ্লোরে বা প্রতি ফ্যাক্টরিতে ৫/৬ জনের একটি দল রাখা উচিৎ যারা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র চালানর ক্ষেত্রে অনেক বেশি দক্ষ। অগ্নির্নিবাপক যন্ত্র চালানর ক্ষেত্রে নারীদের চেয়ে পুরুষকে বেশি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা উচিৎ। কেননা নারী শ্রমিকদের মতে অগ্নির্নিবাপক যন্ত্রটি অনেক ভারী থাকে একজন নারী শ্রমিকের পক্ষে তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

- শ্রমিকদের সুস্থ্যতা ও নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ দিয়ে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো উচিৎ। কর্তৃপক্ষ থেকে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য কাজের উপযোগি হ্যান্ড গ্লোভস , হিয়ারিং প্যাড, মাস্ক, কুশন, প্রদান করা উচিৎ। কাজ উপযোগি নিরাপত্তা সামগ্রি প্রদান ও ব্যবহার বাধ্যতা মূলক করা উচিৎ।
- ফ্যাক্টরীগুলোতে সোলার প্যানেল বসিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে বিদুৎতের চাহিদা মিটানর ব্যবস্থা করা উচিৎ।
- প্রতি ফ্যাক্টরিতে একটি করে কমন রুম ও ক্যান্টিনের ব্যবস্থা রাখা উচিৎ।
- কর্মরত নারী শ্রমিকদের সন্তানদের ও দেখাশোনার জন্য শিশু যত্ন কেন্দ্র ও লেখা পাড়ার জন্য বৃত্তি মূলক স্কুল পদ্ধতি চালু করা উচিৎ।
- শ্রমিকদের সাস্থ্য সেবার জন্য সর্বক্ষনিক ভাবে একজন মহিলা ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৃত্তিমূলক কর্মপদ্ধতি চালু করতে হবে। অর্থাৎ যে নারী শ্রমিকের কাজে কোন ভূল বা ত্রুটি না পাওয়া যাবে তার ১ম মাসের অসুস্থ্যতার খরচ মালিক পক্ষ বহন করবে এভাবে পর ছয় মাস যদি নির্ভূল কাজ পাওয়া যায় তাহলে তার শিশু সন্তানের ছয় মাসের শিক্ষা খরচ কর্তৃপক্ষ বহন করবে। তাহলে কাজের মান উন্নত হবে এবং শ্রমিকরা উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে।
- গার্মেন্টস শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এই শিল্পকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হলে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু আইন প্রনয়ন করে, নতুন মজুরী কাঠামো ঘোষনা করে দিলেই হবে না, ঘোষনা অনুযায়ী শ্রমিকদের ফ্যাক্টরিতে ন্যায্য মজুরী প্রদান করছে কিনা তা পর্যবেক্ষনের জন্য কমিটি গঠন করে অমান্য কারী প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি স্বরূপ জরিমানা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা উচিৎ।
- যে সকল ফ্যাক্টরিতে ১৫ বছরের নীচে নারী শ্রমিকদের নিয়োজিত করা হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রতি একজন শিশু শ্রমিকের জন্য ১লাখ টাকার জরিমানা ধার্য করে দেয়া উচিৎ। অনাদায় ৬ মাসের স্বশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা উচিৎ।
- প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে একজন করে মহিলা সমাজকর্মী রাখা সরকার কতৃক বাধ্যতা মূলক করে দেয়া উচিৎ।
- জরুরী বর্হিগমনের দরজা ২ (দুই) এর অধিক হওয়া বাঞ্চনীয়। অনেকগুলো দরজা হলেই হবে না তা সবসময় খোলা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে গেইট ম্যানকে অধিক বেতন (অর্থাৎ তার প্রাপ্ত বেতনের ৪ (চার) গুন বেশি বেতনে) নিয়োগ দিতে হবে যাতে

করে সে কোন রকম চুরির সাথে যুক্ত না থাকতে পারে। কেননা অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। যদি গেইট ম্যানকে বেশি বেতন দিয়ে তার অভাব দূর করা হয় তাহলে সে তার ডিউটি সঠিক ভাবে পালন করতে বাধ্য থাকবে।

- প্রতিটি গেইট ম্যানের জন্য সঠিক দায়িত্ব পালনের পূরস্কারের ব্যবস্থা রাখলে তাদের মধ্যে কাজ করার উৎসাহ বেড়ে যাবে।
- শ্রমিকদের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত সেনিটেশন ব্যবস্থা করতে হবে। এবং পর্যাপ্ত পানি, সাবান টিস্যু, সেন্ডেল ও তোয়ালের ব্যবস্থা টয়লেটে রাখা উচিৎ।
- *প্রয়োজনে হাত মুখ ধোয়া, খাওয়ার আগে ও পরে হাত* ধোয়ার জন্য আলাদা ধোয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ কাজের জন্য টয়লেটকে ব্যবহার করা মোটেও সাস্থ্য সম্মত নয়।
- শ্রমিকের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ কমাতে দুই সিফটে কাজ করানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাতে কাজ করার জন্য অধিক হারে পূরুষ নিয়োগ দিলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলোতে নারী শ্রমিকদের উপর যৌন নির্যাতন কমবে।
- আইন প্রনয়নের মাধ্যমে প্রতিটি শ্রমিককে নিয়োগ পত্র প্রদান করা সরকার কতৃক বাধ্যতামূলক করা দেয়া উচিৎ। তাহলে শ্রমিক বঞ্চনার হার কমবে।
- ভালো কাজের বিনিময়ে পদন্নতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। কেবল পূরুষরাই সুপারভাইজার বা প্রডাকশন ম্যানেজার হতে পারে তা নয়। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নারী শ্রমিকদেরকে এধরনের দায়িত্বপূর্ন কাজে নিয়োজিত করলে নারী শ্রমিকদের মধ্যে ভালো কাজ করার উৎসাহ বাড়বে।
- সর্বপরি মালিক শ্রমিক সর্ম্পককে অনেক বেশি আন্তরিক ও প্রানবন্ত করা উচিৎ। মলিক পক্ষের উচিৎ শ্রমিকদের সমস্যা ও চাহিদাগুলোকে আন্তরীকতার সাথে বিবেচনায় আনা এবং শ্রমিকদের উচিৎ তাদের সমস্যা ও চাহিদার কথা খোলা মেলা ভাবে মালিক পক্ষের সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান সমস্যা ও চাহিদার সমাধানে এগিয়ে আসা। উভয় পক্ষের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আন্তরিক ও সহজ আচরনই পারে সম্ভাবনাময় এই শিল্পকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত সুপারিশ মালা সমূহ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে মনে হয়। তাছাড়া প্রদত্ত সুপারিশ মালার বাইরেও যথাযথ শ্রমও নিরাপত্তামূলক আইন প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন, বৈদেশিক

সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার এবং মালিক পক্ষকে নিজেদের স্বার্থের উর্ধে শ্রমিক স্বার্থকে মূল্যায়ন করা উচিৎ। আর এভাবে গার্মেন্টস শিল্পে নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে বলে গবেষক মনে করেন।

উপসংহার

আমাদের দেশের নিম্ন বিত্ত পরিবারের উপার্যনের ক্ষেত্র হিসাবে গার্মেন্টস শিল্প বিশেষ ভুমিক রাখছে। অনেক প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে গার্মেন্টস শিল্প কারখানাগুলো বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েও দেশের রপ্তানী আয়ে ব্যপক ভূমিকা পালক করে চলেছে। তুলনামূলক ভাবে কম বিনিয়োগ করে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নজির অন্যকোন শিল্প খাতে নেই। দেশের দুঃস্থ, গরীব, নিম্নবিত্ত, অসহায় নারীদের শিল্প কারখানায় কাজের সুযোগ করে দিয়েছে এই শিল্প। এই শিল্পের মাধ্যেমে নারীর আর্থসামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দেশের উন্নয়নে এই গুরুত্বপূর্ন শিল্পখাতকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বরং এখাতের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে দ্রুততার সাথে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্প নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেও এই শিল্প বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত ও সাধারন পরিবারের জন্য অপরিহার্য একটি শিল্প। এখনে তাদের মজুরী সুযোগ সুবিধা কম হলেও অন্য কোন খাতে নিয়োজিত থাকলে বা বাড়িতে বেকার অবস্থায় থাকলে তাও পেত না। তাছাড়া এই শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিক অশিক্ষিত, সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন বা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। একারনে অন্যকোন ভাল চাকুরী পাওয়া তাদের জন্য সম্ভব হয় না বলে গভীর অনিশ্চয়তার মাঝে একটুখানি আশার আলো হয়ে দেখা দেয় এই শিল্প।

গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের কর্মপরিবেশ জানার জন্য মাত্র দুটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি থেকে ১০৪ জন শ্রমিকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নারী গার্মেন্টস শ্রমিকের কর্মপরিবেশ সম্পর্কে ফলাফলের সঠিক ও সার্বজানী ও প্রতিনিধিত্ব অনেকটা ক্ষুন্ন হলেও গবেষকের সময় ও সামর্থের প্রেক্ষিতে তা যথার্থ হয়েছে বলে মনে করা যায়। ইতিপূর্বে ব্যবহারিক গবেষনা বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব ও কার্যক্রমের সঠিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য রির্পোট তৈরীতে বেশ দেরী হলেও গবেষকের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের প্রেক্ষাপটকে এটি অনেক সমৃদ্ধ করেছে এ দাবী নির্দিধায় করা যায়।

গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের কর্মনিরাপত্তা ও কর্মসন্তুষ্টি নিশ্চিত করণের জন্য প্রয়োজন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, যথাযথ শ্রম নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার ও সর্বোপরি মালিক পক্ষকে মনে রাখতে হবে যে গার্মেন্ট শ্রমিকদের কর্মনিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করাটা কেবল শ্রমিকের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় নয়, মালিক এবং দেশের স্বার্থেও তা জরুরী।

এই গবেষনা প্রতিবেদনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশের বর্তমান অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য ভিত্তিক সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পেরে গবেষক নিজেকে ধন্য মনে করছে। গবেষনা প্রতিবেদনটি গবেষনা জগতে ক্ষুদ্রতম একটি স্থান দখল করতে সক্ষম হলেই গবেষকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করা হবে।

পরিশিস্ট

শব্দ সংক্ষেপ

BATEXPO	Bangladesh Apparel and Textile Exposition
BGMEA	Bangladesh Garment Manufacturer's and Export Association
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BNGWF	Bangladesh National Garments Workers Federation
EPB	Export Promotion Bureau
GOB	Government of Bangladesh
MOU	Memorandum Of Understanding
MSH	Management Science for Health
NIPSOM	National Institute of Preventive and social Medicine
RMG	Ready Made Garment
TDA	Trade and Development Act
UCEP	Underprivileged Children's Education Program
UNFPA	United Nation Fund for Population Activities
UNICEF	United Nations Children's Emergency Fund

সাক্ষাৎকার অনুসূচী

(ক) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য ঃ

১. নাম	ঃ				
২. বয়স	ঃ				
৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	ক) অশিক্ষিত, উচ্চ মাধ্যমিক	খ) স্বাক্ষর জ্ঞান,	গ) প্রাথমিক,	ঘ) মাধ্যমিক,
৪. ধর্ম	ঃ	ক) ইসলাম,	খ) হিন্দু,	গ) অন্যান্য	
৫. বৈবাহিক অবস্থা	ঃ	ক) বিবাহিত,	খ) অবিবাহিত,	গ) তালাকপ্রাপ্তা,	ঘ) অন্যান্য
৬. মাসিক আয়	ঃ				
৭. পারিবারিক কাঠামো	ঃ	ক) একক পরিবার,	খ) যৌথ পরিবার,	গ) অনাথ,	ঘ) পেয়িং গেস্ট
৮. স্বামী/ অভিভাককের পেশার ধরন	ঃ	ক) চাকুরী, অন্যান্য	খ) ব্যবসা ,	গ) রিকশা চালক,	ঘ) দিনমজুর,
৯. বাসস্থানের ধরন	ঃ	ক) টিনসেড ,	খ) টিনের ঘর ,	গ) পাকা ঘর,	ঘ) অন্যান্য
১০. বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা	ঃ	ক) গ্যাস ,	খ) পানি ,	গ) বিদ্যুৎ ,	ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা
১১. বর্তমান ঠিকানা	ঃ				
১২. স্থায়ী ঠিকানা	ঃ				

(খ) উদ্দেশ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

১.	আপনি এখানে কি কাজ করেন?	ঃ		
২.	কতদিন যাবৎ এখানে কাজ করছেন?	ঃ		
৩.	নিয়োজিত হবার কারন কি?	ঃ		
৪.	নিয়োগ পত্র পেয়েছন কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
৫.	আপনাকে এখানে কতক্ষণ থাকতে হয়?	ঃ		
৬.	কর্মসময়ে বিরতির ব্যবস্থা আছে কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
৭.	আপনার সহযোগী কেউ আছেন কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
৮.	চারপাশের মেশিনের আওয়াজে আপনার কাজের কোন সমস্যা হয় কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
৯.	আপনি বসে কাজ করেন কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
১০.	আপনার রুমে ফ্লোর ম্যাট আছে কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
১১.	আপনি কখনো ওভার টাইম করেছেন কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
১২.	ওভার টাইম করায় আপনার পূর্ণ সম্মতি ছিল কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
১৩.	ওভার টাইমের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হয় কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না
১৪.	কতদিনের মধ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়?	ঃ		
১৫.	কখনো ওভার টাইমের ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কি?	ঃ	ক) হ্যাঁ	খ) না

১৬. আপনার কর্মক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

১৭. সাপ্তাহিক ছুটি,উৎসব ছুটি, সরকারী ছুটি পান কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

১৮. আপনার কর্মস্থলে বিনোদনের ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

১৯. বাৎসরিক কোন ভোজের আয়োজন করা হয় কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২০. আপনাকে কখনো ভ্রমনের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২১. আপনার কর্মস্থলে শাস্তি / জরিমানা ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২২. আপনার কর্মস্থলে শ্রমিক অংশ গ্রহনে কমিটির ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২৩. আপনার কর্মস্থলে শ্রমিকের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২৪. আপনার কর্মস্থলে শ্রম আইন সর্ম্পকে সর্ম্পকে জানার ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২৫. আপনার কর্মস্থলে ফ্যান আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২৬. আপনার কর্মস্থলে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২৭. আপনার কর্মস্থলে খাবার গ্রহনের সুব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২৮. আপনার কর্মস্থলে পয়ঃনিস্কাসনের সুব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

২৯. মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩০. মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আপনাকে বেতন দেয়া হয়েছিল কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩১. গর্ভাবস্থায় কর্মকালে অতিরিক্ত কোন সুবিধা/বিশ্রাম আপনাকে দেয়া হয়েছিল কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩২. আপনি যে কাজ করেন তাতে আপনার শরীরের কোন ক্ষতি হচ্ছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩৩. আপনার কর্মস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩৪. জরুরী পরিস্থিতিতে হাসপাতালে নেয়ার জন্য এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩৫. আপনার কর্মস্থলে লোডসেডিং এর বিকল্প কোন ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩৬. বিপদজনক পরিস্থিতিতে জরুরী বহির্গমনের ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩৭. আপনি এটাকে যথেষ্ট নিরাপদ উপায় বলে মনে করেন কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩৮. জরুরী বহির্গমনের দরজাটি সবসময় তালাবদ্ধ থাকে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৩৯. আপনার কর্মক্ষেত্রে অগ্নির্নিবাপক যন্ত্র আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৪০. আপনি তা ব্যবহার করতে জানেন কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৪১. কর্মক্ষেত্রের কোথাও আগুন লেগে গেলে শতর্কঘন্টা বাজানোর ব্যবস্থা আছে কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৪২. শতর্কঘন্টা বাজলে কি করতে হয় আপনি তা জানেন কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৪৩. পুরুষ সহকর্মী দ্ধারা কখনো বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছেন কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

৪৪. আপনার কর্মক্ষেত্রে কোন প্রশিক্ষনদাতা আছেন কি? ঃ ক) হ্যাঁ খ) না

আপনার সাথে কথা বলে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনি আপনার মূল্যবান সময়টুকু আমার সাথে ব্যয় কারার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

স্বাক্ষর

সাক্ষাৎকার গ্রহীতার মতামত ঃ

স্বাক্ষর

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১. Asif Mahmud Onik : The levels of Employees satisfaction of RMG sector, University of Liberal Arts Bangladesh-2011.

২. Begum Najmir Nur: Women in readymade garment Industries: Issues and Concerns: The journal of social development. Vol-12, No-1.December.1997.

৩. Begum Najmir Nur: Low Income Families of Metropolitan Dhaka. Dhaka center for family services 1994.

৪. BGMEA Yearly Wise growth of Garment Features in Bangladesh. BGMEA, BZB Web Portal-2013.

৫. Institute for global labour and human Right – November-2010.

৬. Institute for global labour and human rights, 5 gateway center, 6th floor Pittsburgh, PA 15222 August 14, 2010.

৭. Libcom Org Red Marrioth æDeath traps works, home, Fire and the poor in Bangladesh 2010.

৮. M.D. Aminul Islam Khan Labour Unrest in the RMG Sector of Bangladesh.2011.

৯. M.M. Shahnewaz Kabir Shawon, Deeper look into RMG Sector of Bangladesh", BRAC. EPL. 10thApril.2011.

১০. Momtaj Jahan - Women workers in Bangladesh Garments Industry: A study of the work environment" International Journal of Social Science Tomorrow. Vol-1, No-3, Mog-2012.

১১. Syeda Sharmin Absar - National Center for Development studies, The Australian National University Conditions, Concerns and Needs of garment workers in Bangladesh -2010.

১২. Syful Islam : In Bangladesh Garment Workers payday not a sure thing" American Reporter Correspondent Dhaka Bangladesh. Vol-16, No-4364. December 2011.

১৩. Women workers in Bangladeshi Garment sector. WAR on WANT Stitched up

১৪. Zohir Salma Chowdhuri and Majumder Pratima Paul, Garment workers in Bangladesh economic, Social and Health condition. Research monograph. No-18, BIDS. Dhaka, Bangladesh 1998.

১৫. মোহাম্মদ শাহীন খান, জাকিয়া সুলতানা ও মোহাম্মদ মাইনউদ্দীন মোল্লা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের কর্মনিরাপত্তাও কর্মসন্তুষ্টিঃ একটি সমীক্ষা, ক্ষমতায়ন-২০০৬; সংখ্যা-৮, পৃষ্ঠা -৩১-৪৬।

১৬. দাস, জন অজিত, ১৯৯৯। "গার্মেন্টস শ্রমিকদের জীবন এখনও নিরাপদ নয়।" বুলেটিন আইন ও সালিস কেন্দ্র, ডিসেম্বর -ঢাকা।

১৭. পাল মজুমদার, প্রতিমা ১৯৯৮, Health states of the Garment workers is Bangladesh: Finding from a survey of Employers and Employs" MIRO. BIDS. Dhaka.

১৮. এম এস এস (১৯৯৯-২০০০) "ঢাকা শহরের গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরী ও কর্ম সন্তুষ্টি একটি সমীক্ষা।" সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯. ২০০১, "কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিঃ পোষাক শ্রমিকের মানসিক সাস্থ্য" বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, সপ্তদশ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, বিআইডিএস -ঢাকা বাংলাদেশ।

২০. মাহাজাবীন সুলতানা ও মো এনামুল হক ঃ- "লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীর নিরাপত্তা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"। ক্ষমতায়ন, ২০০২, সংখ্যা-৪, পৃষ্ঠা ১৩-২৬।

২১. শামসুন নাহার ঃ- কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি। ক্ষমতায়ন, ২০০৩, সংখ্যা-৫, পৃষ্ঠা ৮৩-১০৮।

২২. প্রতিমা পাল মজুমদার ঃ- বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক কর্তৃক "ডিসেন্ট ওর্য়াক" এর অধিকার অর্জনের ব্যপ্তিঃ একটি জেন্টার ভিত্তিক আলোচনা। ক্ষমতায়ন, ২০০৩, সংখ্যা-৫, পৃষ্ঠা ৩৭-৫৮।

২৩. প্রতিমা পাল মজুমদার ঃ- "শ্রমিকের অধিকারের উপর বিশ্বায়নের প্রভাবঃ একটি জেন্ডার ভিত্তিক আলোচনা" ক্ষমতায়ন, ২০০৫, সংখ্যা-৭, পৃষ্ঠা ১-১৬।

২৪. মোহাম্মদ শাহীন খান, জাকিয়া সুলতানা ও মোহাম্মদ মাইনউদ্দীন মোল্লা গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিল শ্রমিকদের কর্মনিরাপত্তাও কর্মসন্তুষ্টিঃ একটি সমীক্ষা, ক্ষমতায়ন-২০০৬; সংখ্যা-৮, পৃষ্ঠা -৩১-৪৬।

২৫. বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক সংঘ "ক্লীন ক্লথ ক্যাম্পেইন দ্যা ডেইলি ষ্টার ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১০ এবং ১৪ ডিসেম্বর ২০১০.

২৬. ফারুখ ওয়াসিফ "সাত শ্রমিককের মৃত্যু" শিরোনামে সম্পাদীয় কলাম "এক কম্বলে এক সংগে ঘুমাচ্ছে যেন পাঁচ বোন"। দৈনিক প্রথম আলো ১লা অগস্ট,২০১৩।

a. দৈনিক প্রথম আলো ৮ই র্মাচ ২০১২।

b. দৈনিক প্রথম আলো ২২ই এপ্রিল ২০১২।

c. দৈনিক প্রথম আলো ১২ই জুন ২০১২।

d. দৈনিক প্রথম আলো ১৫ই অক্টোবর,২০১২।

e. দৈনিক প্রথম আলো ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৩।

f. দৈনিক প্রথম আলো ২২ই অক্টোবর,২০১৩।

g. দৈনিক প্রথম আলো ২৫ই অক্টোবর, ২০১৩।

h. দৈনিক প্রথম আলো ২৭ই অক্টোবর, ২০১৩।

i. দৈনিক প্রথম আলো ২৯শে অগাস্ট,২০১৩।

j. দৈনিক প্রথম আলো ১২ই জুন ২০১৪।